BENGALI FAMILY LIBRARY

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সঙ্গ্রহ

হিতকথাবলী।

বিষ্ণুশর্ম্মকৃত পঞ্চতন্ত্রের শেষ
তিন তন্ত্র।

অনুবাদক সমাজের
অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে।

সম্বৎ ১৯১৫।

মূল্য ।৶০ আনা।

তৃতীয়াবধি শেষ তিন অধ্যায় অনুবাদিত হই-লেই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা স্থির হওয়াতে, গ্রন্থের শেষ তিন অধ্যায় মাত্র অনুবাদিত করা গিয়াছে। তন্মধ্যে অশ্লীল ভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশে সমাদৃত হইলে আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় ইতি।

ই, বি, কাউএল্।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজাধ্যক্ষ

হিতকথাবলী।

উপক্রমণিকা

মিহিলারোপ্য নগরে অমরশক্তি নামে এক প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম বহুশক্তি। মধ্যমের নাম উগ্রশক্তি এবং কনিষ্ঠের নাম অনন্তশক্তি। কুমারেরা সকলেই অনাবিষ্ট ছিলেন। বাল্যাবধি বিদ্যাভ্যাসে কিছুমাত্র যত্ন করিতেন না।

রাজা কুমারদিগকে ক্রমে২ শাস্ত্রবিমুখ ও নিতান্ত দুঃশীল হইয়া উঠিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করেন। একদা মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অহে অমাত্যবর্গ ও সভাসদ্গণ! পুত্রেরা বিদ্যাভ্যাসে বিমুখ হইয়া ক্রমশঃ দুর্বিনীত হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে কি উপায় করা কর্ত্তব্য?"

মন্ত্রীরা কহিলেন "মহারাজ! উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনার পুত্রেরা কদাচ মূর্খ হইবার নহেন। সুশিক্ষকের হস্তে সমর্পিত হইলে অনায়াসেই বিদ্যালাভ করিতে পারিবেক। কুমারদিগের এখনও শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই। উপদেশ দিবার আর কোন ব্যাঘাতও

দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অতএব এক্ষণে এ বিষয়ে এক সৎপরামর্শ বলিতে প্রার্থনা করি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।”

রাজা কহিলেন “তোমরা অতিবিচক্ষণ। আমি তোমাদের পরামর্শ অবশ্যই শ্রবণ করিব এবং তদনুসারে কার্য্যও করিব সন্দেহ নাই”। অমাত্যেরা কহিলেন “মহারাজ! এই নগরীতে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এক প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। আপনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাউন এবং আগতমাত্রে কুমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন। তিনি নীতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। রাজকুমারদিগকে অনায়াসেই নীতিজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন”।

রাজা মন্ত্রীদিগের পরামর্শে পণ্ডিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিষ্ণুশর্ম্মা উপস্থিত হইবামাত্র অতিবিনয়পূর্ব্বক কহিলেন “মহাশয়! কৃপা করিয়া আমার তিনটি পুত্রকে কিঞ্চিৎ কাল উপদেশ প্রদান করুন। আপনি অতিসুবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। আপনার প্রসাদে আমার পুত্রেরা অবশ্যই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই”।

পণ্ডিতপ্রবর বিষ্ণুশর্ম্মা রাজার সবিনয় অভ্যর্থনাতে সম্মত হইলেন। এবং কুমারদিগকে রাজনির্দ্দিষ্টস্থানে লইয়া গিয়া, মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকপেচকসংবাদ, লব্ধনাশ এবং অপরীক্ষিতকরণ এই পঞ্চ প্রকরণ রূপ পঞ্চতন্ত্র নামক একখানি পঞ্চাধ্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাদিগকে হিত কথার ছলে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

উপক্রমণিকা।

ক্রমে২ মিত্রভেদ ও মিত্রপ্রাপ্তি এই দুই প্রকরণের কথা সমাপন করিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা কুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া "রাজপুত্রগণ! এক্ষণে কাকপেচকসংবাদ নামক অতিআশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক" এই কথা বলিয়া অভিপ্রেত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

হিতকথাবলী।

কাকপেচক সংবাদ।

যাহার সহিত পূর্ব্বে শত্রুতা থাকে, সে যদি কোন কারণ বশতঃ মিত্রভাব অবলম্বন করে তাহা হইলে তাহাকে কোনরূপেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।

ইহার কথা।

মিহিলারোপ্য নামে এক নগর আছে। তথায় বট-বৃক্ষে মেঘবর্ণনামে এক বায়সরাজ বাস করিত। সে তথায় দুর্গ রচনা করিয়া সপরিবারে কালযাপন করিত। এবং অরিমর্দন নামে এক উলূকরাজ অসঙ্খ্য পরিবার লইয়া কোন গিরিগুহায় দুর্গ রচনা করিয়া অবস্থিতি করিত। উলূকজাতি রাত্রিচর। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে সে প্রতিনিয়ত সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং কোন বায়সকে দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। এইরূপ ব্যাপার প্রতিনিয়ত হওয়াতে বটতরু প্রায় বায়সশূন্য হইয়া উঠিল। একদা বায়সরাজ অমাত্য-দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "অহে সচিবগণ! আমাদিগের অতি ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইয়াছে। তাহার যেপ্রকার চেষ্টা দেখিতেছি আমাদিগকে নিঃশেষ করিতে আর বড় বিলম্ব নাই। অতএব এক্ষণ-

কার কর্ত্তব্য কি? রাত্রিকালে আমরা কিছুই দেখিতে পাইনা। আর দিবাভাগে তাহারাই বা কোথায় থাকে তাহাও সবিশেষ অবগত নহি। জানিতে পারিলেও বরং সেপর্য্যন্ত গিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আসিতে পারিতাম। ভাবিয়া কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছিনা। তোমরা অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাবের কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ হইতে পারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল"।

সচিবেরা কহিলেন "মহারাজ! আপনকার এসময়ে এপ্রকার প্রশ্ন করা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা আপনার বহুকালের মন্ত্রী। উপস্থিত বিষয়ে যাহা সুমন্ত্রণা হইবেক তাহা প্রদান করিতে কদাচই ত্রুটি করিব না। আপনি প্রশ্ন করিতেছেন আমরা যথাশক্তি সৎপরামর্শ দিতে অবশ্যই যত্ন করিব সন্দেহ নাই। রাজা কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিলেও মন্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা কার্য্যের সময়ে তাঁহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন। সম্প্রতি আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং চলুন কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া এবিষয়ের একটা সুমন্ত্রণা করা যাউক। আর, কি কারণেই বা এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহারও সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য"।

মেঘবর্ণ মন্ত্রীদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং উজ্জীবী, সঞ্জীবী, অনুজীবী, প্রজীবী, চিরজীবী, নামে পাঁচজন প্রবীন অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জনে গমন করিয়া একে একে

জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে উজ্জীবীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্র! উপস্থিত বিষয়ে তোমার বিবেচনায় কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয়?"।

উজ্জীবী উত্তর করিল "মহারাজ! আমাদের বিপক্ষ অতিশয় বলবান্। বিশেষতঃ সময় বুঝিয়া প্রহার করিয়া থাকে, অতএব আমার বিবেচনায় এত বড় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত বিগ্রহ করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। যেকোন রূপে হউক তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত"।

অনন্তর সঞ্জীবীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, সে উত্তর করিল "মহারাজ! শত্রুর সহিত সন্ধি বিধান করা আমার মতে উত্তম বোধ হইতেছে না। শাস্ত্রকারেরা শত্রুর সহিত সন্ধি করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সেপ্রকার ক্রূর, লোভী এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত সন্ধি করিলেও উত্তরকালে আরও বিপদ্ ঘটিতে পারিবেক। আপনি ইহাতে কখন মত করিবেন না। আমার বিবেচনায় বোধ হইতেছে তাহার সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ-কল্প। একে সে আপনাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, তাহাতে সন্ধির কথা শুনিলে আর কাহার নিস্তার থাকিবেক না। উজ্জীবী কহিতেছেন বিপক্ষ অতি বলবান্, এ কোন কাজেরই কথা নয়"।

এইরূপে বিগ্রহের মন্ত্রণা স্থির হইলে পর, বায়সরাজ অনুজীবীকে সম্বোধন করিয়া "ভদ্র! তোমার মত কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসিলে পর সে উত্তর করিল,

"মহারাজ! সেই বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নয়। আমার মতে যান, অর্থাৎ অপসরণ করাই শ্রেয়ঃ"। এইরূপে যান বিষয়ে মন্ত্রণা স্থির হইলে পর, কাকরাজ প্রজীবীকে আপন অভি-প্রায় ব্যক্ত করিতে আদেশ করিলে, সে উত্তর করিল, "মহারাজ! আমার এই তিন কল্পই ভাল লাগিতেছে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম আসন করণই কর্ত্তব্য"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া চিরজীবীকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল "মহারাজ! আমার মতে এক্ষণে সংশ্রয়ের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। কারণ, বিশেষ আশ্রয় ব্যতিরেকে তেজস্বীকেও পরাভূত হইতে হয়। অতএব যাহাতে কোন সমর্থ ব্যক্তির আশ্রয় পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করুন। এই দুঃসময়ে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে কেহ আপনাকে এক কথারও উপকার করিবেন না। এক্ষণে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে কোন সমর্থ ব্যক্তির আশ্রয় অবলম্বন করিতে আজ্ঞা হউক। যদি একান্তই সমর্থ ব্যক্তি না মিলে, হীন বা অসমর্থের আশ্রয়ও অনিষ্টকর নহে। উত্তম আশ্রয় সঙ্ঘটনা হওয়া পরমভাগ্যের কথা। পরন্তু তাহা সচরাচর ঘটা অত্যন্ত দুষ্কর। বিবেচনা করিয়া দেখুন সংশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই এ বিপদের প্রতীকার হইতে পারিবেক না। সংশ্রয় ঘটনা হইলেই নিস্তারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা"।

এইরূপে চিরজীবীর সংশ্রয়বিষয়ে অভিপ্রায় স্থির হইলে পর, বায়সরাজ স্থিরজীবী নামে পিতার অতি

প্রাচীন মন্ত্রীকে সবিনয় প্রণতি পুর্ব্বক পিতৃসম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন “পিতঃ! আপনার সাক্ষাতে এ সমস্ত মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে, আপনি প্রত্যেকের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার পক্ষে যাহা বিধেয় হয় তাহা করিতে আজ্ঞা করিবেন। অতএব প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা আদেশ করিতে আজ্ঞা হউক।

স্থিরজীবী কহিলেন “বৎস! ইহাঁরা যে সমস্ত কথা কহিলেন সকলই নীতিসম্মত। কিন্তু এস্থলে উহার কোনটাই অবলম্বন করিবার উপযুক্ত নহে। যে সময়ে যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সময় উপস্থিত না থাকিলে তাহা অবলম্বন করায় কোন ফল দর্শিতে পারে না। আমার মতে এখন দ্বৈধীভাবেরই প্রকৃত সময়। অতএব আমার পরামর্শ এই যে, তুমি দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিয়া শক্রবিনাশে যত্নবান্ হও। নিশ্চয় বোধ হইতেছে এরূপ করিলেই তুমি অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দিয়া লোভ দেখাইয়া শত্রুকে উৎসন্ন করা অবলীলাক্রমেই ঘটিতে পারে সন্দেহ নাই।

এইরূপে দ্বৈধীভাব অবলম্বন করিলে তোমার স্থান ত্যাগের আবশ্যকতা থাকিবেক না। স্বস্থানেই পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবে। ফলতঃ শত্রু ব্যক্তি লোভে পতিত হইলে তোমাকে আর উত্যক্ত করিতে হইবেক না। তৎকালে যদি তুমি তাহার কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে”।

মেঘবর্ণ কহিলেন "পিতঃ! আমি শত্রুর বাসস্থানই অবগত নহি, কিরূপে তাহার দোষ দেখিতে সমর্থ হইব?"। স্থিরজীবী উত্তর করিলেন "বৎস! তদ্বিষয়ে তুমি চিন্তিত হইও না। চরদ্বারা আমিই তাহার স্থান ও দোষ ব্যক্ত করিয়া দিব। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, "রাজাদিগের চরই চক্ষুঃ। ইতরেরা কেবল চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া থাকে। অতএব রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা গুপ্তচরদ্বারা স্বপক্ষ ও পরপক্ষের যুক্ত ও অযুক্ত কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইতে যত্নবান্ হন। চরের সহায়তা ভিন্ন বৈরশোধনের আর কিছুমাত্র উপায় নাই"।

মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ! উলূকজাতির সহিত আমাদের এরূপ সর্ব্বনাশকর বৈরভাব উৎপন্ন হইল কেন?"। স্থিরজীবী কহিতে লাগিলেন "বৎস! একদা হংস, সারস, শুক, কোকিল, কারণ্ডব, উলূক প্রভৃতি নানাজাতীয় বিহগগণ একত্রিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল যে, আমরা বিনতানন্দন গরুড়কে রাজা করিয়া তাঁহাকেই যথাবিধি সম্মান করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি বাসুদেবের ভক্ত বলিয়া অহঙ্কারে আমাদের বিষয় কিছুই মনে করেন না। স্বচক্ষে আমাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে দেখিলেও তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। অনুচরবর্গের প্রতি এরূপ হতাদর হইলে কিরূপে সম্মান থাকিতে পারে। অতএব আইস আমরা আর কোন ব্যক্তিকে আপনাদের রাজা করি। এই বলিয়া তাহারা সেই সমাজস্থিত এক উলূককে রাজা করিতে মনস্থ

করিল। এবং যথাবিধি দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উদ্যম করিতে লাগিল।

এইরূপে পক্ষিগণ উলূককে মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার আহ্লাদ আমোদ করিতেছে এমন সময়ে এক বায়স অতি কঠোর কোঙ্কার ধ্বনি করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পক্ষীরা আনন্দের সময়ে বায়সকে সহসা সমাগত দেখিয়া কহিল আমরা শুনিতে পাই বায়স অতি চতুর। অতএব আমাদের এবিষয়ে কর্ত্তব্য কি তাহা এই বায়সকেও জিজ্ঞাসা করা যাউক। ইনি যে পরামর্শ বলিবেন তাহাই শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

সকলে মিলিয়া এইরূপ পরামর্শ করিতেছে এমত সময়ে বায়স তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের এস্থানে এত জনতা ও মহামহোৎসবের কারণ কি? পক্ষীরা উত্তর করিল "আমাদের রাজা নাই বলিয়া আমরা সকলে মিলিয়া এই উলূককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিতেছি। তুমিও প্রকৃত সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এবিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি তাহাও ব্যক্ত কর"।

কাক হাস্য করিয়া কহিল "ছি, ছি, তোমাদের এ মতে মত দিব কি? ময়ূর রাজহংস চক্রবাক প্রভৃতি উত্তম২ পক্ষী থাকিতে একটা কদাকার পেচককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে, আমি ইহাতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারি না। যে অভিপ্রায়ে উহাকে রাজ্যে

অভিষেক করিতে চাহিতেছ উহাদ্বারা তদ্বিষয়ে কি উপকার হইতে পারিবেক?। আর পক্ষীদিগের রাজা গরুড় থাকিতে ইহাকেই বা সহসা রাজা করিবার কারণ কি? নিতান্ত গুণবান্ ব্যক্তি মিলিলেও, এক রাজা বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে রাজা করিতে মনোনীত করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। গরুড় অতি মহাত্মা। তাঁহার প্রভাবে অন্যে তোমাদের নিকটেও আসিতে সমর্থ হয় না। মহাত্মা ব্যক্তির বিস্তর গুণ। নাম করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। শশকগণ শশধরের নাম করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়া গিয়াছে।

পক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল "সে কেমন কথা? বলদেখি শ্রবণ করি"। বায়স কহিতে আরম্ভ করিল "এক অরণ্যে চতুর্দ্দন্ত নামে এক গজরাজ বাস করিত। তথায় কতিপয় বৎসর ক্রমাগত অনাবৃষ্টি হওয়াতে তত্রত্য তড়াগ হ্রদ পল্বল সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সকল একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল। জলাভাবে বনচর জন্তুদিগের অত্যন্ত ক্লেশ উপস্থিত হইল। একদা সকল গজ একত্র হইয়া সেই গজরাজকে কহিল "প্রভু! আমরা জলাভাবে বড়ই ক্লেশ পাইতেছি। অনেক কলভেই প্রাণ হারাইয়াছে। এক্ষণে কোন জলাশয় অন্বেষণ করুন। জল খাইতে না পাইলে আর প্রাণ বাঁচাইতে পারিব না।

গজরাজ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কতিপয় দ্রুতগামী অনুচরকে জলাশয় অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। অনুচরেরাও বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জল দেখিতে প্রস্থান করিল। যাহারা পূর্ব্বদিকে গমন

করিয়াছিল তাহারা চন্দ্রহ্রদ নামে এক অতি মনোহর জলাশয় দেখিতে পাইল। এবং দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিধানে কহিল "প্রভু! এই বনের প্রান্তভাগে এক অতি রমণীয় সরোবর দেখিতে পাইয়াছি। তাহা গঙ্গার জলপ্রপাতে সতত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব চলুন আমরা সকলেই সেই স্থানে গমন করি।

গজরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। এবং সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গিয়া সেই হ্রদে অবগাহন ও জলপান করিয়া সায়ংকালে ফিরিয়া আইলেন। এইরূপে সকল গজ প্রতিদিন সেই হ্রদে যাইয়া অবগাহন করে এবং অবগাহন করিয়া সন্ধ্যাকালে স্বস্থানে ফিরিয়া আইসে। সেই হ্রদের চারি ধারে বিস্তর শশকের গর্ত্ত ছিল। তথায় প্রতিনিয়ত গজযূথেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে সমুদায় গর্ত্ত দলিত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। অনেক শশক প্রাণে বিনষ্ট হইল। অনেকের হস্ত পদাদি অবয়ব সকল ভগ্ন হইয়া গেল।

একদা গজযূথ জলক্রীড়া করিয়া প্রস্থান করিলে পর অবশিষ্ট জীবিত শশকগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিল আমরাত প্রায় বিনষ্ট হইলাম। এ প্রদেশে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। গজযূথ প্রতিদিন এস্থলে আগমন করিবেক সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রতিনিয়ত এরূপে গজযূথের যাতায়াত হইলে আমাদের আর নিস্তার নাই। অতএব এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় অন্বেষণ করা অতি কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া কতিপয় শশক

কহিল "এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করা অতি উচিত"।

অপর শশকদল কহিল "ইহা আমাদের পুরুষানুক্রমের বাসস্থান, সহসা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া কিছু সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের মত এই যে কোন রূপে হস্তীদিগকে ভয় প্রদর্শন করা যাউক। যদি দৈবাৎ তাহাতেই তাহারা নিরস্ত হয় পরম লাভ।"

অন্য কতকগুলি শশক কহিল "যদি এরূপ পরামর্শই স্থির হয় তবে তাহাদের আগমন নিবারণ করিবার এক বিশেষ উপায় আছে শুন। সুবিচক্ষণ এক চতুর দূতকে যূথপতি গজরাজের নিকট প্রেরণ করা যাউক। আমাদের স্বামী বিজয় দত্ত নামা শশক চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। দূত সেই বিজয়দত্তের স্বরূপ অবলম্বন করিয়া গজরাজের নিকটে গিয়া এই কথা বলুক যে, "চন্দ্র নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছেন চন্দ্রহ্রদের চতুর্দ্দিকে আমার সমস্ত অনুচর বাস করে। অতএব আজি অবধি যেন কোন হস্তী তথায় জলক্রীড়া করিতে আসিয়া তাহাদিগের উৎপাত করিতে না পায়"। দূতমুখে এইরূপ কথা শুনিতে পাইলে হয়ত সেই যূথপতি এখানে আগমন করা একেবারেই রহিত করিবেক সন্দেহ নাই।

আর কএক শশক কহিল "হাঁ, একথা সঙ্গত বোধ হইতেছে। ঘটিলেও ঘটিবার সম্ভাবনা। যদি এপরামর্শই স্থির হইল তবে লম্বকর্ণ শশককে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা উচিত। সে ব্যক্তি বচন

রচনায় বিলক্ষণ পটু এবং, দৌত্যকর্ম্মেরও বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ”।

অপরেরা কহিল “ইহাই উপযুক্ত পরামর্শ হই-তেছে। ইহা ভিন্ন আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। আমাদের মতেও এই পরা-মর্শানুসারে কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে যেখান হইতে হউক লম্বকর্ণকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া তাহাকে দূত করিয়া প্রেরণ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না ”।

এইরূপে লম্বকর্ণ দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত ও তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইয়া গজরাজের নিকট গমন করিতেছে এমত সময়ে দেখিতে পাইল যূথপতি গজরাজ যূথ সমভি-ব্যাহারে লইয়া সেই হ্রদের অভিমুখে আগমন করি-তেছে। দেখিয়া মনেং চিন্তা করিল যে সকল প্রকাণ্ড হস্তী দেখিতে পাইতেছি উহারা স্পর্শ করিলে ত আমাদের নিস্তার নাই। উহাদের সম্মুখে যাওয়া কদাচই হইবেক না। কোন উচ্চ স্থানে উঠিয়া যূথ-পতিকে সম্বোধিয়া বলা যাউক।

এইরূপ চিন্তা করিয়া লম্বকর্ণ এক উচ্চ স্থানে উঠিয়া উগ্রভাবে উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিল “অরে দুষ্ট বর্ব্বর গজরাজ! এ যে তোর বড়ই আস্পর্দ্ধা। নিত্যং পরের হ্রদে গিয়া জল ঘোলা করিস্ কেন? সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি জানিস্ না। যা, যা, এখনি ফিরিয়া যা ”।

গজরাজ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল “অহে তুমি কে? হ্রদে যাইতে নিষেধ করিতেছ কেন ”?

শশাঙ্ক পরিচয় দিয়া কহিল "আমি শশকদিগের স্বামী, চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিতি করি, নাম বিজয়দত্ত। ভগবান্ চন্দ্রমা তোর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং আমাকে দূত করিয়া তোর নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি চন্দ্রমার আদেশে তোকে এই কথা জানাইতেছি যে আপন ও পর এই উভয়ের বলাবল বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহার পদে পদেই বিপদ্ ঘটে"।

গজরাজ শশকের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ ও তাহাতে যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস করিয়া কহিল "অহে শশাঙ্ক! ভগবান্ চন্দ্রমা আমাকে কি আদেশ করিয়াছেন বল, আমি অবিলম্বেই তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি"।

শশক তখন শান্তভাবে কহিল "ভগবান্ চন্দ্রমা এই আদেশ করিয়াছেন যে গজরাজ হস্তিযূথ সঙ্গে লইয়া চন্দ্রহ্রদে অবগাহন করিতে আসিয়া অবধি বিস্তর শশকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তাহার অত্যন্ত কুব্যবহার। শশকগণ যে আমার পরিবার একথা ভূমণ্ডলে কুত্রাপি কাহার নিকট অবিদিত নাই। শশকগণের আশ্রয় বলিয়া লোকে আমার শশাঙ্ক ও শশধর এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে যদি প্রাণ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে হস্তিযূথ সমভিব্যাহারে যেন সে আমার সরোবরে আর পুনর্ব্বার আগমন না করে। তোমার প্রতি ভগবানের এই মাত্র আদেশ হইয়াছে। ফল কথা

এই, এক্ষণে এরূপ মহা অনিষ্টকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত না হইলে ভগবান্ চন্দ্রমা হইতে তোমার বিস্তর অনিষ্ট ঘটিতে পারিবেক। আর আজি অবধি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলে তোমার পক্ষে যাহার পর নাই শ্রেয়ঃ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। চন্দ্রমার কোপ হইলে তিনি তোমাদিগকে জ্যোৎস্নালোক ভোগ করিতে দিবেন না। এবং সুধাময় কিরণ রোধ করিয়া তোমাদিগকে অনায়াসে গ্রীষ্মযাতনা ভোগ করাইয়া বিনষ্ট করিতে পারেন, আর তিনি প্রসন্ন থাকিলে তোমরা জ্যোৎ-স্নার আলোকে পরম সুখে বিহার করিতে সমর্থ হইবে।

গজরাজ শশকের এইরূপ ভয়জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল "হাঁ, ভগবান্ চন্দ্রমার নিকটে যথার্থই অপরাধ করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর তাঁহার এইরূপ অনিষ্ট করিব না। এখন সেই ভগবান্ চন্দ্রমা কোথায় আছেন তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। প্রণা-মাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া আসিব"।

শশক কহিল "হানি নাই, কিন্তু তুমি একাকী আ-মার সঙ্গে আইস আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা-ইয়া দিতেছি"। গজরাজ কহিল "এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন। কোথায় গেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে! শশক কহিল তিনি অতিশিষ্ট প্রিয়তম শশকদিগকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত এক্ষণে এই হ্রদেই উপস্থিত আছেন। তিনিই এইস্থল হইতে আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন"। গজ-

রাজ কহিল "যদি এমন সুবিধা থাকে তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার বাধা কি? এখনি আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চল, প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিব"।

শশক কহিল "তবে তুমি একাকী আমার সঙ্গে আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও প্রণামাদি করিয়া যাও"। ঘটনাক্রমে সে দিন চন্দ্রের পূর্ণিমার উদয়। গজরাজ সম্মত হইলে শশক তাহাকে রাত্রিকালে সেই সরোবরের তীরে লইয়া উপস্থিত করিল এবং জলমধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া কহিল "ঐ দেখ ভগবান্ চন্দ্রমা জলমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। এক্ষণে ধ্যানস্থ আছেন। আলাপ করিবার অবকাশ নাই। তুমি দূর হইতে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। সমাধি ভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিলে কি জানি তোমার উপরি আরো অধিক কোপ করিতে পারেন"।

অনন্তর গজরাজ হুঙ্কারপূর্ব্বক জলে শুণ্ডাদণ্ড প্রহার করিলে জল অতি ক্ষুভিত হইল। এবং সহস্র চন্দ্রবিম্ব দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন বিজয়দত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চস্বরে গজরাজকে ডাকিয়া কহিল "অহে গজরাজ! তুমি করিতেছ কি। চন্দ্রদেবকে প্রসন্ন করিতে আসিয়া তাঁহার কোপ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলে।

গজরাজ জিজ্ঞাসা করিল "আমার প্রতি চন্দ্রদেবের এত কোপ করিবার কারণ কি? আমি ত কোপের কর্ম্ম কিছুই করি নাই"। বিজয়দত্ত কহিল "তুমি

যে কোন কথাই বুঝিতে পার না। জল তাড়না করি-তেছ, আর বলিতেছ আমি কোপের কর্ম্ম কিছুই করি নাই। নিষেধ আছে শুনিয়াও তাহাতে তোমার আক্ষেপ হইতেছে না. ইহা যে বড়ই কুলক্ষণ বোধ হই-তেছে”।

এই কথা শুনিয়া গজরাজ তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকে বিস্তর স্তব ও প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে বিজয়দত্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ভদ্র! তুমি আমার পক্ষ হইয়া চন্দ্রদেবকে এই কথা কহিবে যেন তিনি আমার উপরি কোন মতে রুষ্ট না থাকেন আমি এখন দৃঢ়বাক্যে কহিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছি আমি এই সরোবরে আর কখনই আ-সিব না। যদি পুনর্ব্বার দেখিতে পাও অবশ্যই দণ্ড-ভাগী হইব সন্দেহ নাই। কিন্তু এ যাত্রায় যেন তাঁহার কোপ শান্ত হয়”।

এই কথা বলিয়া গজরাজ প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। শশকেরাও সেই দিন অবধি স্বং স্থানে পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল”।

বায়স কথা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার কহিল “বিহগগণ! তোমাদিগকে এক সার কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। যদি তোমরা আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর তবে নীচ ব্যক্তিকে রাজা করিতে যত্নবান হইও না”। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন “নীচ, অলস, কাপু-রুষ, ব্যসনী, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতিকে কদাচই প্রভু করি-বার চেষ্টা করিবেক না”। ফল কথা এই নীচ প্রভু

হইতে নীচ-বিচার প্রার্থনা করিলে, শশক ও কপিঞ্জলের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

পক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিল “সে কেমন কথা বল দেখি শ্রবণ করি” বায়স কহিতে আরম্ভ করিল। “পূর্ব্বকালে আমি অরণ্যের মধ্যস্থলে এক বটবৃক্ষের শাখায় বাস করিতাম। তাহার নিম্নভাগে এক কোটরে কপিঞ্জল নামে এক চটকও অবস্থিতি করিত। সায়ংকালে উপস্থিত হইলে আমরা নানা স্থান হইতে চরিয়া আসিয়া সেই বৃক্ষে উপস্থিত হইতাম এবং নানা স্থানে যে সমস্ত আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিতে পাইতাম তাহার গুণকথন ও পরস্পর প্রণয়সম্ভাষণ দ্বারা পরম সুখে কালযাপন করিতাম।

একদা কপিঞ্জল অন্য কতিপয় চটকের সহিত একত্র হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোন শস্য-প্রচুর দেশে গমন করিয়াছিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল তথাপি সে ফিরিয়া আইল না। আমি মনে ২ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম এবং এখন পর্য্যন্ত কপিঞ্জল আইল না কেন, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এক ২ বার মনে হইতে লাগিল হয়ত সে কোন ব্যাধের পাশে বদ্ধ হইয়াছে, নয় কোন দুরাত্মার হস্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। নচেৎ তাহার আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন। জীবিত থাকিলে সে অবশ্যই আসিত সন্দেহ নাই।

এই রূপ চিন্তায় বহু দিন অতীত হইল। একদা ত্বরিতগতি নামে এক শশক সূর্য্যাস্তসময়ে সেই কোটরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। কপিঞ্জলের শোকে আমার

মন তখন এমনি ব্যাকুল যে দেখিয়াও তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না। শশক অকুতোভয়ে সেই কোটরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে পর কপিঞ্জলের পূর্ব্ব বাস স্মরণ হওয়াতে সে পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনন্তর সে আপন বাসকোটরে শশককে দেখিয়া তিরস্কার করিয়া কহিল "অহে ভাই শশক! তুমি আমার আবাস কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত কুকর্ম করিয়াছ। এক্ষণে স্থানান্তরে প্রস্থান কর"। শশক কহিল "অরে মূর্খ! এ তোর আবাসগৃহ কে বলিল, আমি বাস করিতেছি আমারই আবাস। অনর্থক কতগুলা কটু বলিবার প্রয়োজন নাই। তুই সত্বর স্থানান্তরে প্রস্থান কর। নচেৎ তোর পক্ষে বড়ই অনিষ্ট হইবেক"।

চটক কহিল "ভাল যদি এমনই হয় তবে প্রতিবাসী দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। তাঁহারা যদি আমার ভোগের প্রমাণ দেন তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই স্থানান্তরে যাইতে হইবেক"। শশক কহিল "অরে মূর্খ! স্মৃতির বচন কি কখন শ্রবণ করিস্ নাই। এক জনের ভূম্যাদি বস্তু যদি অপরে অবাধে দশ বার বৎসর কাল ভোগ করে তাহা হইলে তাহাতে তাহারই স্বত্ব জন্মে। সে স্থলে সাক্ষী লেখ্য প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা কোন ফল হইতে পারে না। আর ভগবান্ নারদ স্পষ্টই কহিয়াছেন "মানুষের দশ বৎসর ভোগ থাকিলে অন্য প্রমাণ অপেক্ষা করে না। কিন্তু পশু পক্ষী-

দিগের বর্ত্তমান অধিকারই বিশিষ্ট প্রমাণ হইতে পারে"। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এই গৃহ আমারই হইতে পারে তোর কোন মতেই সম্ভবে না"।

কপিঞ্জল কহিল "অহে শশক! যদি স্মৃতি শাস্ত্রই প্রমাণ করিতে চাও তবে আইস আমরা উভয়ে কোন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট গমন করি। তিনি যথা শাস্ত্র যে ব্যবস্থা দিবেন তাহাই আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিব"। শশক শুনিয়া সম্মত হইল।

এইরূপে উভয়ে ব্যবহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত প্রস্থান করিলে পর, আমি মনে২ চিন্তা করিলাম, দেখিই না কেন, ব্যবস্থাপকেরা এ বিষয়ে কিপ্রকার ন্যায্য বিচার করেন এবং কি রূপেই বা এই উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কৌতুক দেখিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া শশক কপিঞ্জলকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভদ্র! চল আমরা অগ্রেই গঙ্গাবাসী সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দধিকর্ণ নামক মার্জ্জারের নিকট গমন করি। এ বিষয়ে তাঁহার মত কি তাহা শ্রবণ করা অতি কর্ত্তব্য"। এই কথা বলিয়া উভয়ে অগ্রে দধিকর্ণের নিকটে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর দূর হইতে সেই মার্জ্জারকে দেখিতে পাইয়া প্রাণভয়ে পুনর্ব্বার কহিল "দূর হউক ক্ষুদ্রের নিকট গমন করায় কোন প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে অধম

ব্যক্তি তপস্বী হইলেও তাহাকে কোনরূপে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।

এইরূপ পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, দধিকর্ণ দূর হইতে তাহাদের বিবাদের কথা শুনিতে পাইয়া উভয় বিবাদীর বিশ্বাসের নিমিত্ত কপট যোগিবেশে পথের নিকটবর্ত্তী নদীতটে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ মুদ্রিতনয়নে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই ধর্ম্মোপদেশ করিতে আরম্ভ করিল যে, এই সংসার যৎপরোনাস্তি অসার। জীবন ক্ষণভঙ্গুর। প্রিয়সমাগম কেবল স্বপ্নতুল্য। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলই ইন্দ্রজাল সদৃশ। এস্থলে কাহা হইতেও কিছু হইতে পারে না। ধর্ম্মই পরম পদার্থ, এবং ধর্ম্মই এক মাত্র সহায়। তাহা ভিন্ন জীবের আর কোন গতি নাই।

দধিকর্ণের এইরূপ বিস্তর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া শশক কহিল "অহে কপিঞ্জল! শুনিতে পাও ঐ নদীতীরে মহাত্মা বিড়াল তপস্বী ধর্ম্মকথা কহিতেছেন। চল দেখি আমরা গিয়া উহাকেই জিজ্ঞাসা করি"। কপিঞ্জল কহিল "হানি নাই, কিন্তু উনি স্বভাবতঃ আমাদের শত্রু। দূর হইতে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কি জানি, কদাচিৎ উহার ব্রতভঙ্গ হইলেও হইতে পারে"। এই বলিয়া উভয়ে দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ভোঃ! তপোধন ধর্ম্মদেশক মার্জ্জার মহাশয়! আমাদের উভয়ের মধ্যে এক বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাদ্বারা আমাদের এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। প্রতিজ্ঞা

করিতেছি আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরাজিত হইবেক সে তোমার ভক্ষ্য হইবেক”।

দধিকর্ণ শুনিবামাত্র কহিয়া উঠিল “নারায়ণ! ২ তোমরা এমত কথা আর মুখে আনিও না। এ সমস্ত নরকপাতের কর্ম্ম হইতে আমি একান্তই বিরত হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারেরা এই ধর্ম্মকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন “দংশ মশক প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ২ জন্তুকেও রক্ষা করা কর্ত্তব্য,,। অতএব নিশ্চয় কহিতেছি আমা হইতে তোমাদিগের হিংসার শঙ্কা কিছুমাত্র নাই। বিচার প্রার্থনায় আসিয়াছ আমি তোমাদিগের জয় ও পরাজয় অবশ্যই নির্ণয় করিয়া দিতে সম্মত আছি। কিন্তু আমি অতি প্রাচীন হইয়াছি, শ্রবণশক্তি বিশেষরূপ নাই। অধিক দূরে থাকিলে আমি তোমাদের ভাষাই সম্পূর্ণরূপে শুনিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে নিঃশঙ্ক হইয়া আমার নিকটস্থ হইয়া যাহা বক্তব্য বল। আমি ভদাদি তদন্ত শুনিয়া যথামতি ও যথাসাধ্য বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া দিব। বিশেষতঃ বিবাদের মর্ম্ম বিলক্ষণরূপে অবগত না হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে নরকগামী হইতে হয়। অতএব তোমরা আমার কর্ণের নিকটে স্পষ্টরূপে বিবরণ করিতে আরম্ভ কর,,।

দধিকর্ণের এই প্রকার বাক্যের আড়ম্বর শুনিয়া বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই বিশ্বাস করিল! এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মার্জার এককালেই এক জনকে নখরপ্রহারে ও

অপরকে দন্তাঘাতে বিনষ্ট করিয়া ভক্ষণ করিল। এই হেতু বলিলাম নীচপ্রভু হইতে নীচ বিচার প্রার্থনায় থাকিলে শশক ও কপিঞ্জলের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি।

তোমরা নিজে নিশাঙ্ক, আবার এই দিবান্ধকে রাজা করিয়া কি সেই শশক ও কপিঞ্জলের পথের পথিক হইবে। যথার্থ কথা কহিতে হয় কহিলাম, এক্ষণে তোমরা যাহা কর্ত্তব্য কর"।

বায়সের মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র বিহগগণ কহিল "ইনিত ভালই বলিতেছেন। এই দিবান্ধ নীচকে কখনই রাজা করা হইবেক না। এক্ষণে সকলে মিলিয়া আর কোন ব্যক্তিকে রাজা করিবার মন্ত্রণা ও চেষ্টা করা যাউক" এই কথা বলিয়া সকল পক্ষী আপনং অভিমত স্থানে প্রস্থান করিল। কেবল অবশিষ্ট সেই উলূক সস্ত্রীক হইয়া সিংহাসনে উপবেশিত থাকিল।

উলূক কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আপন স্ত্রী কৃকালিকাকে কহিল "এস্থলে যে কেহই নাই। এখনও আমার অভিষেকের উদ্যোগ দেখিতেছি না, কারণ কি"। কৃকালিকা কহিল "অভিষেকের উদ্যোগ দেখিবে কি এই বায়স তোমার অভিষেকের ব্যাঘাত করিয়াছে। ইহার পরামর্শে সকলেই স্বং অভিমত দেশে প্রস্থান করিয়াছে। কাহাকেও এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কেবল বায়স একাকী কোন অভিপ্রায়ে এখন পর্য্যন্ত বসিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সত্বর হইয়া

গাত্রোত্থান করুন, আমি আপনাকে স্বস্থানে লইয়া যাই”।

উলূক এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ন হইল এবং বায়সকে ডাকিয়া কহিল “অরে দুষ্টাত্মা! আমি তোর কি অপরাধ করিয়াছি যে তুই আমার পক্ষিরাজ্যের অভিষেকে বিঘ্ন উপস্থিত করিলি। যাহা হউক আজি অবধি তোর ও আমার বংশাবলীর সহিত পরস্পর মহাশক্রতা উৎপন্ন হইল”। এই বলিয়া কৃকালিকার সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বায়স মনে২ খেদ করিয়া কহিতে লাগিল “দেখ আমি বিনাকারণে কেমন শক্রতা প্রাপ্ত হইলাম। তখন নির্ব্বোধের ন্যায় অনর্থক নিষ্ঠুর কথা কহিয়া বুদ্ধির কার্য্য করিনাই। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেও প্রস্থান করিল। এইরূপে তদবধি আমাদিগের সহিত পেচকবংশের বৈরভাব রহিয়াছে,,।”

মেঘবর্ণ কহিল “পিতঃ! তবে এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? স্থিরজীবী কহিলেন “এই ছয় প্রকার উপায় ভিন্ন উপায়ান্তর আছে। আমি স্বয়ং সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিব। রিপুকে বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে কিছুমাত্র আয়াস পাইতে হইবেক না। বুদ্ধিমান্ ধূর্ত্তেরা সকলকেই প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়, এবিষয়ে যজ্ঞপশুহারী ব্রাহ্মণ এক দৃষ্টান্ত স্থল,,।

মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসা করিল “সে কেমন কথা? বৃদ্ধ মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন “এক গ্রামে মিত্রশর্ম্মা নামে এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি

বর্ষিক্রীসের অমাবস্যায় পশুবন্ধযাগ করিবেন মানস করিয়া, একদা অতি দুর্দিনে ছাগপশু প্রার্থনা করিতে গ্রামান্তরবাসী যজমানের গৃহে প্রস্থান করিলেন। যজমানের নিকট পশু প্রার্থনা করিলে পর সে একটি উপযুক্ত পশু আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্রাহ্মণ দুর্দিনের জন্য অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলেন না। আনিয়া দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পশুরজ্জু ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পশুটি বলবান্ ছিল। সে পথিমধ্যে ইতস্ততঃ চলিতে আরম্ভ করাতে, ব্রাহ্মণের সত্বর গমনে বিস্তর ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি তাহাকে স্কন্ধে করিয়া গৃহের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন ধূর্ত্ত সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ পশুকে স্কন্ধে লইয়া যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া, পরস্পর এই পরামর্শ করিল যে ব্রাহ্মণকে কোনরূপে প্রতারিত করিতে পারিলে এই পশুমাংস ভক্ষণ করিতে পাওয়া যায়। আজি যে দুরন্ত শীত পড়িয়াছে, পশুমাংস না খাইলে বড়ই ক্লেশ হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পর তাহাদের একজন বেশপরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পথ দিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল "অগ্নিহোত্রি মহাশয়! আপনি লোকাচার বিরুদ্ধ উপহাসের কর্ম্ম করিতেছেন কেন! কুক্কুর জাতি অতি অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য। আপনি অগ্নিহোত্রী সাক্ষাৎ ঋষি তুল্য ব্রাহ্মণ হইয়া ইহাকে স্কন্ধে লইয়া যাইতেছেন কারণ কি?"।

ব্রাহ্মণ শুনিবা মাত্র কোপ করিয়া কহিলেন "তুমি

অন্ধ না কি? ছাগ পশুকে কুকুর বোধ করিতেছ কেন"! সে কহিল "ঠাকুর! কোপ করিবেন না। ইহা ছাগ পশুই বটে। আপনি চলিয়া যাউন। আমার বলাই ভাল হয় নাই"।

ব্রাহ্মণ আর কিছু দূর গমন করিলে পর দ্বিতীয় ধূর্ত্ত সম্মুখে আসিয়া কহিল "আহা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কি কষ্ট। স্নেহ করিতেন বলিয়া কি ব্রাহ্মণশরীরে মৃত গোবৎস স্কন্ধে বহন করিতে হয়! আপনি ত শাস্ত্রজ্ঞ বটেন। শাস্ত্রের লেখা এই যে মনুষ্য কিম্বা পশু পক্ষীর শব স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য সেবন ও চান্দ্রায়ণ না করিলে শুদ্ধি হয় না"।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "অহে! তুমিও যে কাণার মত কথা কহিতেছ। ছাগ-পশু লইয়া যাইতেছি, তুমি কহিতেছ এটা মৃতবৎস"। সে কহিল "ঠাকুর! ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমি না জানিয়া এরূপ কহিয়াছি আপনি যাহা ইচ্ছা করুন"।

অনন্তর ব্রাহ্মণ এক বনের মধ্য দিয়া যাইতেছেন এমত সময়ে তৃতীয় ধূর্ত্ত সম্মুখে আসিয়া কহিল "ছি২ ঠাকুর ছি! আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া এই অনুচিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! লোকে দেখিলে বলিবে কি। আপনি অগ্নিহোত্র যাগ করেন কিন্তু গর্দ্দভের শিশুকে স্কন্ধে করিয়া যাইতেছেন। এখনি এটাকে পরিত্যাগ করিয়া সচেল স্নান পূর্ব্বক গৃহে গমন করুন। এখন আর কেহই দেখিতে পায় নাই। আপনি উহাকে ফেলিয়া যাউন"।

এইরূপ ধূর্ত্তবাক্যে প্রতারিত হইয়া ব্রাহ্মণ সেই

ছাগপশুকে রাসভ বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভয়ে গৃহাভিমুখে পলায়ন করিলেন। ধূর্ত্তদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল"। এই রূপে কথা সমাপন করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী, পুনর্ব্বার কহিলেন "বৎস! এক সার কথা বলি। এই পৃথিবী মণ্ডলে এমন কেহই নাই যে সে ধূর্ত্তবাক্যে প্রতারিত না হয়। বিশেষতঃ শক্ত ব্যক্তি একাকী। সে দল বলে পুষ্ট হইলেও শঙ্কার বিষয় বটে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "বহু ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলেও তাহাদের সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নয়"। ফলে বহু সংখ্যক দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও পরাজিত হইতে হয়। এবিষয়ে এক দৃষ্টান্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

মেঘবর্ণ কহিলেন "যে আজ্ঞা, অবধান করিতেছি, বলিতে আজ্ঞা হউক"। স্থিরজীবী বলিতে আরম্ভ করিলেন "এক বল্মীক রাশির মধ্যভাগে অতিদর্প নামে এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প বাস করিত। সে একদা আপন গর্ত্তের দ্বার ভুলিয়া অতি ক্ষুদ্র আর এক দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। তাহার স্থূল শরীর সেই ক্ষুদ্র বিবর দিয়া বহির্গত হইবার সময়ে স্থানেং ক্ষতবিক্ষত হইয়াগেল। ক্ষতের রক্তগন্ধ পাইয়া বিস্তর পিপীলিকা আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইল। এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সকল ক্ষতকে অতি বিস্তারিত করিয়া তুলিল। তাহাতে সর্পরাজ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়া অতি ত্বরায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।" স্থিরজীবী এই কথার পরে কহিলেন আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য

আছে শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া যথাবিধি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হও”।

মেঘবর্ণ কহিলেন “আজ্ঞা করুন। আমি আপনার আদেশ কোন মতেই অন্যথা করিতে সম্মত নহি”। স্থিরজীবী কহিলেন “বৎস! আমি যে উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছি, বিবরণ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর। আমাকে বিপক্ষের পক্ষ বলিয়া অগ্রে যৎ-পরোনাস্তি নিষ্ঠুর বাক্যে ভৎসনা করিবে। অনন্তর তাহাদের প্রত্যয় জন্মিতে পারে এমনি ভাবে সকলে মিলিয়া আমাকে চঞ্চুর আঘাতে রক্তারক্তি করিয়া এই বট বৃক্ষের তলে ফেলিয়া দিয়া তুমি সপরিবারে এখান হইতে প্রস্থান করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়া অবস্থিতি করিবে।

এখানে আমি সুবিহিত কৌশলদ্বারা সমস্ত শত্রুকে বিশ্বসিত করিয়া আপনার আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইব। অনন্তর তাহাদের দুর্গের অবস্থা বুঝিয়া সেই দিবান্ধ শত্রুকে সপরিবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। আমি মনেং নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি ইহা ভিন্ন আমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির আর উপায়ান্তর নাই। কৌশল ক্রমে যদি শত্রুর দুর্গ অপসাররহিত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংসও সুসাধ্য হইতে পারিবেক। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিও না। আর নিষেধও করিও না,,। এই কথা বলিয়া স্থিরজীবী তাহার সহিত শুষ্ক কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মেঘবর্ণের ভৃত্যেরা তাহাকে নিতান্ত কটুকাটব্য কহিতে দেখিয়া

বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। মেঘবর্ণ তাহাদিগকে বংশপরোনাস্তি উদ্ধত দেখিয়া নিবারণ করিয়া কহিলেন "অহে ভৃত্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও। আমি স্বয়ং এই পাপাত্মাকে নিগ্রহ করিতেছি"।

এই কথা বলিয়া তাহার উপরি আরোহণ করিয়া চঞ্চুদ্বারা অনবরত লঘু প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাহার সর্ব্ব শরীর রুধিরে আপ্লুত ও তাহাকে বৃক্ষতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার উপদেশানুসারে সপরিবারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

বিপক্ষদূতী কৃকালিকা এই সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া উলূকরাজের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ আপনার বৈরী ভীত হইয়া সপরিবারে কোন স্থানে পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সত্বর হইয়া প্রস্তুত হউন। শত্রু ব্যক্তি ভীত ও পলায়িত হইয়াছে ইহা অতিশয় পুণ্যের কথা"। এই কথা বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই বটবৃক্ষের তলে আসিয়া বেষ্টন করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কাকেক দেখিতে না পাইয়া অরিমর্দ্দন সেই বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া উচ্চস্বরে পরিজনদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "অহে ভৃত্যবর্গ ও অনুচরগণ! তোমরা এখন বসিয়া কি কর। শত্রুরা কোন্ পথে পলায়ন করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাও। অগ্রে সূচনা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে কোন দুর্গ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বেই অক্লেশে যাইয়া বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইব"।

উলূকরাজের এই প্রস্তাব শুনিয়া স্থিরজীবী মনেং

চিন্তা করিলেন যদি বিপক্ষেরা আমাদিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে না পারিয়া যথায় ইচ্ছা তথায় চলিয়া যায় তাহাহইলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবেক। যে কর্ম্ম আরম্ভ করা গিয়াছে সর্ব্বতো-ভাবে তাহা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। অতএব আমি শব্দ করিয়া ইহাদিগকে দেখা দি। এই ভাবিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। শব্দ শুনিবামাত্র সকল উলূক একত্র হইয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল।

বায়স মন্ত্রী কহিলেন "অহে উলূকগণ! আমি মেঘ-বর্ণের মন্ত্রী, স্থিরজীবী আমার নাম। তোমরা দেখ মেঘবর্ণ আমাকে এই দুরবস্থা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি তোমরা আপন স্বামীর নিকটে গিয়া এই সমস্ত কথা নিবেদন কর এবং বল যে তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কথা আছে"।

ভৃত্যেরা নিবেদন করিলে পর পেচকরাজ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটস্থ হইয়া জি-জ্ঞাসা করিলেন "তোমার এরূপ দুরবস্থা হইল কেন?" স্থিরজীবী কহিলেন "মহারাজ! এ অবস্থার কারণ শ্রবণ করুন। আপনি মেঘবর্ণের পরিবার বিনষ্ট করিয়া যান বলিয়া তিনি কালি আপনার উপরি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে এই কথা বলিলাম মহারাজ! আপনি হীনবল হইয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত উলূক-রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবেন না। বরং

কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবিধান করাই কর্ত্তব্য।

দুরাত্মা কাকরাজ আমার এইরূপ সদুপদেশও মন্দ বিবেচনা করিলেন। সহসা অতি দুর্জ্জনের ন্যায় রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং আমাকে তোমার পক্ষপাতী বোধ করিয়া যৎপরোনাস্তি চঞ্চু প্রহার করিয়া এই দুরবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। এক্ষণে আমি আপনার চরণে শরণাগত হইলাম। কিঞ্চিৎ চলৎ শক্তি হইলেই আমি আপনাকে তাঁহার আবাসে লইয়া গিয়া সমুদায় বায়সবংশ ধ্বংস করিব সন্দেহ নাই"।

অরিমর্দ্দন শুনিবামাত্র মন্ত্রণার জন্য আপনার পাঁচ জন কুলমন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারাও তদনুসারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের প্রথমের নাম রক্তাক্ষ, দ্বিতীয়ের নাম ক্রূরাক্ষ, তৃতীয়ের নাম দীপ্তাক্ষ, চতুর্থের নাম বক্রনাস এবং পঞ্চমের নাম প্রাকারকর্ণ।

অরিমর্দ্দন প্রত্যেকের মতামত বুঝিতে মনস্থ করিয়া প্রথমে রক্তাক্ষকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্র! এই ব্যক্তি আমাদের রিপুর মন্ত্রী। সহসা হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?।" রক্তাক্ষ কহিলেন "মহারাজ! এবিষয়ে কি কর্ত্তব্যের কথা জিজ্ঞাসিতে হয়। বিনা বিচারেই ইহাকে হনন করা কর্ত্তব্য, এই আমার মত। লোকে বলে "হাতের লক্ষ্মী ত্যাগ করিলে তাহার কখন ভদ্রস্থতা হয় না"। আর কথিত আছে "প্রীতি একবার ভিন্ন হইলে আর

তাহা সুশিষ্ট হইতে পারে না। এবিষয়ে এক দৃষ্টান্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর"।

অরিমর্দ্দন কহিলেন "অনবহিত হইলাম কহিতে আজ্ঞা হউক"। রক্তাক্ষ কহিতে আরম্ভ করিলেন "এক গ্রামে হরিদত্ত নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্য কিছুই ছিল না। কেবল কৃষিকর্ম্ম দ্বারা পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। একদা দিবাবসান সময়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার ক্ষেত্রে এক বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া আছেন এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে এক বল্মীক রাশির উপরি এক ভীষণাকার সর্প শূর্পের ন্যায় ফণা বিস্তারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দেখিয়া মনেং চিন্তা করিলেন ইনি অবশ্যই এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন সন্দেহ নাই। আমি এমনি নরাধম যে এই প্রত্যক্ষ দেবতাকে এপর্য্যন্ত পূজা করিতে পারি নাই। কৃষিকর্ম্মে যে আমার দারিদ্র্য দূর হয় নাই তাহার প্রধান কারণ এই। এক্ষণে যে কোনরূপে হউক ইহার পূজা করিতে হইবেক। মনেং এইরূপ অবধারণ করিয়া তিনি এক স্থান হইতে এক শরা দুগ্ধ আনিয়া কিয়দ্দূর অন্তরে সেই সর্পের সম্মুখে রাখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন "হে ক্ষেত্রপাল। আপনি এই স্থানে বাস করেন আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। সুতরাং পূজা করাও ঘটিয়া উঠে নাই, এক্ষণে সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। এই বলিয়া শরাবস্থিত দুগ্ধ নিবেদন করিয়া গৃহে চলিয়া আইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রে যাইয়া দেখেন যে শরাবে দুগ্ধ নাই কেবল এক সুবর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একাকী সেই স্থানে দুগ্ধপূর্ণ শরাব রাখিয়া নিবেদন করিয়া যান এবং পরদিন প্রাতে যাইয়া এক২ স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আইসেন। এক দিবস আপনার পুত্রকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিলেন। পুত্রও ক্ষীর লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া গৃহে আগমন করিল। এবং পরদিন তথায় যাইয়া এক সুবর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইল। দেখিয়া সে মনে করিল এই বল্মীকরাশি অবশ্যই সুবর্ণ মুদ্রাতে পরিপূর্ণ থাকিবেক সন্দেহ নাই। অতএব এই সর্পকে বিনষ্ট করিয়া সকল মুদ্রা এককালে গ্রহণ করিব।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সে পর দিবস ক্ষীর নিবেদন করিবার সময়ে সর্পের মস্তকে এক লগুড়াঘাত করিল। কিন্তু দৈবযোগে সেই আঘাতে সর্পের প্রাণ নষ্ট হইল না। এইরূপে আহত হইবামাত্র সর্প অতিমাত্র রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল। বিপ্রতনয়ও তখনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

স্বজনেরা ক্ষেত্রের অনতিদূরবর্ত্তি শ্মশানে সেই শব লইয়া দাহ করিতেছে এমত সময়ে ব্রাহ্মণ গ্রামান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের মুখাৎ সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যেমন কর্ম্ম তাহার সমুচিত প্রতিফলই হইয়াছে। এমত ন্যায্য কার্য্যে অনুতাপ করাই অকর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি স্বজনদিগকে কহি-

লেন "যে ব্যক্তি আশ্রিত ব্যক্তির উপর দয়া প্রকাশ না করে তাহার পদ্মবনের হংসের ন্যায় এককালে সর্ব্বনাশ হয়"।

স্বজনেরা কহিল সে কেমন কথা? ব্রাহ্মণ কহিতে আরম্ভ করিলেন "এক দেশে চিত্ররথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পদ্মসরোবর নামে এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। সেই সরোবরে সুবর্ণময় রাজহংস কুল বাস করিত। হংসেরা প্রত্যেকে প্রতিষণ্মাসে এক ২ স্বর্ণময় পিচ্ছ পরিত্যাগ করিত। একদা আর এক স্বর্ণময় পক্ষী তথায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। হংসেরা তাহাকে সমাগত দেখিয়া কহিল "আমাদের মধ্যে তোমার অবস্থিতি করা কদাচই হইতে পারিবেক না। প্রতিষণ্মাসে আমরা কএক জন এক একটী পিচ্ছ দিয়া এই সরোবর গ্রহণ করিয়াছি"। এইরূপ কথাতে তাহাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। আগন্তুক পক্ষী রাজার শরণাগত হইয়া কহিল "মহারাজ! পদ্মসরোবরের পক্ষীরা এই কথা কহিতেছে যে রাজা আমাদের কি করিতে পারেন। আমরা রাজার কথা শুনি না, ও তাঁহাকে মানি না। আমরা কাহাকেও থাকিতে স্থান দিব না।

আমি কহিলাম তোমরা ভাল কথা বলিতেছ না. আমি এখনি রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিব। এই বলিয়া আসিয়াছি এক্ষণে আপনার যথারুচি বিধান করুন"। রাজা শুনিবামাত্র ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "তোমরা সত্বরে

পদ্মসরোবরে গিয়া তত্রত্য সমুদায় পক্ষীকে বিনষ্ট করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস”।

ভৃত্যেরা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তথায় গমন করিল। পক্ষীরা দূর হইতে ভৃত্যদিগকে লগুড়হস্তে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলে তন্মধ্যগত এক বৃদ্ধ পক্ষী কহিল “অহে স্বজন সকল! আমার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে এ সমস্ত শুভ লক্ষণ নহে; অতএব আইস আমরা সকলে মিলিয়া সত্বরে উৎপতিত হইয়া পলায়ন করি”। অনুচরেরা সম্মত হইল এবং তখনি সকলে পলায়ন করিল। অতএব বলিয়াছিলাম পদ্মসরোবরের হংসের ন্যায় ইত্যাদি।

পরদিবস প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ ক্ষীর আহরণ করিয়া তথায় গমন করিলেন এবং অতি করুণ স্বরে সেই সর্পরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্প বল্মীকরাশির অন্তরালে থাকিয়া অনেক ক্ষণের পর, ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল “তুমি লোভে আকৃষ্ট হইয়া পুত্রশোকও অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিয়াছ। কিন্তু ইহার পর তোমার সহিত আমার প্রীতি করা অনুচিত। তোমার পুত্র যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে তাড়না করিয়াছিল। আমিও তাহাকে দংশন করিয়াছি। এখন আমি সেই লগুড় প্রহার কিরূপে বিস্মৃত হইব, এবং তুমিই বা কি প্রকারে সেই দারুণ পুত্রশোক বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইবে?। এক্ষণে এই বহুমূল্য মণিময় হার প্রদান করিতেছি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান কর। ইহার পর আর এস্থলে আসিও না”। এই

বলিয়া সর্প হার দিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণও মণিময় হার লইয়া পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধিকে নিন্দা করিতে২ স্বগৃহে গমন করিলেন। অতএব আমি বলিতেছিলাম প্রীতি একবার ভগ্ন হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংঘটন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে"। অতএব মহারাজ! এই মন্ত্রীকে বিনষ্ট করিলেই আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই।

উলূকরাজ রক্তাক্ষের কথা শুনিয়া ক্রূরাক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে! এ বিষয়ে তোমার মত কি?" সে উত্তর করিল "মহারাজ! রক্তাক্ষ অতি নিষ্ঠুর বাক্য কহিতেছেন। শরণাগত ব্যক্তি কদাচই বধার্হ নহে; বিশেষতঃ এ ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎ শত্রু নহে। শরণাগত হইলে সাক্ষাৎ শত্রুকেও প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে হয়। এ বিষয়ে এক কপোতের উপাখ্যান কহি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক"।

উলূকরাজ অবহিত হইলে ক্রূরাক্ষ কহিতে আরম্ভ করিল "এক ব্যাধ বনে২ সতত প্রাণিহিংসা করিয়া বেড়াইত। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি কেহই তাহাকে এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের জন্য দেখিতে পারিত না। সে প্রতিদিন জাল দড়ি লগুড় প্রভৃতি লইয়া বনে২ ভ্রমণ করিত। এবং নানা জাতীয় পক্ষী ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। একদা এক কপোতী তাহার জালে পড়িয়াছিল। ব্যাধ তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাল হইতে মুক্ত করিয়া পিঞ্জরের মধ্যে রাখিল।

দৈবযোগে গগণমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইল এবং মুষলধারায় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। মধ্যে২

শিলাবর্ষণ ও ঝড় ও হইতে লাগিল। ব্যাধ নিতান্ত ভীত ও কম্পিত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত ইতস্ততঃ কোন আশ্রয় অন্বেষণ করিতে২ এক বৃক্ষের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া গম্ভীর আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল " যদি এখানে কেহ থাক শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর। নচেৎ আমার প্রাণ বিয়োগ হয়। আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া শরণাগত হইতেছি। শীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে। ক্ষুধায় জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছি। কথা কহিতে পারি এমন শক্তি নাই। শরীরে স্পন্দ নাই "।

সেই তরুর কোটরে এক কপোত বাস করিত। সেও সেই ব্যাধের আর্ত্তনাদ সমাপন হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল "হায়। এসময়ে আমার প্রাণপ্রিয়া কপোতী কোথায় রহিল। এখন পর্য্যন্ত আইল না। হয়ত এই বিষম ঝড়বৃষ্টিতে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। প্রিয়তমা উপস্থিত নাই বলিয়া এই গৃহ শূন্য বোধ হইতেছে। ফলতঃ ইহা গৃহ বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না। সে আমার পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা স্ত্রী। জন্মজন্মান্তরে কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলাম যে এমন স্ত্রীর পতি হইয়াছি।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে পুরুষের স্ত্রী পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা হয় সেই ধন্য "। যাহার গুণে আমি আপনাকে ধন্য বলিয়া বিবেচনা করিতাম। বিধাতা বুঝি আজি আমাকে সেই বোধ হইতে বঞ্চিত করিলেন।

পিঞ্জরবদ্ধা কপোতী ভর্ত্তার মুখে এইরূপ দুঃখের

কথা শ্রবণ করিয়া কহিল. "ভর্ত্তা যে স্ত্রীতে অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট না হন তাহাকে স্ত্রী বলাই অকর্ত্তব্য। কেবল ভর্ত্তাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলে নারীর পক্ষে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট থাকেন। আর ভর্ত্তা যে স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না থাকেন তাহার জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। শরীরের মূলাধার জনক ও জননী এবং এক গর্ব্ভে উৎপন্ন সহোদর ভ্রাতা ইহারাও কন্যা ও ভগিনীকে অপরিমিত দানে সমর্থ হন না। কিন্তু ভর্ত্তা তাহাকে অপরিমিত দ্রব্য দান করিতে কদাচই পরাঙ্মুখ হইতে পারেন না। অতএব কোন্ স্ত্রী এমন গুণের ভর্ত্তাকে পূজা না করে।

যাহাহউক, নাথ! এক্ষণে তোমাকে এক হিতকথা কহিতেছি শ্রবণ কর। প্রাণ দিলেও যদি শরণাগত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পায় তাহাও তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই শাকুনিক ব্যক্তি তোমার আশ্রয়ে অতিথি ভাবে আসিয়া শরণাগত হইয়াছে। বিশেষতঃ শীত ও ক্ষুধায় উহার প্রাণ কণ্ঠাগতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তুমি উহার যথাবিধি আতিথ্য ও পূজা করিবার চেষ্টা পাও। সায়ংকালে অতিথি বিমুখ হওয়া অত্যন্ত দোষ। এ ব্যক্তি তোমার প্রণয়িনীকে বদ্ধ করিয়াছে বলিয়া তুমি উহার প্রতি কদাচ দ্বেষ করিও না। আমি আপন কর্ম্মদোষেই আপনি বদ্ধ হইয়াছি। উহার ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অতএব আমার বন্ধন জন্য মনঃক্ষোভ ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মেতে মনঃসমাধান ও অভ্যাগত ব্যক্তির সমুচিত পূজা বিধান করিতে যত্নবান্ হও।

নিজপত্নীর এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কপোত লুব্ধককে সম্বোধন করিয়া কহিল "অহে ভদ্র! এক্ষণে তোমার কি করিতে হইবেক অনুমতি কর। তুমি কিছুমাত্র ভীত ও চিন্তিত হইও না। মনে কর এ তোমারই আলয়। ব্যাধ কপোতের এই কথা শুনিয়া কহিল "আমি এক্ষণে শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। অগ্রে আমাকে শীত হইতে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা পাও। নহিলে আমার প্রাণ বিয়োগ হয়"।

কপোত শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কোন স্থান হইতে একখানা প্রদীপ্ত অঙ্গার আনিয়া উপস্থিত করিল এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণপূর্ব্বক কতকগুলি তৃণ আহরণ করিয়া তাহার নিকটে প্রজ্বলিত করিয়া দিল। এই রূপে খানিকক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া তাহার শীত-বাধা দূর হইলে পর, কপোত তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভদ্র! আমি অতি অভাগ্যবান্। আমার এমন বিভব নাই যে তোমার আতিথ্য করি। আমার এমন হীন জাতিতে জন্ম যে আপন উদর পোষণ করিতেও সমর্থ নহি। যে ব্যক্তি এক জন অতিথিকেও অন্ন দিতে সমর্থ না হয় তাহার গৃহে থাকিয়া অনর্থক দেহভার বহন করায় কোন ফল নাই। এক্ষণে এ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর অর্থী-দিগের নিকটে নাই এই কথা কহিয়া মরণযাতনা ভোগ করিতে হয় না। তুমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছ, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি"। এই কথা বলিয়া সে তখনি অগ্নিতে প্রবেশ করিল।

ব্যাধ এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া অত্যন্ত খিদ্যমান হইল এবং মনে করিল আমি যাবজ্জীবন কুকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। পরিণামে আমাকে বিস্তর নরকযাতনা ভোগ করিতে হইবেক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক আজি কপোত হইতে আমার দিব্য জ্ঞান উৎপন্ন হইল। অতঃপর আমি আর প্রাণান্তেও এমন কুকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইব না।

মনেং এই স্থির করিয়া ব্যাধ তৎক্ষণাৎ জালদড়ি সমুদায় ফেলিয়া এবং পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া কপোতীকে ছাড়িয়া দিল। কপোতী পতিকে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়া বিস্তর বিলাপ ও অনুতাপ পূর্ব্বক পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল "নাথ! তোমাবিনা আমার এই জীবনভার বহন করায় কোন ফল নাই। স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার ইহলোকে কিছুমাত্র আদর থাকে না"। এই বলিয়া সেও সেই জ্বলদগ্নিতে প্রবেশ করিল। এবং তৎক্ষণাৎ দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার পতি দেবযানে আরূঢ় হইয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন। এবং পত্নীকে আপনার অনুগামিনী দেখিয়া কহিতেছেন "তুমি আমার অনুগামিনী হইয়া অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছ। তোমার পুণ্যবলে ও সৎপরামর্শ-প্রভাবে আমি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আইস আমরা উভয়ে পরম সুখে অনন্তকাল স্বর্গসুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হই"।

অনন্তর ব্যাধ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বনপ্রবেশ

করিল এবং এক দাবাগ্নিতে আত্মদেহ সমর্পণ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিল"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া অরিমর্দ্দন দীপ্তাক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে! এবিষয়ে তোমার মত কি? বল দেখি শ্রবণ করি"। সে কহিল মহারাজ! আমার মতে এ ব্যক্তি বধার্হ হইতে পারে না। শরণাগত ব্যক্তিকে প্রাণে বিনষ্ট করা কাহারও সম্মত নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও ভূরি২ নিষেধ আছে। এ ব্যক্তি আমাদিগের শত্রুকর্ত্তৃক তাড়িত ও বিপ্রকৃত হইয়া আমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছে। এ দুঃসময়ে ইহাকে রক্ষা করিলে ইহা দ্বারা বৈর নির্য্যাতনের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারিবেক।

দীপ্তাক্ষের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অরিমর্দ্দন বক্রনাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার অভিপ্রায় কি? ব্যক্ত কর। সে কহিল "মহারাজ! আমারও এই মত, এই ব্যক্তি কদাচই বধের যোগ্য নহে। শত্রু-দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইলে অত্যন্ত হিতফল উৎপন্ন হয়। এবিষয়ে এক চোর ও রাক্ষসের আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন"।

অরিমর্দ্দন অবহিত হইলে বক্রনাস কহিতে আরম্ভ করিল। এক দেশে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করি-তেন। কোন যজমান তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া দুইটি গোবৎস প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ঘাসে২ ভিক্ষা করিয়া সেই গরু দুটি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক [illegible] পুষ্টাঙ্গ হইয়া উঠিলে পর একদা এক চোর দেখিতে পাইয়া মনে২

চিন্তা করিল অদ্য রজনীযোগে ব্রাহ্মণের এই দুটি গরু অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে হইবেক।

মনে২ ইহা স্থির করিয়া সে বন্ধনরজ্জু লইয়া রাত্রি-কালে আসিতেছে এমত সময়ে অর্দ্ধপথে দেখিতে পাইল এক পুরুষ, অতি ভীষণ আকার, রক্তবর্ণচক্ষু, কালান্তক যমস্বরূপ মুদ্গরহস্তে পথমধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চোর দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে হে?" সে উত্তর করিল "আমি ব্রহ্মরাক্ষস, নাম সত্যবচন। এই কথা বলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? তোমারও পরিচয় শুনিতে চাই" সে কহিল "আমি অতি ক্রূরকর্ম্মা চোর। দরিদ্রব্রাহ্মণের দুইটি গরু দেখিয়া লোভ জন্মিয়াছে। একারণ তাহা চুরি করিতে যাইতেছি"।

ব্রহ্মরাক্ষস শুনিয়া কহিল "তবেত বড়ই ভাল হইয়াছে। আহারের কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলাম, এক্ষণে সে উদ্বেগশান্তি হইল। আমরা উভয়েই এক লোভী হইলাম। চল আমি গিয়া অগ্রে সেই ব্রাহ্মণকে উদরস্থ করি। পরে তুমি গরুদুটি চালাইয়া আনিও"। এই কথা বলিয়া উভয়ে ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন করিল এবং এক নির্জনস্থানে থাকিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর, রাক্ষস তাহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে চোর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "ভদ্র! এ বড়ই অন্যায় হয়।

আমি অগ্রে গোযুগ হরণ করিয়া পলায়ন করিলে পর তুমি ইহাকে ভক্ষণ করিও"। রাক্ষস কহিল "যদি গরুর শব্দে ব্রাহ্মণ জাগরিত হয় তাহা হইলেত আমার অভীষ্টসিদ্ধ হওয়া ভার হইবেক"। চোর কহিল "যদি ভক্ষণ করিতে তোমার কোন ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে আমারও চুরি করা দুষ্কর হইবেক। অতএব আগে আমার অপহরণ করা সমাপ্ত হইলে তোমার উঁহাকে ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য"।

এইরূপে উভয়ে অগ্রে আপনং কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়া ঘোরতর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। সেই কোলাহল শুনিয়া ব্রাহ্মণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন চোর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল "অহে ব্রাহ্মণ! এই ব্রহ্মরাক্ষস তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছে"। রাক্ষসও তাহাকে কহিল "এই ব্যক্তি চোর, এ তোমার গরুদুটি চুরি করিতে আসিয়াছে"। ব্রাহ্মণ শুনিবা মাত্র সাবধান হইয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ ও লগুড় ঘূর্ণন দ্বারা রাক্ষস ও চোরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া অরিমর্দ্দন প্রাকারকর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অহে! তোমার এবিষয়ে অভিমত কি, ব্যক্ত কর, শুনিতে ইচ্ছা করি"। সে কহিল মহারাজ! আমার বিবেচনা হইতেছে এ ব্যক্তি কদাচ বধ্য হইতে পারে না। বরং ইহাকে রক্ষা করিলে উত্তরকালে পরস্পর প্রীতি জন্মিতে পরমসুখে কালযাপন হইতে পারিবেক। আর এরূপ সৌহার্দ্দ না রাখিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয়েরই বিনাশ

হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে এক দৃষ্টান্তকথা কহি-তেছি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

এক নগরে দেবশক্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের উদর মধ্যে এক সর্প প্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজ-কুমার উত্তমং রাজভোগ্য দ্রব্য আহার করিতেন। তথা-পি তাঁহার কান্তিপুষ্টি হইত না। ক্রমশঃ সকল ধাতুই ক্ষয় পাইতে লাগিল। রাজপুত্র সংপরোনাস্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। রাজা পুত্রের চিকিৎসার জন্য নানা দেশ হইতে উত্তম ২ বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু তাহাহইতে কিছু ফল হইল না।

অবশেষে রাজকুমার রাজ্যসুখভোগে বিরত হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় গিয়া ভিক্ষু-বেশে এক দেবালয়ে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা কালহরণ করিতে লাগিলেন। সেই নগরে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পরম সুন্দরী দুই যুবতী কন্যা ছিল। রাজকুমারীরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিতেন। এবং প্রণাম করিবার সময়ে এক জন পিতাকে কহিতেন "আপনি আমার যাবতীয় সুখের মূলাধার। পরমেশ্বর আপ-নাকে বিজয়ী ও দীর্ঘজীবী করিলেই আমি চিরকাল পরম সুখে যাপন করিতে পারিব"। দ্বিতীয়া কহিতেন "সকলেই আপন ২ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। সুখ ও দুঃখ প্রারব্ধ ছাড়া হইতে পারে না"।

রাজা দ্বিতীয় কন্যার কথায় মনেং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। একদা প্রণাম করিতে আসিয়া তিনি সেই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন এমত সময়ে রাজা

মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "তোমরা এই দুষ্টভাষিণী কন্যাকে এখনি কোন উদাসীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস। দেখা যাউক ইনি কিরূপে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন"।

এইরূপে রাজার অনুমতি পাইয়া মন্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ সেই কন্যাকে লইয়া সেই নগরস্থিত দেবালয়-বাসী চিররোগী রাজকুমারের হস্তসাৎ করিয়া রাজার নিকটে সমাচার প্রদান করিলেন। রাজকুমারী তাদৃশ পতি পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবতা জ্ঞানে তাঁহার শুশ্রূষায় তৎপর থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা সেই কুমারী রুগ্ন পতিকে একাকী সেই দেবালয়ে রাখিয়া জলানয়নে গমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে তাহার পতি নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। এবং তাঁহার উদরস্থ এক সর্প তাহার মুখমধ্য হইতে মস্তক উন্নত করিয়া বায়ুসেবন করিতেছে।

ঐ দেবালয়ের কোণে এক সর্পের গর্ত্ত ছিল। দৈব-যোগে সেও তৎকালে বহির্গত হইয়াছিল, পরস্পর সাক্ষাৎ হইবাতে উভয়েই রাগান্ধ হইয়া উঠিল। তখন মন্দিরস্থ সর্প উদরস্থ সর্পকে কহিল "অরে পাপাত্মা! তুই এই সুকুমার রাজকুমারের উদরস্থ হইয়া উঁহাকে হতশ্রী করিতেছিস্ কেন?"। মুখস্থিত সর্প কহিল "তুই কি নিমিত্ত এই দেবালয়ের কোণে অবস্থিতি করিতেছিস্। ওস্থানে দুই জালা ধন পোতা আছে। কেবল তোর জন্যে তাহা কাহারও ভোগে আসিতেছে না"।

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বিবাদের পর মন্দির-স্থিত সর্প কহিল "তুই এত আস্পর্দ্ধা করিস্ না। যদি এই রাজপুত্র এই দেবালয়ের সম্মুখস্থ বৃক্ষের পত্ররস পান করেন তাহা হইলে তোর এখনই প্রাণ নাশ হয়"। উদরস্থ সর্প কহিল "তোর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারও বিলক্ষণ ঔষধ আছে। উষ্ণ তৈল ঐ গর্ত্তে ঢালিয়া দিলেই তোরও সংহার হইতে পারে"।

রাজকন্যা অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের পরস্পর কলহ শ্রবণ করিতেছিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে উভয়ে নিরস্ত হইলে পর তিনি সেই ২ ঔষধ প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগে রাজকুমার নীরোগ হইলেন। সর্পরক্ষিত নিধিও হস্তগত হইল। এইরূপে রাজকুমারী পতি-সমভিব্যাহারে সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি লইয়া পিতৃ-দেশ যাত্রা করিলেন। এবং পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সকল কথা শুনিয়া অরিমর্দ্দন স্থিরজীবীর রক্ষা বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন রক্তাক্ষ মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিল "অহে সুবুদ্ধি মন্ত্রিগণ! তোমরা করিলে কি? সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইলে। স্বামীকে অনর্থক বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছ কেন? শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "যে স্থলে পূজ্য ব্যক্তির অব-মাননা ও অপূজ্যের পূজা হয় সেখানে অবশ্যই বিপদ্ ঘটনা হয়। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে অপকার করিতে দেখিয়া অপকারীকে ক্ষমা করে সে বড়ই মূর্খ।

যাহাহউক তোমাদিগের পরামর্শে আমাদের সবংশে ধ্বংস হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে ইহাতে আমাদিগের বিজাতীয় অনিষ্ট ঘটিবেক সন্দেহ নাই"। রক্তাক্ষের এ কথায় কেহই আদর করিল না। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্থিরজীবীকে আপনাদের দুর্গমধ্যে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে স্থিরজীবী কাতর বাক্যে কহিলেন "মহারাজ! আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই। মানস করিয়াছি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব অনুগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

রক্তাক্ষ তাহার অন্তর্গত ভাব বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ ইচ্ছা করিতেছ?। সে কহিল "কেবল তোমাদের জন্যই মেঘবর্ণ রাজা আমার এই দুরবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই বৈর নির্যাতনের নিমিত্ত আপনাদের আশ্রয় লইয়াছি"। রক্তাক্ষ শুনিয়া কহিল "তুমি কুটিল প্রকৃতি এবং কপটস্বভাব। তোমার কথায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। তুমি উলূকমণ্ডলীর মধ্যগত হইয়াও স্বকীয় বায়সজাতির প্রশংসা করিতেছ। ইহার পরে যে তুমি সেই জাতি অতিক্রম করিয়া চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কি?। স্বজাতি যে সকলের পক্ষে দুষ্পরিহর তদ্বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

ভাগীরথীতীরস্থ তপোবনে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক

মহর্ষি বাস করিতেন। একদা তিনি স্নান করিয়া তর্পণ করিতেছেন এমত সময়ে এক মুষিকা শোনপক্ষীর মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে পতিত হইল; ঋষিবর তাহাকে এক বটপত্রের উপরি রাখিয়া পুনর্ব্বার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে নিত্য কর্ম্ম সমাপন হইলে পর তিনি তপোবলে সেই মুষিকাকে কন্যারূপিণী করিয়া তাহাকে আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং অনপত্যা ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভদ্রে! তোমার এক দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাকে লইয়া প্রতিপালন কর"।

তাপসী পতির আজ্ঞায় তাহাকে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া হইয়া উঠিল। তাপসী তাহার বিবাহের যোগ্য দশা দেখিয়া পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "স্বামিন্! কন্যা বিবাহের যোগ্য হইয়াছে। অধিক কাল অতিক্রম করা ভাল দেখায় না। এক্ষণে একটি উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য"।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "ভাল কথা কহিয়াছ। কন্যার নিমিত্ত একটি সৎপাত্র অন্বেষণ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। কিয়দ্দিন অতীত হইলে পর যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীকে ডাকিয়া কহিলেন "প্রেয়সি! তুমি কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তবে আদিত্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত উহার বিবাহ দি"। তাপসী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর ঋষিবর পত্নীর মুখে কন্যার সম্মতির কথা শুনিবামাত্র

তৎক্ষণাৎ আদিত্যকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্যদেব উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! আমাকে আহ্বান করিলেন কেন"? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "আমার একটি কন্যা আছে। যদি ইনি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে চান তাহা হইলে আপনি ইহার পাণি গ্রহণ করুন"।

এই কথা কহিয়া তিনি দুহিতাকে কহিলেন "পুত্রি! ত্রৈলোক্যদীপক ভগবান্ ভানু উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে যথারুচি বিধান কর"। পুত্রিকা কহিল "পিতঃ! ইনি অতি দহনাত্মক, ইহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করি না। আপনি ইহা অপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্টতর পাত্রকে আহ্বান করুন"।

যাজ্ঞবল্ক্য কন্যার বাক্যে আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্ দিবাকর! আপনার অপেক্ষা যদি কেহ অধিক উৎকৃষ্ট থাকেন বলুন। আমার কন্যা তাঁহাকেই বরণ করিবেন"। ভাস্কর কহিলেন "আমি মেঘের নিকট পরাভূত হইয়া থাকি। অতএব তাহাকে আমা হইতে অধিক বলিতে হইবেক"।

মহর্ষি তৎক্ষণাৎ মেঘকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে কহিলেন "আমি মেঘের সহিত তোমার বিবাহ দিতে চাই। তোমার মত কি ব্যক্ত কর"। কন্যা কহিল "না পিতঃ! ইনি আমার মনোনীত নহেন। ইনি রূপে কৃষ্ণবর্ণ ও গুণে জড়াত্মা। ইহাকে কদাচই বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না"।

এই কথা শুনিয়া মুনিবর মেঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি তোমা হইতে কেহ অধিক গুণশালী থাকে বল

আমি তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব"। মেঘ কহিল "আমা অপেক্ষা বায়ু অধিক প্রবল। কারণ বায়ুদ্বারা আমি খণ্ড ২ হইয়া বিনষ্ট হই। সুতরাং বায়ুকে আমা অপেক্ষা বড় বলিতে হইবেক"।

মুনিবর শুনিয়া বায়ুকে আহ্বান করিলেন এবং উপস্থিত হইবামাত্র কন্যাকে বলিলেন "বৎসে! আমি তোমার জন্য এই বায়ুকে পাত্র স্থির করিয়াছি। যদি মত হয় ইহাকে পতিত্বে বরণ কর"। কন্যা কহিল "তাত! ইনি বড় চঞ্চল। আমি ইঁহা অপেক্ষা স্থির পাত্রকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অন্য কোন সুপাত্রকে আহ্বান করুন"। মুনিবর বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি তোমা হইতে বড় কেহ থাকে বল আমি তাহাকে আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব"।

বায়ু কহিল "পর্ব্বতকে আমা অপেক্ষা বড় বলিতে হয়। কারণ পর্ব্বতে আহত হইলেই আমি বিনষ্ট হই"। মুনি পর্ব্বতকে আহ্বান করিলেন এবং কন্যাকে কহিলেন "আমি তোমাকে পর্ব্বতপ্রণয়িনী করিতে মানস করি, কি ইচ্ছা হয় বল"। কন্যা কহিল "না পিতঃ! ইনি অতিশয় কঠিন ও যৎপরো নাস্তি জড়। অতএব অন্য ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া তাহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করুন"।

মুনিবর পর্ব্বতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি তোমা অপেক্ষা আর কোন ভাল ব্যক্তি থাকে বল আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া কন্যা সম্প্রদান করি"। পর্ব্বত কহিল "মূষিকেরা আমাকে বিদীর্ণ করিয়া

থাকে। অতএব আমার মতে মুষিকই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনি তাহাকে আহ্বান করুন"। এই কথা শুনিয়া মুনিবর মূষিককে আহ্বান করিলেন এবং সে উপস্থিত হইলে পর তাহাকে কন্যার নিকটস্থ করিয়া কহিলেন "বৎসে। আমি তোমার জন্য মুষিককে পাত্র স্থির করিয়াছি। যদি অভিমত হয় ইহার হস্তে তোমাকে সমর্পণ করি"। কন্যা তাহাকে স্বজাতীয় দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল এবং পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তাত আমাকে পুনর্ব্বার মুষিক করিয়া এই মুষিককে সমর্পণ করুন। ইনি আমার পাণি গ্রহণ করিলে আমি অনায়াসে স্বজাতীয় গৃহধর্ম্ম করিয়া কাল যাপন করিতে পারিব"। মুনিবর কন্যার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তপোবলে সেই কন্যাকে মুষিকা করিয়া মুষিকের সহিত বিবাহ দিলেন। এই জন্যই কহিলাম স্বজাতি অতিক্রম করা অতি দুষ্কর।

অনন্তর রক্তাক্ষের কথায় বিশেষ আদর না করিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া স্থিরজীবীকে আপনাদিগের দুর্গমধ্যে আনয়ন করিল। এইরূপে তাহারা যখন স্থিরজীবীকে লইয়া যায় তখন সে মনেং চিন্তা করিল ইহাদের মধ্যে যে আমার বধের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল সেই যথার্থ স্বামীর হিতকারী এবং যৎপরোনাস্তি নীতিজ্ঞ। যদি অপরেরা ইহার মতানুসারে কর্ম্ম করিত তাহা হইলে কাহার কিছু অনিষ্ট হইত না।

এইরূপে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে পর অরিমর্দ্দন

কোটরে সিন্ধুক নামে এক পক্ষী বাস করিত। ঐ পক্ষীর পুরীষে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত। দৈবযোগে এক শাকুনিক পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত জালদড়ি লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। পক্ষী তৎকালে সেই বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ছিল। শাকুনিক বৃক্ষের তলায় আসিবা মাত্র সে তাহার সম্মুখে বিষ্ঠা বর্জন করিল। ব্যাধ সেই পক্ষীর পুরীষ সুবর্ণময় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং অবিলম্বে জাল বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিল। পশ্চাৎ তাহাকে জাল হইতে উন্মোচন করিয়া পিঞ্জরের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া গৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর সে মনে করিল যদি রাজা এ কথা জানিতে পান তাহা হইলে আর নিস্তার রাখিবেন না। অতএব আমি এই সুবর্ণবিষ্ঠা পক্ষী লইয়া রাজার চরণে সমর্পণ করি।

মনেং এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তখনি সেই পক্ষী লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিয়া আইল। রাজা পক্ষীর অলৌকিক গুণের কথা শুনিয়া বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিশেষ সেবার জন্য সেবক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ইহা দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! আপনি শাকুনিক জাতির কথায় বিশ্বাস করিতেছেন কেন? পক্ষীর পুরীষে সুবর্ণ হওয়া কি আপনকার সম্ভব বোধ হয়? আপনি এখনি ইহাকে পিঞ্জর হইতে ছাড়িয়া দেউন। অনর্থক প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি"? রাজা তাহাই করিলেন। পক্ষী

সম্বোধন করিয়া কহিল "অহে গহ্বর! আজি উত্তর দিতেছ না কারণ কি? আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে আমি তোমাকে ডাকিলেই উত্তর প্রদান করিবে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? যদি তুমি আমাকে একবারও আহ্বান না কর। তবে আমি অন্য গহ্বরে অবস্থিতি করিব। এক্ষণে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি না ডাকিলে আমি প্রবেশ করিব না"।

সিংহ শুনিয়া মনে করিল হয়তো এই গুহার সহিত উহার কথা বার্ত্তা হয়। আজি আমি এখানে আছি বলিয়াই এ গুহা কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না। যাহা হউক আমিই উহাকে আহ্বান করি। শৃগাল আসিলে পর, সে যেমন প্রবিষ্ট হইবেক অমনি আমি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া বিনাশ করিব। এইরূপ অবধারণ করিয়া সিংহ তাহাকে আহ্বান করিল। গুহা ও অরণ্য প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। এবং দূরস্থ জন্তু সকল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। শৃগাল শুনিবামাত্র অতিমাত্র বেগে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল যে, "যে ব্যক্তি উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া চলে তাহাকে কদাচই বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না"। অতএব তোমরা আমার সঙ্গে আইস, এই কথা বলিয়া রক্তাক্ষ সমস্ত পরিবারে পরিবৃত হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রক্তাক্ষ প্রস্থান করিলে পর স্থিরজীবী পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে২ চিন্তা করিলেন এখন আমাদিগের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। রক্তাক্ষ অতি দীর্ঘদর্শী। সে এখানে থাকিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি কোন রূপেই হইত না। অপর যাহারা আছে

তাহারা সকলেই মূঢ়, হিতাহিত বিবেচনা কিছুমাত্রই নাই। এইরূপ ভাবিয়া সে গুহায় অগ্নি লাগাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন এক২ খান বনকাষ্ঠ আহরণ ও আপন বাসায় স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। মূঢ় উলূকেরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

এইরূপে কুলায়স্থলে গুহাদ্বারে কাষ্ঠরাশি প্রস্তুত করিল। অনন্তর একদা স্থিরজীবী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, উলূকেরা অন্ধ হইলে পর গোপনে মেঘ বর্ণের নিকটে গমন করিলেন এবং সবিনয় সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এক্ষণে শত্রুদিগের দুর্গে অগ্নি দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। গুহাদ্বারে রাশীকৃত বনকাষ্ঠ আহরণ করা রহিয়াছে আপনারা সকলে এক২ খান জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহাতে প্রক্ষেপ করুন। এখন অগ্নি প্রক্ষেপ করিলে একেবারেই শত্রুপক্ষের বিনাশ হইবেক সন্দেহ নাই"।

এই কথা শুনিয়া মেঘবর্ণ কহিলেন "মন্ত্রিবর মহাশয়! সমাচার কি? সবিশেষ কহিতে আজ্ঞা হউক। অনেক দিনের পর আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। এতদিন কি২ করিলেন শুনিতে বড়ই ইচ্ছা করে"। স্থিরজীবী কহিলেন "মহারাজ! এখন সে সকল কথা কহিবার সময় নয়। যদি কোন চরে জানিতে পারে যে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। তাহা হইলে দিবান্ধেরা তথা হইতে পলায়ন করিবেক সন্দেহ নাই। এক্ষণে অভীষ্ট সাধনে সত্বর হউন। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে পশ্চাৎ সমুদায় নিবেদন করিব"।

অনন্তর মেঘবর্ণ মন্ত্রিবাক্যে সম্মত হইলেন এবং

অবিলম্বে সমস্ত পরিবারকে একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া একং খান জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া স্থিরজীবীর রচিত কুলায়ে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দিবান্ধেরা রক্তাক্ষের বাক্য স্মরণ করত এককালেই সেই গুহায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মেঘবর্ণ এইরূপে শত্রুপক্ষকে নিঃশেষ করিয়া পুনর্ব্বার সেই বটতরুদুর্গে গমন করিলেন। অনন্তর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বায়সরাজ সভা করিয়া পরম আমোদ পূর্ব্বক স্থিরজীবীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রিবর! আপনি এতদিন শত্রুপক্ষের মধ্যে ছিলেন, কি করিলেন ও কেমন ছিলেন, আদ্যোপান্ত বিবরণ করিতে আজ্ঞা হউক"।

স্থিরজীবী উত্তর করিলেন "মহারাজ! ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইবেক এই আশয়ে সেবকেরা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না"। মেঘবর্ণ কহিলেন "মহাশয়! কষ্ট বোধ হয় নাই বলিতেছেন, কিন্তু বিপক্ষের সহিত সহবাস যে বিষম সঙ্কট জ্ঞান হয়। সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা"। স্থির-জীবী কহিলেন "মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিতেছেন যথার্থ বটে। কিন্তু তাদৃশ মূর্খসমাগম আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পরন্তু রক্তাক্ষের তুল্য অসাধারণ বুদ্ধিমানও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার যেটি অভিপ্রায় কেবল রক্তাক্ষই তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অপর মূর্খেরা কিছুই জানিতে সমর্থ হয় নাই। আপনি শত্রুসহবাস করা বিষম সঙ্কট বলিতেছেন ইহা অযথার্থ নহে।

আমি সাক্ষাৎ তাহা অনুভব করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু করি কি। ততদূর পর্য্যন্ত দুঃসাহস প্রকাশ না করিলে কোন কালেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা করা যাইত না। ফলে কষ্টসাধ্য অথবা দুঃসাধ্য বোধ করিলে কস্মিন্ কালেও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন বুদ্ধিমানেরা অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন না। এবিষয়ে এক দৃষ্টান্ত কহিতেছি শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক"।

"এক স্থানে মন্দবিষ নামে এক কৃষ্ণসর্প বাস করিত। সে প্রতিদিন মনে করিত কিসে আমার পরম-সুখে কালযাপন হইবেক। একদা এক বহুমণ্ডূক যুক্ত হ্রদে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তথায় আপনার নির্লোভিতা প্রকাশ করিতে লাগিল। একদা এক প্রধান মণ্ডূক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "মামা! আপনি যে আর পূর্ব্বের মত আহার অন্বেষিয়া বেড়ান না, কারণ কি?"।

সর্প উত্তর করিল "বাপু! আমি অতিশয় হতভাগা। আমার আর আহারের অভিলাষ হইবার সম্ভাবনা নাই। আজি সন্ধ্যাকালে আমি আহারের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বেড়াইতে২ এক মণ্ডূককে দেখিতে পাইলাম এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর সে প্রাণ-ভয়ে কতিপয় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্য-দিয়া কোন্ স্থানে পলায়ন করিল তাহা জানিতে পারিলাম না। আমি তখন ক্ষুধার জ্বালায় এমনি কাতর যে আমার হিত অহিত কিছুই বোধ ছিল না।

নিকটে এক ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইয়া তাহা-কেই দংশন করিলাম। বিপ্রবালক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বালকের পিতা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে “অরে দুরাত্মা তুই যেমন আমার সন্তানকে দংশন করিলি তেমনি তোকে যাবজ্জীবন মণ্ডূকগণকে বহিয়া বেড়াইতে হইবেক, এবং সেই মণ্ডূকেরা অনুগ্রহ করিয়া তোর জীবিকার জন্য যাহা বিধান করিবেক তাহাতেই তোর প্রাণধারণ হইবেক”।

এইরূপ ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইয়া আমি তোমাদিগকে বহন করিতে আইলাম। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।

মণ্ডূকগণ সর্পের এই কথা শুনিয়া জালপাদনামক মণ্ডূক-রাজের নিকটে গিয়া সমস্ত বিবরণ করিয়া শুনা-ইল। মণ্ডূক-রাজ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ হ্রদ হইতে উঠিয়া সেই সর্পের বিস্তারিত ফণার উপরি আরোহণ করিল। অন্যান্য পরিবারগণও তাহার গাত্রের উপর উঠিল। অপরেরা স্থানাভাব প্রযুক্ত পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল। সর্পও মণ্ডূক-রাজকে নানা প্রকার গতিবিশেষ দেখাইতে লাগিল।

অনন্তর জালপাদ সর্পের অঙ্গস্পর্শ জন্য সুখ অনুভব করিয়া তাহাকে কহিল “অহে সর্প! আমি তোমাতে আরূঢ় হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। তোমার সদৃশ সুখকর যান আর কখন অনুভূত হয় নাই”।

পরদিন মন্দবিষ ছল করিয়া আস্তে ২ চলিতে লাগিল। জালপাদ দেখিয়া কহিল “অহে মন্দবিষ!

তুমি পূর্ব্বের মত আজি আমাকে বহন করিতেছ না কেন!” মন্দবিষ কহিল “অদ্য আহারের অভাবে আমার কিছুমাত্র বহন-শক্তি নাই”। মণ্ডূক-রাজ কহিল “যদি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া থাক তবে ক্ষুদ্র ২ মণ্ডূকদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ কর”। এই কথা শুনিয়া মন্দবিষ আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিল “আমার জীবিকা বিষয়ে ব্রহ্মশাপও এই প্রকার আছে। এক্ষণে আপনার অনুমতি পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম”। এই বলিয়া মণ্ডূক ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে ক্রমাগত মণ্ডূক ভক্ষণ করিয়া মন্দবিষ অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অনন্তর সে একদা উপহাস করিয়া কহিল “আহা কি সুখেই কালযাপন হইতেছে। যদি মণ্ডূকেরা কিছুকাল ক্ষয় প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে আমার পক্ষে বড়ই সুবিধা”। জালপাদ এই কপট বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে পর আর এক কৃষ্ণ সর্প তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মন্দবিষকে মণ্ডূক বহন করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল “সখে মন্দবিষ! মণ্ডূক জাতির সহিত আমাদিগের খাদ্যখাদক সম্বন্ধ আছে। এমন সম্বন্ধ থাকিতে তুমি যে উহাদিগকে বহন করিতেছ কারণ কি?

মন্দবিষ উত্তর করিল “মিত্র! আমাদিগের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে তাহা আমার অবিদিত নহে। তবে যে উহাদিগকে মস্তকে করিয়া বহন করিতেছি তাহার

বিশেষ কারণ আছে। কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিলে এই সম্বন্ধ অপ্রকাশ থাকিবেক না"। ইহা কহিয়া এক দৃষ্টান্ত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

"এক গ্রামে যজ্ঞদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী সাধ্বী ছিল না। সে প্রতিদিন উত্তম ২ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া ভর্ত্তার অগোচরে পরপুরুষের নিকট লইয়া যাইত। একদা তাঁহার স্বামী জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রে! এ সকল কি ব্যাপার? কাহার জন্য এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেছ সত্য বল। আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় সন্দেহ হইতেছে"।

তাহার স্ত্রী উৎপন্নমতিত্ববলে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "নাথ! আমি কাত্যায়নী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। দিবাভাগে উপবাসিনী থাকিয়া রাত্রিকালে এই সকল উত্তম২ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া অমুক গ্রামে কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রতিদিন পূজা করিতে গিয়া থাকি। এতদিন শঙ্কাপ্রযুক্ত আপনাকে কোন কথা কহি নাই। দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাহাতেই আদ্যন্ত কহিয়া শুনাইলাম"।

ব্রাহ্মণ অতি সরল-স্বভাব। স্ত্রীর কপট বাক্যে প্রতারিত হইয়া মনে করিলেন একথা সত্য হইলেও হইতে পারে। অসম্ভব কথা বোধ হইতেছে না। মনে ২ ইহা ভাবিয়া নিরস্ত থাকিলেন। ব্রাহ্মণী সেই অবধি ভর্ত্তাকে গোপন করিত না। সাক্ষাতেই সেই সামগ্রী লইয়া যাইত।

একদা সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সেই দেবা-

সময় উপস্থিত হইয়া নিকটস্থ এক সরোবরে অবগাহন করিতেছে এমত সময়ে তাহার ভর্ত্তা গোপনে অন্য পথ দিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কাত্যায়নীর প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণী স্নান করিয়া দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইল এবং পূজাদি সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল "জননি! অতি ত্বরায় আমার ভর্ত্তাকে অন্ধ করুন"। ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগ্নস্বরে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে কহিলেন "যদি তুমি এইরূপ ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন তাঁহাকে প্রতিদিন আহার করিতে দাও তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ অন্ধ হইবেন"। ব্রাহ্মণী বোধ করিল ভগবতী কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়াই ঐ প্রকার বর প্রদান করিলেন। মনে ২ এইরূপ ভাবিয়া সে গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং নিত্য ২ আপনার ভর্ত্তাকে সেইরূপ আহার করাইতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মণ কহিলেন "ভদ্রে। বোধ হয় আমার চক্ষুদ্বয়ের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। আমি পূর্ব্বের মত আর ভাল দেখিতে পাই না"। ব্রাহ্মণী শুনিয়া মনে ২ চিন্তা করিল এ কেবল ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদেই ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এই রূপে ভর্ত্তাকে অন্ধ নিশ্চয় করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণ সতত উত্তম ২ দ্রব্য সামগ্রী আহার করিয়া বিলক্ষণ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার সপত্নকে তাঁহার পত্নীর সহিত আলাপ করিতে দেখিবামাত্র অতিমাত্র রাগাপন্ন

হইয়া অনবরত মুষ্টি প্রহার করিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিলেন”।

এইরূপে কথা সমাপন করিয়া মন্দবিষ পুনর্ব্বার মণ্ডূকদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিল। জালপাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিল “ভদ্র! আমাদের প্রতি তোমার এসকল প্রশংসা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। তোমার এ সমস্ত বাক্য শুনিয়া আমার বড়ই সন্দেহ হয়”। মন্দবিষ আপন অভিসন্ধি গোপন করিবার নিমিত্ত আর কোন কথাই কহিল না। জালপাদও আর এসকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত কোন অনুসন্ধান করিল না। অবশেষে সকল মণ্ডূক ভক্ষিত হইল”।

স্থিরজীবী এই কথা সমাপন করিয়া কহিলেন “মহারাজ! মন্দবিষ বুদ্ধিবলে যেমন মণ্ডূকদিগকে নিঃশেষ করিয়াছিল আমিও সেইরূপ শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আসিয়াছি। আমার উপরি নানাপ্রকার আপৎপাত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই আমার উদ্যমভঙ্গ করিতে পারে নাই”।

মেঘবর্ণ কহিলেন “হাঁ মহাশয়! এ কথা যথার্থ বটে। মহাত্মা ব্যক্তিরা মহাসত্ত্ব হইয়া থাকেন। নিতান্ত আপদ্‌গত হইলেও তাঁহারা কদাচ প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। যাহাহউক আপনি শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া আমার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছেন”।

স্থিরজীবী কহিলেন “মহারাজ! আপনাকে অতিশয় ভাগ্যবান্ বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই। যাহার প্রারব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সমাহিত হয় শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই ভাগ্যবান্ বলিয়া গণনা করেন। আপনি

আমাকে বৃথা প্রশংসা করিতেছেন কেন!। আপনার শৌর্য্যই প্রধান কার্য্যসাধন। এবং আপনার প্রজ্ঞাবলেই এই জয় লাভ হইয়াছে। আপনি যখন প্রজ্ঞা পৌরুষ উভয়সম্পন্ন হইয়াছেন তখন জয়লাভ না হইবার সম্ভাবনা কি"?

মেঘবর্ণ কহিলেন "মন্ত্রিবর মহাশয়! আপনার নীতিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই সফল হইয়াছে। অধিক কি কহিব নীতিবলে বিপক্ষকে সবংশে বিনাশ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিয়াছেন"।

স্থিরজীবী কহিলেন "মহারাজ! আপনি নিজ গুণেই এরূপ প্রশংসা করিতেছেন। যাহাহউক নিষ্কণ্টক হইয়া আপনার যে পরমসুখে নিদ্রা লাভ হইল, ইহাই আমার পরম লাভ জ্ঞান হইয়াছে। আর আমিও অবসিতকার্য্যভার হইয়া সুস্থচিত্ত হইলাম। এক্ষণে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখ সম্ভোগ করুন। রাজা হইয়াছি যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইব ইহা ভাবিয়া কদাচ আত্মাকে দূষিত করিবেন না। ঐশ্বর্য্য কিঞ্চিৎ কালের জন্য, যখন ইহার বিনিপাত হইবে তখন আর কিছুতেই ইহার নিস্তার হইবেক না। ফলতঃ ইহা বহুপরোনাস্তি চপল ও অস্থির তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "ঐশ্বর্য্য স্বপ্নদৃষ্ট দ্রব্যের ন্যায় ক্ষণিক সুখকর"। অতএব এতাদৃশ ক্ষণবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত না হইয়া যথাসাধ্য ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাপালনপর হইয়া চিরকাল রাজ্যসুখ ভোগ করুন"। ইতি

হিতকথাবলী।

লব্ধ নাশ।

যে ব্যক্তি আপনার হস্তগত অর্থ অনবধানতা প্রযুক্ত পরিত্যাগ করে সে সর্ব্বতোভাবেই বঞ্চিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

"সমুদ্রতীরে এক প্রকাণ্ড জম্বু বৃক্ষ ছিল। তাহাতে সর্ব্বদাই ফল থাকিত। রক্তমুখ নামে এক বানর সেই বৃক্ষে বাস করিত। একদা বিকরালমুখ নামে একটা মকর সমুদ্রজল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই বালুকাময় তীরভূমিতে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। রক্তমুখ তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিল "আজি আপনি এস্থানে অতিথি হইয়াছেন। আপনার সৎকার স্বরূপ কতকগুলি অমৃতফল প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি অতিথি হইয়া যদি অভুক্ত অবস্থায় আমার আশ্রয় হইতে ফিরিয়া যান তাহা হইলে আমার বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা"।

এই সকল কথা কহিয়া সেই বৃক্ষের কতক গুলি ফল পাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। মকরও সেই সমস্ত ফল ভক্ষণ করিয়া তাহার সহিত ক্ষণকাল শিষ্টাচার

ও মিষ্টালাপ করিয়া আপন আলয়ে প্রস্থান করিল। পরদিন মকর আইলে বানরও সেইরূপ ব্যবহার করিল। এইরূপে প্রতিদিন বানর ও মকর উভয়ে পরমসুখে কালযাপন করে। মকর গৃহে যাইবার সময়ে কতকগুলি ভুক্তাবশিষ্ট ফল লইয়া গিয়া আপনার পত্নীকে সমর্পণ করে। একদা মকরপত্নী স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "নাথ! আপনি প্রতিদিন এমন আশ্চর্য্য অমৃতফল কোথায় পান" মকর উত্তর করিল "প্রিয়ে! রক্তমুখনামে আমার এক প্রাণাধিক প্রিয়সুহৃৎ বানর আছে। সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক এই সমস্ত ফল প্রদান করে"। মকরী কহিল যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এমন অপূর্ব্ব অমৃতফল ভোজন করে তাহার হৃদয় অবশ্যই অমৃততুল্য হইবেক, সন্দেহ নাই। অতএব এক কথা বলি শুন, যদি আমাকে লইয়া তোমার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে তবে তাহার হৃদয়মাংস আনিয়া দিবার চেষ্টা পাও। আমার সেই মাংস ভোজনে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। যদি আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া চিরজীবন ও স্থিরযৌবন লাভ ও তোমার সহিত সুখভোগে কালযাপন করিতে সমর্থ হইব"।

মকর কহিল "প্রিয়ে! বল কি; এমন কথা কদাচ মুখে আনিও না। সে ব্যক্তি আমার পরম বন্ধু ভ্রাতৃতুল্য। দ্বিতীয়তঃ ফলদাতা। এমন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে নষ্ট করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইব না। অতএব তুমি এবিষয়ে আর অনর্থক আগ্রহ প্রকাশ করিও না"।

মকরী কহিল "আমি তাবেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেটা বানরী না হইয়া যায় না। আমার কথা কখনই অবহেলা কর নাই। এক্ষণে তাহার অনুরাগে পড়িয়া এতদূর পর্য্যন্তও করিতে বসিলে। যাহাহউক এই নিমিত্তই তোমার সেখানে সমস্ত দিন যাপিত হয়। ভাল ২ বুঝা গিয়াছে। আর তোমার চাতুরীপ্রকাশে কাজ নাই। যদি আমাতেই তোমার প্রীতি থাকিত অথবা অন্যাসক্ত না হইতে তাহা হইলে অবশ্যই আমার সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে এবং যখন যাহা বাঞ্ছা করিতাম তাহা দিতে কদাচই কাতর হইতে না"।

মকর এতাদৃশ কর্কশ বচন শ্রবণ করিয়া পত্নীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া অতিদীনভাবে কহিতে লাগিল "প্রিয়ে! এ দাসের উপরি এত কোপ করা ভাল দেখায় না। বিনা কারণে হঠাৎ এত ক্রোধ করিতেছ কেন; চরণে ধরিয়া এবং বিনয় করিয়া কহিতেছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর"।

মকরী এই সকল বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল "জানি গো জানি, তোমার ধূর্ত্ততা আর জানাইতে হইবেক না। হৃদয়ের মধ্যে একজনকে রাখিয়া, বাহিরে পায় ধরার ফল কি? সে যদি তোমার নিতান্ত বল্লভাই না হইবে তবে তাহাকে বিনাশ করিবারই বা এত আপত্তি কি! আর যদি সে বানরী না হইয়া বানরই হয় তবে তাহার প্রতি তোমার এতই স্নেহ হয় কেন? অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। যাও২, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি তাহার হৃদয়মাংস খাইতে

না পাইলে আমি অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব"।

ভার্য্যার এতাদৃশ দৃঢ় বাক্যে আগ্রহাতিশয় বুঝিতে পারিয়া মকর মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল এক্ষণে কি করি, কি প্রকারে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হই, স্ত্রীলোক আগ্রহ প্রকাশ করিলে কিছুতেই নিস্তার নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, "স্ত্রীলোক, মূর্খ, কর্কট এবং মীন ইহারা যাহা ধরে তাহা না লইয়া কদাচ ছাড়েনা"। যাহাহউক এক্ষণে আমাকে চেষ্টা পাইতে হইল। কি জানি, নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকিলে স্ত্রী-হত্যা ঘটিলেও ঘটিতে পারে। মনে২ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বানরের নিকট গমন করিল। বানর মকরকে অধিক বিলম্বে আগত ও নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিল "ভাই মকর! আজি তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? আহ্লাদপূর্ব্বক আলাপ না করিবার কারণই বা কি? এবং আগতমাত্রে প্রত্যহ যেমন আমাকে কেমন আছ বলিয়া জিজ্ঞাসিতে আজি সেইরূপ করিলে না কেন?"

মকর উত্তর করিল "ভাই! আজি তোমার ভ্রাতৃ-জায়া আমাকে কর্কশবাক্য-দ্বারা বিস্তর তিরস্কার করিয়াছে। আমি নিত্য২ তোমার নিকটে আসি এবং আহারাদি করিয়া যাই বলিয়া সে আমাকে কহিল তুমি বড়ই কৃতঘ্ন, তোমার মুখাবলোকন করিলেও পাপস্পর্শ হয়। তুমি কেবল মিত্রের অন্নধ্বংস করিবে এই সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছ। তাঁহাকে কি এক দিনও [illegible] আলয় দেখাইতে নাই। যে ব্যক্তি নিরন্তর

উপকার করে তাহার প্রত্যুপকার না করিতে পারিলে কি কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা আছে?। অতএব আজি তুমি আমার দেবরকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতে চাও। আমি এখানে আহারাদির আয়োজন করিতে থাকি। যদি আমার কথায় অব-হেলা কর আত্মহত্যা করিব"। এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া ভাই তোমার নিকটে আসিতে এত বিলম্ব হই-য়াছে"।

সে যাহা হউক এখন তোমাকে একবার আমার আ-লয়ে যাইতে হইবেক। নচেৎ আজি আমার নিস্তার নাই। তোমার ভ্রাতৃপত্নী ভোজনের আয়োজন করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। গমনে অনভিমত করিলে আমার বড়ই কষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব ভাই যাহা সদ্বিবেচনা হয় কর"। মর্কট শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কহিল "ভাই মিত্র! ভ্রাতৃজায়া ত উচিত কথাই কহিয়াছেন। পরস্পর আদান প্রদান আহার এবং ব্যবহার প্রভৃতিই অকৃত্রিম প্রীতির লক্ষণ। এইরূপ ব্যবহার না থাকিলে সম্প্রীতি থাকি-বার ফল কি? কিন্তু ভাই আমি বানর জাতি, গাছে থাকা আমার জাতীয় স্বভাব। তুমি জলজন্তু, জলে বাস করিয়া থাক। যেমন তুমি আমার আবাস পর্য্যন্ত আসিতে সমর্থ নহ, আমিও সেইরূপ তোমার আলয়ে যাইতে সমর্থ নহি। অতএব ভাই তোমার গৃহ পর্য্যন্ত গমন করা আমাদ্বারা কিপ্রকারে সম্ভবিতে পারে?"।

মকর কহিল "মিত্র! তোমার সে ভাবনা করিবার

আবশ্যক নাই। সমুদ্রমধ্যে অতি সুরম্য পুলিনভূমি আছে। তথায় আমার বাসস্থান। তুমি নির্ভয়ে আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ কর, আমি অতি সাবধানে তোমাকে লইয়া যাইব। তোমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না। বরং অনায়াসে পরমসুখেই পঁহুছিতে পারিবে সন্দেহ নাই"। অকপট মর্কট এই কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া কহিল "তবে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, আমি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছি, শীঘ্র ২ লইয়া চল। এই কথা বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইবামাত্র মকর তাহাকে লইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বানর তাহাকে অগাধ জলধিমধ্যে যাইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত ও কম্পিতকলেবর হইয়া কহিল "ভাই মকর! আস্তে ২ চল। জলের কল্লোলে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোল ও বিকল হইয়া উঠিতেছে"। মকর শুনিয়া মনে২ চিন্তা করিল এখন ইহাকে অগাধ জলে আনিয়া ফেলিয়াছি। কাজে কাজেই ইহাকে আমার বশীভূত হইতে হইয়াছে। এখন ইহাকে যাহা মনে করি তাহাই করিতে পারি। আমার পৃষ্ঠ হইতে আর ইহার এক পা নড়িবার সামর্থ্য নাই। ফলতঃ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলে ইহার নিস্তারই নাই। অতএব এক্ষণে ইহাকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করি। চরম কাল উপস্থিত জানিয়া যদি অভীষ্ট দেবতার স্মরণ করে, তাহা হইলেও পরকালে সদ্গতি পাইতে পারিবেক। মকর মনে২ এইরূপ স্থির করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "ওহে বন্ধু! আমি ক্ষীর বাক্যে তোমাকে প্রতারণা

করিয়া বধ করিতে লইয়া যাইতেছি। তুমি ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে থাক। তোমার অন্তকাল উপস্থিত প্রায় হইয়াছে"।

বানর শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর নিকটে কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ?"। মকর উত্তর করিল "ভাই! এমন কোন অপরাধ কর নাই সত্য বটে। কিন্তু তুমি সর্ব্বদা অমৃততুল্য জম্বু ফলের রসাস্বাদন করিয়া থাক। ইহাতে আমার স্ত্রী অনুমান দ্বারা মনে২ এই স্থির করিয়াছেন তোমার হৃদয়মাংস অবশ্যই অমৃতময় হইয়া থাকিবেক। একণে সেই হৃদয়মাংস ভোজন করিতে তাঁহার বলবতী আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। তাহাতেই এই মিথ্যা কৌশল করিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেছি। আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ কোন ক্রমেই কাটাইতে সমর্থ হইলাম না"।

বানর প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "ভাই! এ কথা আমাকে সেখানে বলিতে হয় না, আমি আপন হৃদয় সতত সেই জম্বুবৃক্ষের কোটরে গোপন করিয়া রাখিয়া থাকি। সেখানে এ কথার উত্থাপন করিলে, আমি সেই স্থান হইতেই ভ্রাতৃপত্নীকে হৃদয় পাঠাইয়া দিতে পারিতাম। আহা! তুমি আমাকে শূন্যহৃদয় করিয়া লইয়া আনিলে কেন?" মকর শুনিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল "ভাল ভাই ভাল! যদি এমন হয় তবে চল আমরা ফিরিয়া যাই।

সর্প জিজ্ঞাসিল "তোমার আবাস স্থান কোথায়? বাপী কূপ তড়াগ হ্রদ প্রভৃতি নানাবিধ জলাশয় আছে। তুমি তাহার মধ্যে কোথায় থাক?"। সে কহিল "পাষাণবদ্ধ গভীর কূপে"।

সর্প কহিল "আমরা নিষ্পদ জাতি। কূপের মধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব। আর কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইলেই বা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া তোমার জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সম্পাদন করা যায়? অতএব তোমার আকিঞ্চনের আবশ্যক নাই। তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর। যে যাহা করিতে সমর্থ হয় তাহার তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অশক্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে কেবল উপহাসের আস্পদ হইতে হয় এই মাত্র"।

গঙ্গদত্ত কহিল "আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে অনায়াসেই প্রবেশিত করিয়া দিব। কূপের মধ্যে জলের ধারে অতিরম্য একটি গর্ত্ত আছে, আপনি তাহার মধ্যে থাকিয়া অবলীলাক্রমে সেই সকল দুষ্টদায়াদকে ধ্বংস করিতে পারিবেন"।

সর্প শুনিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল। আমি [illegible] প্রাচীন হইয়া আহারের অন্বেষণে নিতান্ত [illegible] পড়িয়াছি। ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ জন্তু [illegible] অসমর্থ হইনা, ভাগ্যক্রমে তাহাও সকল দিন [illegible] দিনপাত হয় না। এই কুলাঙ্গার ভেক যেপ্রকার জীবনোপায় প্রাপ্ত [illegible] কহিতেছে ইহা অতিশয় সুলভ বটে। অতএব [illegible] পায়ের [illegible] যাইয়া ক্রমে২ সেই ভেকদিগকে ভক্ষণ করি। [illegible] তাহার সঙ্গে [illegible] প্রকার চিন্তা করিয়া

তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "অহে গঙ্গদত্ত ! যদি একথা সত্য হয়, তবে চল সেখানে যাওয়া যাউক।

গঙ্গদত্ত কহিল "মহাশয় ! তবে আসুন আপনাকে সদুপায়ে তথায় লইয়া যাইতেছি, এবং অবস্থিতির স্থান দেখাইয়া দিতেছি। কিন্তু অগ্রেই এক প্রার্থনা করিয়া রাখি। আপনি আমার পরিজনদিগকে বিনাশ করিবেন না। কেবল যাহা দিগকে দেখাইয়া দিব তাহা-দিগকেই ভক্ষণ করিবেন"।

সর্প কহিল "তোমার সহিত সম্প্রীতি নিবন্ধ হইল। তোমার পক্ষে কোন ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার দায়াদ) কেবল তোমার দায়াদগণকেই ভক্ষণ করিব এইমাত্র"। এই কথা বলিয়া সর্প বিবর হইতে বহির্গত হইল, এবং ভেককে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহার সহিত প্রস্থান করিল। অনন্তর কূপের নিকট উপস্থিত হইলে পর, ভেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাট বাহিয়া আপনার আলয়ে গমন করিল, এবং নিজ কোটরে রাখিয়া সর্পকে আপনার দায়াদ-গণ দেখাইয়া দিল। সর্পও নিত্য২ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিল।

এইরূপে ভেকগণ নিঃশেষ হইলে পর, একদা সর্প গঙ্গদত্তকে কহিল "ভাই! তোমার রিপু সকলত ক্রমে২ নিঃশেষ করা হইয়াছে। এক্ষণে আমার একটা জীবিকা-বিধান করিয়া দাও। তুমিই আমাকে এখানে আনিয়াছ। আমার ভোজনের ব্যবস্থা করা তোমা-রই উচিত"।

গঙ্গদত্ত কহিল "হাঁ! আপনি আমার নিজের কার্য্য

করিয়াছেন বটে, এখন যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া গমন করুন"। সর্প কহিল "ভাই! একথা ত বড় ভাল বলা হইল না। আমি এখন কিরূপে সে-স্থানে গমন করিব। এত দিনে হয়ত আমার দুর্গ আর কেহ আসিয়া অধিকার করিয়া থাকিবেক সন্দেহ নাই। অতএব আমার এস্থান হইতে যাওয়া হইবেক না, এই স্থানে রহিলাম। আজি অবধি আমার আহারের জন্যে নিজ পরিবার হইতে এক একটি করিয়া ভেক দিতে আরম্ভ কর। নচেৎ সকল ভেক ভক্ষণ করিয়া যাইব"।

গঙ্গদত্ত শুনিয়া মহা ব্যাকুল হইল, এবং মনে ২ চিন্তা করিল, হায়! আমি ইহাকে নিজ গৃহে আনিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। যদি এখন ইহাকে নিষেধ করি, তাহা হইলে একবারে সকলকেই সংহার করিয়া যাইবেক। আমি নিজে ক্ষীণজীবী হইয়া এতবড় প্রবল প্রতাপশালী জন্তুর সহিত মিত্রতা করিয়া বড়ই মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে ইহাকে নিত্য২ পরিজনের এক একটি ভেক না দিলে আর নিস্তার নাই। নীতিবেত্তারা কহিয়াছেন "অরি সর্ব্ব-স্বাপহরণে উদ্যত হইলে, যদি তাহাকে অংশ দিয়া ক্ষান্ত করা যায় তাহাও করা অতি আবশ্যক"। ফলতঃ আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অর্দ্ধেক বা কিয়দংশ পরি-ত্যাগ করা কিছু নির্ব্বোধের কার্য্য নহে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সে তাহাকে প্রতিদিন এক একটি করিয়া ভেক দিতে আরম্ভ করিল। সর্পও অগ্রে সেইটি খাইয়া পরোক্ষে অন্যান্য ভেকও সংহার করিতে লাগিল।

এইরূপে সকল ভেক ভক্ষণ করা হইলে পর, সে গঙ্গদত্তের পুত্র যমুনাদত্তকেও উদরস্থ করিল।

গঙ্গদত্ত, আপন পুত্র ভক্ষিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া দুঃখোন্মত্ত আপনাকে ধিক্কার দিয়া, বিস্তর বিলাপ ও অনুতাপ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। গঙ্গদত্তের পত্নী পতিকে পুত্রশোকে রোরুদ্যমান দেখিয়া কহিল "নাথ! তুমি স্বজাতির দুর্ব্বোধ। কেবল দুর্ব্বুদ্ধির প্রভাবেই আপনার সমস্ত স্বপক্ষকে ক্ষয় করিয়াছ। এক্ষণে আর রোদন করিলে কি হইবে। আত্মীয় স্বজন কেহই রহিল না। এখন কে আমাদিগকে রক্ষা করিবেক। রোদন করিতে ক্ষান্ত হও এবং যেপ্রকারে পার, অদ্যই এই কূপ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা পাও। অথবা এই মারাত্মক সর্পকে বধ করিবার উপায় চিন্তা কর"।

দুই এক দিবসের মধ্যে ভেককুলের অবশিষ্ট যাহা ছিল সকলই সর্পের গ্রাসে পতিত হইল। কেবল গঙ্গদত্তই ভক্ষিত হইতে অবশিষ্ট রহিল। তখন প্রিয়দর্শন তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "ভাই গঙ্গদত্ত! মণ্ডুকবংশের আর কেহই নাই। একে২ সকলই আমার উদরস্থ হইয়াছে। কেবল তুমিই অবশিষ্ট আছ। এক্ষণে উপায় কি করি। ক্ষুধায় আমি নিতান্ত কাতর হইয়াছি। কিঞ্চিৎ ভোজনের উপযুক্ত দ্রব্য দিয়া প্রাণরক্ষা কর। তুমিই আমাকে এস্থলে আনিয়াছ। জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও তোমার কর্ত্তব্য"।

গঙ্গদত্ত কহিল "মিত্র! আমি থাকিতে আপনার

কোন চিন্তাই নাই। অনুমতি করুন অন্য কূপের ভেকদিগকে প্রতারিত করিয়া এখানে আনিতেছি"। সর্প কহিল "একে তুমি মিত্র, ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি। কোন রূপেই অদনীয় নও। দ্বিতীয়তঃ এমন উপকার করিলে পিতার তুল্য পূজ্য হইবে। তুমি এক্ষণে গমন কর"।

এতৎ শুনিবামাত্র ভেকনাথ সেই কূপ হইতে নিষ্ক্রামণ করিয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এখানে প্রিয়দর্শন, কতক্ষণে গঙ্গদত্ত আইসে এই প্রতীক্ষায় কাল হরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহার আসিতে অধিক বিলম্ব দেখিয়া সর্প যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া নিকটস্থ এক কোটরবাসিনী গোধিকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল "ভদ্রে! তুমি আমার কিঞ্চিৎ সাহায্য কর। গঙ্গদত্ত তোমার বহুকালের পরিচিত। কোন্ জলাশয়ে গিয়াছে, যদি অন্বেষণ করিয়া ত্বরিত কথা বলিয়া আইস তবে বড়ই উপকৃত হই। তুমি গিয়া এই বলিবে, যদি একান্তই অন্য কোন ভেক না আসে, তবে তুমিই একাকী সত্বরে আগমন কর। তোমা ভিন্ন তাহার এস্থলে বাস করাই দুর্ঘট হইবেক। প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন তাঁহা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবেক না। যদি ঘটনা হয় তবে তাঁহার সমস্ত সুকৃতফলই তোমার হইবেক"।

গোধিকা শুনিবামাত্র গঙ্গদত্তের অন্বেষণে বহির্গত হইল এবং অনতিদূরে তাহাকে এক কূপমধ্যে দেখিতে পাইয়া উপর হইতে উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিল "ওহে ভাই গঙ্গদত্ত! তোমার মিত্র প্রিয়দর্শন তোমার পথ

নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, তুমি এখানে আসিতে বিলম্ব করিতেছ কেন? সত্বরে আগমন কর। তিনি শপথ করিয়া কহিয়াছেন যদি আমি তাঁহার কোন হানি করি, তবে আমার সমস্ত সুকৃতফল তাঁহার হইবেক। অতএব তুমি নিঃশঙ্কমনে আগমন কর"।

গঙ্গদত্ত শুনিয়া কহিল "ভদ্রে! তুমি জান না বুভুক্ষিত হইলে লোকে অনায়াসেই পাপকর্ম্ম করিতে পারে। অতএব তুমি গিয়া তাঁহাকে বল যে, গঙ্গদত্ত আর এ কূপে আসিবেক না"। এই কথা বলিয়া ভেক তাহাকে বিদায় করিয়া দিল"। অতএব অহে দুষ্ট জলচর আমিও সেই গঙ্গদত্তের মত তোর গৃহে আর যাইতে চাহি না"।

মকর শুনিয়া কহিল "মিত্র! এতদূর পর্য্যন্ত করা তোমার উপযুক্ত হয় না। একবার আমার গৃহে অতিথি হইয়া আমাকে কৃতঘ্নতা দোষ হইতে মুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অসম্মত হও তোমার এখানে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব"।

বানর কহিল "আমি কি মূঢ় লম্বকর্ণের মত সেখানে গিয়া আপনিই আপনাকে বিনষ্ট করিব। ইহা আমা হইতে কদাচই হইতে পারিবেক না"। মকর জিজ্ঞাসিল "লম্বকর্ণ কে? সে কি করিয়াছিল? তাহার কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে"।

বানর কহিল "কোন অরণ্যে করালকেশর নামে এক সিংহ বাস করিত, ধূসরক নামে এক শৃগাল তাহার পরিচারক ছিল। একদা সেই সিংহ হস্তী শিকার করিতে গিয়া তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ হওয়াতে

গাত্রে সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহত হয়। সেই উপলক্ষে তাহার চলৎশক্তি পর্য্যন্তও রহিত হইয়া পড়ে। আপনি আর আহার অন্বেষণে বাহির হইতে পারে না। সে অচল হইয়া পড়িলে ধূসরকও ক্ষুধায় কাতর ও দিন ২ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পরে সে আর উদরের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সিংহকে সম্বোধন করিয়া কহিল "প্রভু! ক্ষুধাতে প্রাণ বিয়োগ হয়, আর তিষ্ঠিতে পারি না। চলিবার সামর্থ্য রহিত হইয়া পড়িতেছে, এক্ষণে কিরূপে আপনাকে শুশ্রূষা করিতে সমর্থ হই"।

সিংহ কহিল "ধূসরক! তুমি আপনি গিয়া কোন প্রাণী অন্বেষিয়া আনিবার চেষ্টা পাও। আমি এ অবস্থাতেও তাহাকে সংহার করিয়া দিতে ত্রুটি করিব না"।

শৃগাল শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল এবং অন্বেষণ করিতে২ অদূরবর্ত্তি এক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল লম্বকর্ণ নামে একটা শীর্ণকায় গর্দ্দভ এক সরোবরের তীরে অতিকষ্টে দুর্ব্বাঘাস খুঁটিয়া খাইতেছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং নিকটে গিয়া কহিল "মামা! প্রণাম করি। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হইল। এত দুর্ব্বল হইয়াছেন কেন?।"

লম্বকর্ণ কহিল "ভাগিনেয়! দুঃখের কথা বলিব কি। আমার প্রভু রজক অতিশয় নির্দ্দয়। অধিক ভার বহাইতে লয়, কিন্তু এক মুষ্টি ঘাসও দেয় না। কেবল দিনান্তে একবার করিয়া এখানে আসিয়া দুর্ব্বাসিক্ত

অতএব মামা আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সমভি-
ব্যাহারে আসুন। অন্যথা করেন, আপনাকে স্ত্রীহত্যা
পাপের ভাগী হইতে হইবে"।

গর্দ্দভ, শৃগালের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার
সেই স্থানে গমন করিতে সম্মত হইল। শাস্ত্রকারেরা
কহিয়াছেন "দৈব প্রতিকূল হইলে লোকের বুদ্ধিও
বিপরীত হয়। বুদ্ধি বিপরীত হইলে দুষ্কর্ম্ম এমন
বিলক্ষণরূপে জানিলেও তাহা হইতে বিমুখ
হয় না"। এদিকে সিংহ সন্ধানে প্রস্তুত হইয়া আছে
এমত সময়ে গর্দ্দভ শৃগালের সঙ্গী হইয়া উপস্থিত
হইবা মাত্র, সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া
ফেলিল। অনন্তর সে শৃগালকে মৃত গর্দ্দভের রক্ষক
নিযুক্ত করিয়া আপনি নদীতে স্নান করিতে গমন
করিল। এখানে ধূর্ত্ত শৃগাল লোভের বশীভূত হইয়া
সেই গাধার কর্ণ ও হৃদয় ভক্ষণ করিল। সিংহ প্রত্যা-
গমন করিয়া দেখিল যে গর্দ্দভের কাণও হৃদয় নাই।
তাহাতে রাগে অন্ধ হইয়া কহিল "অরে দুরাত্মা!
তুই এ কি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছিস। অগ্রে উহার কর্ণ
ও হৃদয় ভক্ষণ করিয়া আমার নিমিত্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া
রাখিয়াছিস"।

শৃগাল সবিনয় বাক্যে কহিল "প্রভু! এমন কথা
কহিবেন না। এ গর্দ্দভের প্রথমাবধিই কর্ণ ও হৃদয়
ছিল না। এই হেতু এ প্রথমে এখানে আসিয়া আপ-
নাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গিয়াও আবার আসি-
য়াছে"। সিংহ সেই কথাতেই বিশ্বাস করিল এবং
উভয়ে বিভাগ করিয়া তাহাই ভক্ষণ করিল। এইহেতু

তথাচ প্রাণে বধ করিলাম না। এ নিতান্ত শিশু, এই নিমিত্ত আমি ইহাকে প্রাণে বিনাশ করি নাই। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "লোকের অত্যয় উপস্থিত হইলেও স্ত্রী ও বালককে কদাচ বিনাশ করিবেক না"। যাহা হউক এক্ষণে তুমি এই শৃগালশাবকটিকে ভক্ষণ করিয়া আজিকার পথ্য সম্পন্ন কর, কল্য প্রভাত হইলে অন্য কিছু আনিয়া দিবার চেষ্টা করা যাইবেক"।

সিংহী কহিল "নাথ! তুমি ইহাকে বালক বোধ করিয়া প্রাণে বিনাশ করিলে না। আমিই বা ইহাকে কিপ্রকারে বিনাশ করিয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে সমর্থ হই। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন "যদি একান্তই প্রাণান্তের সম্ভাবনা হয়, তথাপি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কদাচ করিবা নহে। উচিত কর্ম্মের আচরণ করাই সনাতন ধর্ম্ম, ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব এইটি আমার তৃতীয় পুত্র হইল"। ইহা কহিয়া তাহাকে আপনার স্তন্যপান করাইয়া পুষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। শৃগাল-শাবক দুই সিংহ-শিশুর সহিত একত্র হইয়া তিন শিশুতেই আহার বিহার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু পরস্পর কেহ কাহার জাতি অবগত ছিল না। এইরূপে তাহাদের বাল্যকাল অতীত হইলে পর, একদা এক বন্য হস্তী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হস্তীকে সমাগত দেখিয়া দুই সিংহশিশু মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। ইহা দেখিয়া শৃগাল শিশু কহিল "তোমাদের কুলশত্রু গজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহার সম্মুখে যাওয়া

তখন মন্ত্রী অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন "প্রিয়ে! তুমি কিসে প্রসন্ন হও স্পষ্ট করিয়া বল, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। নিশ্চিত কহিতেছি আমি তাহা করিতে কদাচ অন্যথা করিব না।"

মন্ত্রিপত্নী পতির এইরূপ দৃঢ়বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল "যদি তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া এখনি আমার পাদানত হইতে পার তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হই"। মন্ত্রী শুনিবামাত্র তখনি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

এদিকে রাজার মহিষীও সেই রূপে রুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন রাজা নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন "প্রিয়ে! আমি তোমা-ব্যতিরেকে ক্ষণার্দ্ধও বাঁচিতে সমর্থ নহি, তুমি যে আমার উপরি এত নিদারুণ হও উহা অতি অনুচিত। আমি পায়ে ধরিয়া ও বিনয় করিয়া কহিতেছি তুমি আমার উপরি প্রসন্না হও"।

রাজ্ঞী কহিলেন "যদি আপনি ঘোটকের মত হইয়া আপনার মুখে লাগাম দিয়া আমাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে দেন এবং কশাঘাত করিলে পর, হেষারবে ধাবমান হন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হই। রাজা তাহাই করিলেন। রাজ্ঞীরও মান ভঙ্গ হইল।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে রাজা সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছেন, বররুচিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন হে

বররুচি। কোন পর্ব্বাহ নয় তথাপি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ কেন?" বররুচি কহিলেন "মহারাজ! স্ত্রীর বাক্যে কে কি না দেয় এবং কে কি না করে। অশ্ব না হইয়াও হ্রেষারব করে এবং অপর্ব্বেতেও মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়"। এই নিমিত্তই কহিয়াছিলাম নন্দ ও বররুচির মত ইত্যাদি।

যাহাহউক তুই অত্যন্ত স্ত্রীর বশীভূত। কেবল স্ত্রীর অনুরোধেই আমাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলি। তোর মনের অভিপ্রায় তোর বাক্যেতেই প্রকাশ পাইয়াছে। মনের ভাব সুচারুরূপে গোপন করিলেও বাক্যের দোষে কদাচ অপ্রকাশ থাকে না। এবিষয়ের এক কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

মকর কহিল "অবধান পূর্ব্বক শুনিতেছি বলিতে আরম্ভ কর।" বানর কহিল "এক গ্রামে শুদ্ধপট নামে এক রজক বাস করিত। রজকের একটি গর্দ্দভ ছিল। রজক তাহাকে উপযুক্ত আহার দিতে অসমর্থ হওয়াতে সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। একদা রজক বনের মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইয়া দেখিল যে এক ব্যাঘ্র মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রজক দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং মনে২ চিন্তা করিল সৌভাগ্যক্রমে বড়ই শুভঘটনা হইল। এই ব্যাঘ্রের চর্ম্মে আমার রাসভকে আচ্ছাদিত করিয়া রাত্রিযোগে শস্যক্ষেত্রে চরিতে ছাড়িয়া দিব। ক্ষেত্রস্বামীরা ব্যাঘ্র বোধ করিয়া আর ইহার নিকটে আসিতে সমর্থ হইবেক না এবং তাড়াইতেও পারিবেক না।

মনে২ এই প্রকার ভাবিয়া রজক তদ্রূপ অনুষ্ঠান

করিলে পর, রাসভ অতি অল্প কালের মধ্যেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল। এবং তাহার এত বল হইল যে সহজে তাহাকে বন্ধনস্থানে আনয়ন করা অত্যন্ত সুকঠিন হইল। এইরূপে গর্দ্দভ প্রত্যহ সেই শস্যক্ষেত্রে দ্বীপিচর্ম্মাচ্ছন্ন, ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চরিয়া আইসে। একদা সে চরিতে চরিতে শুনিতে পাইল অতি দূর হইতে একটা গর্দ্দভী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার শব্দ করিতেছে। শুনিয়া সেও সেইরূপ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষেত্রপালকেরা শুনিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত গর্দ্দভ স্থির জানিতে পারিয়া সত্বরে আসিয়া লগুড়াদি প্রহারে তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। অতএব দেখ মুখের দোষে রাসভের ভাব প্রকাশ হইয়া দুর্গতি হইল। তোমারও এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বানর মকরের নিকটে এই সমস্ত কথা কহিতেছে এমত সময়ে আর এক জলজন্তু আসিয়া কহিল "অহে মকর! তুমি এখানে আসিয়া কি করিতেছ? তোমার স্ত্রী তোমার যাইতে বিলম্ব দেখিয়া অন্ন জল ত্যাগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

মকর এই কথা শুনিয়া আপনাকে বজ্রাহতের ন্যায় বোধ করিল। এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিল "হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ হইল। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, "যাহার গৃহে মাতা অথবা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই তাহার বন ও সদন দুই তুল্য।" অতএব মিত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি স্ত্রীর বিরহে এক্ষণেই অগ্নিতে প্রবেশিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব"।

এই কথা শুনিয়া বানর হাসিতে২ কহিল "অহে! আমিত তোমাকে প্রথমেই জানিতে পারিয়াছি যে তুমি যৎপরোনাস্তি স্ত্রীবশ্য এবং স্ত্রীজিত। এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি নিতান্ত মূঢ় যে এমন আনন্দের সময়ে বিষণ্ণ হইতেছ। যেমন দুষ্টা স্ত্রীর মরণে উৎসাহই করিতে হয়। বিষণ্ণ হইবার বিষয় কি? যে স্ত্রীর চরিত্র মন্দ এবং সতত কলহ করিতেই অনুরক্ত, নীতিজ্ঞেরা তাহাকে পুরুষের ভার্য্যারূপিণী মূর্ত্তিমতী বিপদ্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের চরিত্রের কথা কি কহিব, তাহাদের অন্তরে যেটি বাহিরে সেটি নয়। স্ত্রীর কুহকে প্রতারিত হয় না এমন পুরুষ অতি বিরল। স্ত্রীলোক দেখিতে মনোরম বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় বিষময়। দণ্ডেই তাড়িত হউক, কিম্বা শস্ত্রেই আহত হউক, সামদানাদি উপায় দ্বারাই বা প্রলোভিত হউক, স্ত্রীলোক কস্মিন্‌কালেও বশীভূত হইবার পাত্র নহে"।

মকর শুনিয়া কহিল "ভাই মিত্র! যাহা বলিতেছ একটিও মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু করি কি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। এদিকে এমন অসাধ্য মিত্র বিচ্ছেদ। ওদিকে গৃহভঙ্গ। দৈব প্রতিকূল হইলে পদে পদেই বিপদ্ ঘটনা হয়। এ বিষয়ে আমি এক কথা কহিতেছি শ্রবণ কর"। বানর কহিল "বল অবধান করিতেছি"।

মকর কহিল "এক গ্রামে এক কৃষকদম্পতি বাস করিত। কৃষকপত্নী পতির বৃদ্ধভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকিত। গৃহে ক্ষণকালও সুস্থিরভাবে

অবস্থিতি করিত না। একদিন এক কৃষকপত্নী এক ধূর্ত্তের হস্তে পড়াতে সে তাহাকে কহিল "দেখ আমার ভার্য্যা বিয়োগ হইয়াছে। তোমার পতিও নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছে। যদি তুমি আমার সঙ্গিনী হইতে বাসনা কর তাহা হইলে আমরা দুজনে আর কোন দেশে গিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে পারি"।

কৃষকপত্নী এই কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং কহিল "আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি। কিন্তু এক্ষণে যাওয়া হইতে পারে না। আমার স্বামীর কতকগুলি ধন আছে। সেগুলি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলে আরও সুখের বিষয় হইতে পারে। অতএব এক্ষণে ক্ষান্ত হও। অতি প্রত্যুষে আমি সেই সমস্ত ধন লইয়া এই স্থলেই আসিয়া উপস্থিত হইব"।

ধূর্ত্ত শুনিয়া কহিল "একথা অতি ভাল বটে। তবে আজি তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। আমিও যাই। এই রাত্রিশেষে আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত থাকিব। পরে প্রত্যুষে তুমি আইলেই উভয়ে প্রস্থান করিব"। এই বলিয়া উভয়েই স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল।

কৃষকপত্নী রাত্রিকালে পতি নিদ্রিত হইলে পর তাহার যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করিয়া পলায়ন করিল। এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে সেই ব্যক্তিও তথায় আসিয়া উপস্থিত রহিয়াছে। এইরূপে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েই আনন্দিত হইল। এবং তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া দক্ষিণ-দেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এইরূপে কতক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া সম্মুখে এক নদী দেখিতে পাইয়া ধূর্ত্ত মনে২ চিন্তা করিল। আমি অনর্থক ইহার ভার গ্রহণ করি কেন! বিশেষতঃ যদি ইহার পশ্চাতে কোন লোক অন্বেষণার্থ আসিতে থাকে তাহা হইলে বিপদের আর পরিশেষ থাকিবেক না। অতএব এক্ষণে কৌশলক্রমে ইহার ধনগুলি লইয়া প্রস্থান করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হয়।

মনে২ এই প্রকার চিন্তা করিয়া কহিল "প্রিয়ে! সম্মুখে যে নদী দেখিতেছ ইহা অতিশয় দুস্তর। নিকটে নৌকা দেখিতে পাইতেছি না। অতএব তুমি সমস্ত ধন আমার হস্তে দাও। আমি অগ্রে তাহা পরপারে লইয়া এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া আসি। পশ্চাৎ আসিয়া তোমাকে পার করিয়া লইয়া যাইব"।

কৃষকপত্নী শুনিয়া সম্মত হইল এবং সমস্ত ধন তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। ধূর্ত্ত সেই সমুদায় ধন বন্ধন করিয়া পার হইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। কৃষকপত্নী উভয়ভ্রষ্ট হতোদ্যম প্রায় হইয়া অতি বিষন্নবদনে তীরে বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

সেই সময়ে এক শৃগালী এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া সেই স্থান দিয়া চলিয়া যায়। দৈবাৎ একটা বৃহৎ মৎস্য নদী হইতে তীরে লাফিয়া পড়াতে সে সেই মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতবেগে সেই মৎস্য ধরিতে ধাবমান হইল। অদূরে একটা গৃধ্র বসিয়াছিল। সে সেই মাংস খণ্ড তুলিতে পড়িতে

দেখিয়া অতিবেগে আসিয়া তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। এদিকে মৎস্যও শৃগালকে দেখিবামাত্র জলে লাফাইয়া পড়িল। শৃগালী মৎস্য ও মাংস উভয় ভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল।

কৃষকপত্নী দেখিয়া শৃগালীকে কহিল "তোমার মাংসখণ্ড শকুনিতে লইয়া গেল, মৎস্যও জলে পড়িল; এক্ষণে মৎস্য মাংস পরিভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ কি নিরীক্ষণ করিতেছ!" শৃগালীও তাহাকে পতি ধনাদি পরিভ্রষ্ট দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিল "তুমি আমাকে উপহাস করিতেছ কি? তোমার বুদ্ধি ও বিদ্যা আমা-হইতেও অধিক। পতি ধন প্রভৃতি বিহীন হইয়া তুমিই বা এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ!"।

মকর এই সকল কথা কহিতেছে এমত সময়ে আর এক জলচর জন্তু আসিয়া কহিল "অহে মকর! তুমি এখানে আসিয়া কি করিতেছ? তোমার আলয় অদ্য এক মহামকর আসিয়া অধিকার করিয়াছে"। মকর এই কথা শুনিয়া সেই শত্রুকে গৃহ হইতে বাহির করিতে ইচ্ছা করিয়া কহিল "অহে! দেখিলে বিধাতা আমার প্রতি কেমন প্রতিকূল হইয়াছেন। আমার এমন গুণের মিত্র অমিত্র হইয়া পড়িল। প্রেয়সী ভার্য্যা প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এবং বাসস্থান অন্যে আসিয়া আক্রমণ করিল। এখনও না কি হয় বলিতে পারি না। বিধাতা বাম হইলেই আপদের উপরি আপৎপাত হইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "খোঁড়ার পা খালেই পড়ে" এবং নিরন্নের ক্ষুধা অধিক বৃদ্ধি হয়" ইত্যাদি। ইহা কহিয়া মনে২ করিতে লাগিল।

হা [illegible] এক্ষণে করি কি। তাহার সহিত যুদ্ধ করি, কি সন্ধি করিয়া গৃহহইতে নিঃসারিত করিয়া দি। অথবা ভেদ ও দান দ্বারা আয়ত্ত করি। কিম্বা এই বানর মিত্রকে জিজ্ঞাসিয়া ইহাঁর পরামর্শ অনুসারে চলি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি হিতা-র্থীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার কিছুতেই বিঘ্ন হইতে পারেনা।"

মকর মনে২ এই সকল কল্পনা স্থির করিয়া সেই বৃক্ষারূঢ় বানরকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মিত্র! আমার কিপর্য্যন্ত মন্দ ভাগ্য দেখিলে? আমার আবাস স্থান আর এক বলবান্ মকরে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এক্ষণে সাম দান ভেদ প্রভৃতির কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবেক তাহা নিশ্চয় করিয়া বল"।

বানর কহিল "অরে কৃতঘ্ন?। আমি তোরে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। তুই কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমার অনুসরণ করিতেছিস্। তোর তুল্য মূর্খকে আমি কখনই উপদেশ দিব না"। মকর শুনিয়া কহিল "মিত্র! আমি সাপরাধ হইয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া আমাকে হিত উপদেশ দিতে হইবেক। নচেৎ আমার আর গতি নাই"।

বানর কহিল "অরে মূর্খ! তুই স্ত্রীর কথায় আমাকে সমুদ্রমধ্যে লইয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলি। আমি তোরে কদাচই সৎপরামর্শ ও হিত উপদেশ দিব না। ফলতঃ এমন কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়াও উপযুক্ত নহে। ভার্য্যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা হ

হইলেও তাহার অনুরোধে মিত্র ও বন্ধু বান্ধবকে কে কোথায় বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পায়! তুই নিতান্ত মূঢ়। মূঢ়ের বিনাশ অনুপযুক্ত নহে, এ কথাও আমি অগ্রেই কহিয়াছি। যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রযুক্ত সাধু ও হিত ব্যক্তির পরামর্শ অবহেলা করে সে ঘণ্টোষ্ট্রের তুল্য বিনষ্ট হয়"।

মকর জিজ্ঞাসা করিল "সে কেমন কথা?" বানর কহিল "এক গ্রামে উদ্ভলক নামে এক দরিদ্র রথকার বাস করিত। সে দারিদ্র্য প্রযুক্ত মনে২ ভাবিয়া দেখিল হায়! আমার এ কি দরিদ্রতা উপস্থিত হইল! গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তিই আপন২ কর্ম্মে রত থাকিয়া কাল যাপন করিতেছে। কেবল আমিই নিষ্কর্ম্মা। সকল লোকেরই দুই চারি বিঘা পৈতৃক ভূমি আছে, আমার সে সব কিছুমাত্র নাই। আমার জন্মই বৃথা। রথকার-কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু কুলের অনুরূপ কোন কার্য্যই আমা হইতে হইল না।

মনে২ এইরূপ চিন্তা করিয়া সে দেশান্তরে প্রস্থান করিল। এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বন দিয়া যাইতে২ দেখিতে পাইল এক উষ্ট্রী প্রসববেদনায় অত্যন্ত কাতরা এবং যূথভ্রষ্টা হইয়া রহিয়াছে। রথকার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং প্রসবান্তে কৌশলক্রমে তাহাকে শাবকের সহিত গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে আনিয়া বন্ধন পূর্ব্বক প্রত্যহ নানাস্থান হইতে লতা ও পল্লবাদি আনিয়া তাহাকে আহার দিতে আরম্ভ করিল। উষ্ট্রী এইরূপে পল্লব আহার করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই হৃষ্ট পুষ্ট

হইয়া উঠিল। উক্ত শাবকও ক্রমে২ আহারাদি দ্বারা বড় হইয়া মাতার পরিত্যাগ করিল।

রথকার প্রত্যহ তাহাকে এই রূপে আহার যোগায় এবং তাবৎ দুগ্ধ দোহন করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ করে। রথকার উষ্ট্র শিশুকে বড়ই ভাল বাসিত। এই কারণ তাহার গলদেশে একটা ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধিয়া দিল। একদা সে মনে২ চিন্তা করিল আর আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার আবশ্যক নাই। এই উষ্ট্রীকে পালন করিলেই আমার কুটুম্বের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবেক।

মনে২ এই প্রকার চিন্তা করিয়া রথকার আপন গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিল "ভদ্রে। উষ্ট্রের ব্যাপার কত উপকারক তাহাত প্রত্যক্ষে দেখিতেছ। এক্ষণে মনে২ এক পরামর্শ স্থির করিয়াছি কোন ধনীর নিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া গুর্জ্জরদেশে গমন করি এবং তথা হইতে আর যৌটাকত উষ্ট্রী কিনিয়া আনি। তুমি গৃহের কর্ত্রী রহিলে। যত্নপূর্ব্বক এই উষ্ট্রী ও উষ্ট্র শিশুকে রক্ষা করিবে। কতিপয় দিবসের মধ্যে আমিও ফিরিয়া আসিতেছি।

এই রূপে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া রথকার কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া গুজরাট রাজ্যে গমন করিল এবং কিছু দিনের মধ্যেই তথা হইতে দুই তিনটা উষ্ট্রী কিনিয়া আনয়ন করিল। কতিপয় বৎসরের মধ্যেই রথকারের অনেক গুলি উষ্ট্র উষ্ট্রী ও করভ প্রস্তুত হইল। তাহারা যুথবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইলে রথ-

করিয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য প্রতিবৎসর এক২ করস্ত বৃত্তি স্থির করিয়া একজন পালককে নিযুক্ত করিল। এই রূপে উষ্ট্রের ব্যাপার করিতে আরম্ভ করিয়া রথকার পরমসুখে কালযাপন করে এবং উষ্ট্রযূথ প্রতিদিন প্রাতঃকালে বনের নিকট চরিতে যায়, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে। একদা পূর্ব্ব করস্ত মত্ততা প্রযুক্ত যূথের পশ্চাৎ২ আসিতে লাগিল। এই রূপে সে ঘন্টা ধ্বনি করত একাকী অনেক পশ্চাতে আসিতেছে এমত সময়ে যূথের উষ্ট্রেরা পরস্পর কহিতে লাগিল এ ঘন্টোষ্ট্র অতিশয় নির্ব্বোধ। যূথের পশ্চাতে থাকিয়া ঘন্টা ধ্বনি করিতে২ আসিতেছে, অতএব বিনষ্ট হইতে পারে সন্দেহ নাই।

অনন্তর তাহারা যখন বনের মধ্যদিয়া আগমন করে তখন এক সিংহ ঘন্টার রব শুনিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং দেখিল কতকগুলি উষ্ট্রী ও করভ দলবদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে। এবং তাহাদের অনেক পশ্চাতে আর একটা উট বৃক্ষের শাখা পল্লব ও লতা খাইতে২ আসিতেছে। সিংহ দেখিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। উষ্ট্রযূথও সেই সময়ের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে ঘন্টোষ্ট্র বন হইতে বাহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে গৃহে যাইবার প্রকৃত পথ আর চিনিতে পারিল না। এইরূপে যূথভ্রষ্ট উষ্ট্র পথ হারাইয়া অতি গভীরস্বরে চীৎকার করিতে২ গমন

করিতেছে, এমত সময়ে সিংহও বাহির হইয়া সেই শব্দানুসারে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং অবিলম্বেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিল।

এইহেতু আমি বলিতেছিলাম যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রযুক্ত সাধু ও হিতৈষি ব্যক্তির পরামর্শ অবহেলা করে তাহার ঘণ্টোষ্ট্রের মত দুর্গতি হয়"।

কুক্কুর শুনিয়া কহিল "ভদ্র! তোমার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলাম এই জন্যেই তোমার নিকট আর কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে হইবেক। শ্রবণ কর। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "যাহারা পরের হিত চেষ্টায় সৎপরামর্শ দেয় তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই মঙ্গল হয়।" ভাই! আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছি সত্য বটে। কিন্তু এক্ষণে আমাকে উপদেশদানে প্রসন্ন হও। বিবেচনা করিয়া দেখ উপকারী ব্যক্তিতে সাধুতা প্রকাশ করা অপেক্ষা অপকারীতে তদ্রূপ করা অধিক মহিমার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে"।

বানর শুনিয়া কহিল "যদি এমনই হয় ভদ্র, তুমি সেখানে গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ কর। কারণ যুদ্ধকরণে দুইটি উৎকৃষ্ট গুণ আছে। যদি নিপাত হয় তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবেক এবং জয়ী হইতে পারিলে যুদ্ধ পাইয়া যশও লাভ করিবে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, 'সমানের যুদ্ধ ঘটনা সম্ভবিলে বিক্রম প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য'। এবিষয়ের এক উপাখ্যানও কহিতেছি শ্রবণ কর"।

মকর শুনিতে ইচ্ছুক হইলে পর, বানর কহিল "এক বনে মহাচতুর নামে এক শৃগাল বাস করিত। সে একদা বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ দেখিতে পাইল এক স্থানে এক হস্তী মৃত ও পতিত রহিয়াছে। শৃগাল দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই মৃতহস্তীর চতুর্দিক অবলোকন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার কঠিন চর্ম্ম ভেদ করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইল না। দৈবযোগে এক সিংহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শৃগাল সিংহকে সমাগত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল "প্রভু! আপনার নিমিত্ত এই ভৃত্য হস্তী রক্ষা করিতেছে, আপনি ইহাকে ভক্ষণ করুন।" সিংহ তাহাকে প্রণত দেখিয়া কহিল "অহে শৃগাল! আমি অন্যের বধকরা প্রাণী কদাচ ভক্ষণ করি না। আমরা বনে থাকি এবং পশুর মাংস ভক্ষণ করি সত্য বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইলে কখনই তৃণ ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করি না। ফলে যাহারা সদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহারা নিতান্ত বিপন্ন হইলেও প্রাণ থাকিতে নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করে না। অতএব আমি প্রসন্ন হইয়া এই গজ তোমাকে প্রদান করিতেছি"।

শৃগাল শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইয়া কহিল "নিজ দাসের প্রতি স্বামীর এরূপ দয়া প্রকাশ করা উপযুক্ত বটে। লিখিত আছে "মহামহিম ব্যক্তিরা অতি দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও কদাচই স্বাভিগুণ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন না"। এই বলিয়া শৃগাল পুরস্কার পূর্ব্ববৎ প্রণি-

প্রাপ্ত করিলে পর, সিংহ তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর এক ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে দেখিয়া মনে২ চিন্তা করিল। এক দুরাত্মাকে প্রণিপাত দ্বারা বিদায় করিলাম, ইহাকে আবার কি-প্রকারে বিদায় করিব। এ ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত, সহসা ইহাকে কথা দ্বারা বিদায় করা অত্যন্ত দুর্ঘট হইবেক। লক্ষণদ্বারা বোধ হইতেছে ভেদদ্বারা অনা-য়াসেই সাধ্য হইতে পারিবেক। যে স্থলে সাম কিম্বা দান প্রশস্ত না হয়, তথায় ভেদরূপ উপায় অবলম্বন করা নীতি-সম্মত।

মনে২ এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মু-খীন হইয়া ব্যাপকণ্ঠা করিয়া কহিতে লাগিল "মামা! তুমি অকস্মাৎ আসিয়া মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইলে কেন? এক সিংহ এই হস্তী বধ করিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে এবং আমাকে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া এই কহিয়াছে, যদি কোন ব্যাঘ্র এই দিকে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ গোপনে গিয়া আমাকে সমাচার দিবে। আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিব। মনে২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এই বনে আর একটাও ব্যাঘ্র রাখিব না। কারণ এক দিবস আমি একটা গজ বিনাশ করিয়া রাখিয়া, অল্পকালের জন্য কোন স্থানে গিয়াছি-লাম, ইত্যবসরে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার কিয়দংশ খাইয়া আমার জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিয়া পলায়ন করিয়া ছিল। আমি তদ্দিন অবধি মনে২ ব্যাঘ্রের প্রতি অত্যন্ত কুপিত আছি"।

বাঘ শুনিয়া ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিল "বাপু ভাগিনেয়! এক্ষণে প্রাণ দান কর, আর আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যেন সিংহ ফিরিয়া আইলে আমার কথা তাহার নিকট বলা না হয়"। এই কথা কহিয়া ব্যাঘ্র সত্বরে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র গমন করিলে পর এক চিত্র-ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

শৃগাল তাহাকে দেখিয়া মনে২ চিন্তা করিল, এ চিতা-বাঘের দন্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় দেখিতেছি। অতএব কৌশলক্রমে ইহাকে দিয়া এই হস্তীর পার্শ্ব-দেশ ছেদ করাইয়া লইতে হইবেক। মনে২ এই কল্পনা স্থির করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "অহে বাপু ভাগিনেয়! এত কাল ছিলে কোথায়? যাহাহউক অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হইল। মুখ শুষ্ক দেখিতেছি কেন? বুঝি আহারাদি হয় নাই? যাহাহউক যদি ভাগ্যাধীন সাক্ষাৎ হইল, তবে আজি এখানে অতিথি হও। সিংহ এই গজ বিনাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার রক্ষক নিযুক্ত আছি। সিংহ ফিরিয়া আসিতে২ তুমি অনায়াসেই ভক্ষণ করিয়া যাইতে পারিবে সন্দেহ নাই"।

চিত্রব্যাঘ্র শুনিয়া কহিল "না মামা! আমার হস্তি-মাংস ভোজনে কাজ নাই। প্রাণে বেঁচে থাকিলে অনেক উত্তম২ দ্রব্য খাইতে পাইব। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "ভোজন করিলেই হয় না, বিবেচনা না করিয়া যাহা ইচ্ছা ভোজন করি[illegible] বিস্তর অনিষ্ট

হইবার সম্ভাবনা। যে বস্তু গ্রাস করিতে পারা যায় ও গ্রস্ত হইয়া পরিণামে পাকপায়, এবং পরিণত হইয়া শেষে হিতকর হয়, সেই বস্তুই ভোজন করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি ইহা পরিপাক করিতে পারিব না, আমার ইহা ভোজন করিবার আবশ্যক নাই। আমি এখন এখান হইতে প্রস্থান করি"।

শৃগাল কহিল "বাপু! এত চঞ্চল হইবার আবশ্যক নাই। তুমি অক্লেশে ইহা ভক্ষণ কর। আমি অগ্রসর হইয়া দেখিতে থাকি। সিংহকে আসিতে দেখিয়াই তোমাকে বিজ্ঞাপন করিব"। এই বলিয়া সে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বসিল, এবং ক্ষণকাল থাকিয়া মনে২ বিবেচনা করিল এক্ষণে হয়ত চর্ম্মচ্ছেদ হইয়া থাকিবেক। এই সময়ে ইহাকে তাড়াইবার চেষ্টা পাই।

ইহা স্থির করিয়া জম্বুক উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিল "ভাগিনেয়! শীঘ্র২ পলায়ন কর, সিংহ আসিতেছে।" চিত্রক শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দূরে পলায়ন করিল। শৃগাল দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই চর্ম্মচ্ছেদের মধ্য দিয়া খানিক মাংস বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতেছে এমত সময়ে আর একটা শৃগাল অত্যন্ত কুপিত হইয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব শৃগাল তাহাকে আপনার তুল্য পরাক্রান্ত দেখিয়া কহিল "প্রথমে পশুরাজ সিংহ আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণিপাত দ্বারা বিদায় করিয়াছি। মধ্যে ব্যাঘ্র ও চিত্রব্যাঘ্র আসিয়াছিল তাহাদিগকে ভেদ ও কিঞ্চিৎ দানে নিরস্ত করিয়া পাঠাইয়াছি। এক্ষণে তুই আমার তুল্য পরাক্রান্ত আসিয়াছিস্। তোকে [illegible] দ্বারা বিদায় করিতে হইবেক"

এই বলিয়া সে তাহার অভিমুখে যাইয়া দন্ত দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিল, এবং আপনি বহুদিন পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টক হইয়া সেই হস্তিমাংস ভক্ষণ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল ”।

এই কথা সমাপন করিয়া বানর মকরকে সম্বোধন করিয়া কহিল “অহে! তুমিও ত রিপুস্থ স্বজাতীয় বট। স্বজাতীয় রিপুকে বিনাশ করিতে তোমারও বেশি ক্ষমতা আছে। তুমি এক্ষণেই গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাভূত করিবার চেষ্টা পাও। নচেৎ সে তথায় বদ্ধমূল হইয়া বসিলে, তোমার নিস্তার পাওয়া ভার হইয়া উঠিবেক। নীতিজ্ঞেরা স্বজাতি হইতে সতত ভয় সম্ভাবনা করিয়া থাকেন। অতএব স্বজাতি বলিয়া ক্ষণমাত্রও উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। যাহাহউক এক্ষণে স্বজাতীয়ের দৌরাত্ম্যের এক কথা কহিতেছি শ্রবণ কর ”।

মকর কহিল “অবধান করিতেছি আরম্ভ করুন” বানর কহিল “এক গ্রামে চিত্রাঙ্গ নামে এক কুক্কুর থাকিত। দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ থাকাতে অন্নাভাবে কুক্কুরের বংশের সকলই প্রায় শেষ হইল। চিত্রাঙ্গ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। তথায় এক গৃহস্থের ভবনে গৃহিণীর অনবধানতায় নিত্য২ প্রবেশ করে এবং নানাবিধ দ্রব্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু সেই বাটী হইতে নির্গত হইলেই গ্রামস্থ সমস্ত কুক্কুরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে।

কুকুর এই বাক্যার মনে ২ চিন্তা করিল, আমার পক্ষে স্বদেশ, এ বিদেশ অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম ছিল। দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত অন্ন পাইতাম না বটে, কিন্তু এ সকল জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই ছিল না। আমার সঙ্গে কেহই দ্বন্দ্ব করিত না। অতএব এখন আমি পুনর্ব্বার স্বদেশে ফিরিয়া যাই।

মনে ২ ইহা নির্দ্ধারিত করিয়া কুকুর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহাকে দেশান্তর হইতে সমাগত দেখিয়া দেশীয় অন্যান্য পরিচিত কুকুরেরা জিজ্ঞাসা করিল "কেমন হে চিত্রাঙ্গ। দেশান্তরে গিয়াছিলে; তথাকার সমাচার কি, তাহা বল। দেশ কেমন! সেখানকার লোকেরা কি করে? আহার ব্যবহারই বা কি প্রকার?"।

চিত্রাঙ্গ উত্তর করিল "ভাই! বিদেশের কথা কি বলিব। সেখানে আহারের অভাব ছিলনা, এবং স্ত্রীলোকেরাও শিথিল বটে, কিন্তু একটা মহদ্দোষ এই ছিল যে স্বজাতির সহিত সর্ব্বদাই বিরোধ হইত। আমি কেবল স্বজাতির জ্বালায় তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছি"।

...মকর সেই উপদেশ শুনিয়া মরণে নিশ্চয় করিয়া বানরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া সেই গৃহ-প্রবিষ্ট বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিয়া আপন ... নিষ্কণ্টকে বাস করিতে লাগিল"। ইতি।

প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে২ নিদ্রিত হইলেন। পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে স্বপ্নদর্শন করিলেন, যেন পদ্মনিধি ক্ষপণক অর্থাৎ জৈনভিক্ষু-বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিতেছেন "শ্রেষ্ঠী! তুমি সহসা এমন কঠিন নিয়ম অবলম্বন করিতেছ কেন? আমি তোমার পূর্ব্ব-পুরুষার্জ্জিত পদ্মনিধি, ক্ষপণকবেশে তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রাতঃকালে আমি এই বেশে তোমার গৃহে উপস্থিত হইব। তুমি আমাকে আগমনমাত্রেই মস্তকে এক লগুড়ের আঘাত করিবে। তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ কনকময় অক্ষয় নিধি হইয়া তোমার গৃহে চিরকাল অবস্থিতি করিব।"

শ্রেষ্ঠী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রির স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমি অহর্নিশ কেবল ধনের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি, এই হেতু এইরূপ স্বপ্নদর্শন হইয়াছে, ইহা যথার্থ কোন মতেই হইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন ব্যাধিত, শোকার্ত্ত, চিন্তাগ্রস্ত, কামুক এবং উন্মত্ত ব্যক্তিরা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকেন।"

শ্রেষ্ঠী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে সহসা সেই স্বপ্নদৃষ্টরূপ ক্ষপণক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রেষ্ঠীও স্বপ্নানুসারে তদ্দর্শনমাত্র তাহাকে এক লগুড়ের দ্বারা আঘাত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনন্তর সে আহত হইবামাত্র নিধিপূর্ণ কনক-কলস হইলে পর শ্রেষ্ঠী তাহা অতিযত্নপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া গৃহের মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন।

এবং যাহাকে ভক্তিমান ও ধর্ম্মিষ্ঠ বুঝিতে পারি, তাহারি ভবনে গমন করিয়া থাকি। পরে গৃহস্থ ব্যক্তি বিস্তর যত্ন ও আকুঞ্চন করিলে কেবল প্রাণধারণের উপযুক্ত যৎকিঞ্চিন্মাত্র ভোজন ও পান করি। অতএব বাপু! তুমি আমাদের স্বভাব ও নিয়ম না জানিয়া যাহা কর্ত্তব্য নয় তাহা বলিলে, এক্ষণে গমন কর, আর এমন কথা কদাচ মুখে আনিও না"।

নাপিত জাতি স্বভাবতই প্রত্যুৎপন্নমতি। সে ক্ষপণকের মুখ হইতে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণমাত্র উত্তর করিল "স্বামি মহাশয়! ভৃত্য কি আহারাদির নিমন্ত্রণ করিবার সাহস করিতে পারে? আপনাদিগের নিয়ম সকল আমার অবিদিত নাই। এ দাস প্রভুদিগের অভিমত কার্য্য করিতেই প্রস্তুত আছে। শ্রাবক সম্প্রদায়ই প্রভুদের সেবায় নিযুক্ত হইবেক। আমরা কেবল অপর পরিচর্য্যাই করিব। জৈন ধর্ম্ম পুস্তক লেখাইবার নিমিত্ত অনেকগুলি অর্থ সঞ্চিত করা আছে। আপনারা একবার অধীনের আলয়ে উপস্থিত হইলেই সেইগুলি চরণে সমর্পণ করিব, এই মানস করিয়াছি। আর বহু দিবস অবধি পুস্তক বন্ধন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বহুমূল্য পট্টবস্ত্র ও পট্টসূত্র নির্ম্মিত রজ্জু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, সে সমস্তও সেই সঙ্গে সমর্পণ করিবার মানস আছে। এক্ষণে এই সকল মানস পরিপূর্ণ করিতে যথাকালে উপস্থিত হইলেই দাসকে চরিতার্থ করা হয়, এই প্রার্থনা"। এই বলিয়া নাপিত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর সে গৃহে যাইয়া খদির কাষ্ঠের এক লগুড় প্রস্তুত করিয়া কবাটের এক কোণে রাখিয়া, বেলা দেড় প্রহরের সময় পুনর্ব্বার সেই ধর্ম্মমঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষপণক সকলেই তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া বাহির হইতে লাগিলেন। নাপিত এক২ প্রত্যেককে গুরুতর সাধ্যসাধনা করিয়া আপনার বাটীতে আনয়ন করিল। ক্ষপণকেরা ধনলোভে সেকালে এমনি হৃষ্ট হইয়া আইলেন যে, অপর মঠের পরিচিত ক্ষপণদিগকে এ কথা জানাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। হায় লোভের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাহারা গৃহত্যাগ ও সজ্জত্যাগ করিয়া দিগম্বর বেশ ধারণ করিয়াছে, যাহারা পাণিপাত্রে জলপান করিয়া দিনপাত করিতেছে, তাহারাও লোভদ্বারা এইরূপে আকৃষ্ট হইল। লোকের জরা উপস্থিত হইলে, কেশ জীর্ণ হয়, দন্ত জীর্ণ হয়, এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু পাপীয়সী তৃষ্ণা আর কিছুতেই গতযৌবনা হয় না। শরীর জীর্ণতম হইলেও তৃষ্ণা তরুণী থাকে।

অনন্তর নাপিত তাহাদিগকে এক২ গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রত্যেকের মস্তকে লগুড় প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আহত হইয়া অনেকেই পঞ্চত্ব পাইলেন। কতকগুলির মস্তক ভিন্ন হইল, কিন্তু প্রাণ বিয়োগ হইল না। তাঁহারা জ্বালায় অস্থির হইয়া, মলাম রে! গেলাম রে! বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রহরীরা সহসা নাপিতের বাটীর মধ্যে এই তুমুল গোলযোগ শুনিতে

পাইয়া অতি দ্রুতবেগে তথায় গমন করিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যেই দেখিতে পাইল কতিপয় ক্ষপণক ভগ্নমস্তক, রুধিরে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত, উচ্চস্বরে ত্রাহি ২ করিতেং অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া আসিতেছেন। রক্ষিগণ তাঁহাদিগকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, তাঁহারা নাপিতের সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইলেন।

প্রহরীরা শ্রুতমাত্র তৎক্ষণাৎ নাপিতকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট হত কয়েক জন ক্ষপণকের সহিত তাহাকে রাজার নিকটে আনয়ন করিল। রাজা, "তুই এ কুকর্ম্ম করিলি কেন?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর, সে কহিল "মহারাজ! আমার অপরাধ নাই, অমুক গ্রামের মণিভদ্র বণিকের গৃহে এই ব্যাপার দেখিয়াছিলাম"। এই বলিয়া মণিভদ্রের বৃত্তান্ত রাজগোচর করিল।

রাজা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মণিভদ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমি নাকি এক দিন এক ক্ষপণককে লগুড়াঘাতে বিনাশ করিয়াছ"? মণিভদ্র ক্ষপণকের সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল। আহত ক্ষপণকেরাও রাজার বিচার দর্শন জন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন। মণিভদ্রের কথা সমাপ্ত হইলে পর, সকলেই রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! এই অপরীক্ষিতকারী দুরাত্মা নাপিত বেটাকে শূলে দিতে আজ্ঞা হউক"।

রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন। ইহা

দেখিয়া ক্ষপণকেরা মণিভদ্রকে কহিলেন "কোন কর্ম্ম পরীক্ষা না করিয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যখন যাহা করিতে হয় পরীক্ষা পূর্ব্বক করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অন্যথা করিলে শেষে অতিশয় সন্তাপ পাইতে হয়। এ বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

মণিভদ্র কহিলেন "অবহিত হইলাম বলিতে আজ্ঞা হউক"। ক্ষপণকেরা কহিলেন "এক গ্রামে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কাল সহকারে তাঁহার ব্রাহ্মণী এক তনয় প্রসব করিলেন। ব্রাহ্মণ একটি নকুল পুষিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণী তাহাকেও পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। নকুল দিনে২ তাঁহাদিগের অনুগত হইতে লাগিল। তথাপি ব্রাহ্মণী মনে২ করিতেন নকুল জাতি স্বভাবতঃ অতি দুষ্ট, কদাচিৎ বালকের অনিষ্ট করিলেও করিতে পারে। মনে২ ইহা ভাবিয়া তিনি তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিতেন না।

একদা ব্রাহ্মণী বালককে শয্যায় শয়ন করাইয়া জল-কুম্ভ লইয়া পতিকে কহিলেন "আমি এক্ষণে জল আনিতে চলিলাম বালকটি শয়ান থাকিল। সাবধান থাকিবেন যেন নকুলে কোন অনিষ্ট করিতে না পায়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী জলাশয়ে গমন করিলে পর, ব্রাহ্মণও গৃহ শূন্য রাখিয়া ভিক্ষার্থ স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে দৈবযোগে এক সর্প গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া সেই বালকের শয্যার নিকটে উপস্থিত হইল।

নকুল সেই কালান্তক যম স্বরূপ সর্পকে শিশুর নিকটস্থ দেখিবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইল এবং অতিবেগে ধাব-মান হইয়া সেই সর্পের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর সে যৎপরোনাস্তি আমোদিত হইয়া বন্ধন ছেদ করিয়া রক্তমুখে ব্রাহ্মণী-সন্নিধানে গমন করিল, এবং গিয়া তাহার পাদের উপরি লুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী তাহার মুখ শোণিতলিপ্ত দেখিয়া মনে করি-লেন যে বালককেই বিনষ্ট করিয়া রক্তমুখে আসি-য়াছে। এই ভাবিয়া রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহার মস্তকে সেই জলকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেন। নকুল তৎ-ক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। ব্রাহ্মণী তাহাকে এবস্থ রাখিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন বালক সেই স্থানে সেই ভাবেই নিদ্রিত এবং তাহার শয্যার নিকটেই এক কৃষ্ণসর্প খণ্ডখণ্ডীকৃত ও মৃত পতিত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণী তখন সেই পুত্রতুল্য পালিত নকুলকে অজ্ঞ-তাপরাধে বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও সেই সময়ে কোন স্থান হইতে ভিক্ষা লইয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং দেখিলেন ব্রাহ্মণী শোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া বক্ষঃস্থলে ও কপালে করাঘাত করত অতি উচ্চস্বরে রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী অনেক ক্ষণের পর কহিলেন "আপনার এত লোভ। লোভের বশী-

ভূত হইয়া আমার কথা গ্রাহ্য করিলেন না।" এক্ষণে
তাহার সমুচিত প্রতিফলস্বরূপ আপনার কৃতক পুত্র
নকুলের মরণ-দুঃখ অনুভব করুন। অতি লোভের
বশীভূত হইলে প্রায় এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে। নীতি-
শাস্ত্রে উক্ত আছে "অতি লোভ করা কদাচই কর্ত্তব্য
নয়। অতি লোভে অভিভূত ব্যক্তির মস্তকে চক্র ভ্রমণ
করে"।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "মস্তকে চক্র ভ্রমণ করে
সে কেমন কথা?" ব্রাহ্মণী কহিলেন "এক গ্রামে চারি
জন ব্রাহ্মণ পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়া কাল যাপন করি-
তেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহারা সকলে অত্যন্ত দরিদ্র
হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন "ভাই! আর ত এ
দারিদ্র্যের ক্লেশ সহ্য হয় না। ধনহীন হইয়া বন্ধুসমাজে
বাস করা মরণ-যাতনা হইতেও অধিক ক্লেশকর।
শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন 'যাহারা ধন বিহীন হয়,
তাহাদিগকে বন্ধু বান্ধব সকলেই পরিত্যাগ করে;
সহস্র২ গুণ থাকিলেও তাহা প্রকাশ পায় না। সন্তা-
নেরাও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে বিমুখ হয় এবং আপদই
কেবল বিস্তারিত হইতে থাকে"। অতএব এক্ষণে
অর্থোপার্জ্জনে যত্ন করা সর্ব্বপ্রকারেই কর্ত্তব্য।"

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পর, চারি বন্ধু বিদেশ
গমনে নিশ্চয় করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরি-
বার গৃহ প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করি-
লেন। নীতিজ্ঞেরা উত্তম কথাই কহিয়াছেন "যাহা-
দের মন বিত্তের জন্য সতত আকুল হয়, তাহারা
অনায়াসেই সমুদায় পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ কোন

মায়াতে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না।”

এইরূপে চারি বন্ধু প্রস্থান করিয়া কতিপয় দিবসের পর অবন্তি নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শিপ্রা নদীতে স্নান তর্পণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া তত্রস্থ মহাকাল নামক দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন বন্দনাদি করিয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছেন এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহাদের গুরু ভৈরবানন্দ যোগীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা রীতিমত গুরুকে প্রণামাদি করিলেন। যোগিবরও তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনার মঠে গমন করিলেন।

তথায় অনেককাল শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর যোগীন্দ্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এখন তোমরা কোথা হইতে আগমন করিতেছ এবং কোথায় কি নিমিত্ত গমন করিতেছ?” ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন “আমরা সিদ্ধযাত্রী। দীনভাবের যাতনা সহিতে অসমর্থ হইয়া হয় ধন, নয় মরণ, ইহার একতর দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিব বলিয়াই যাত্রা করিয়াছি। যেখানে ইহার অন্যতরের লাভ হইবেক সেইপর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির। সৌভাগ্যবলে পথেই গুরু দর্শন লাভ হইল। এক্ষণে কৃপা করিয়া অর্থার্জ্জনের কোন সদুপায় বলিতে আজ্ঞা হউক। শুনিয়াছি আপনি অতি অদ্ভুতসিদ্ধিশালী মহাপুরুষ এবং আমরাও যৎপরোনাস্তি সাহসিক বটি। সুবিবেচনায় যাহা ভাল হয় আজ্ঞা করুন।”

যোগীন্দ্র ভৈরবানন্দ শিষ্যদিগের এতাদৃশ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ও তাহাদিগের বিশেষ যোগ্যতা অবগত হইয়া চারিটি সিদ্ধবর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন "তোমরা চারি জনে এই চারিটি প্রজ্বলিত বাতি গ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর দিকে গমন করিতে থাক। বর্ত্তিকা যাহার হস্ত হইতে যে স্থানে পতিত হইবেক তিনি সেই স্থানেই নিঃসন্দেহ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন"।

শিষ্যেরা গুরুবাক্যে বিশেষ আস্থা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে প্রথমে অগ্রগামীর হস্ত হইতে বর্ত্তিকা ক্ষিতিতলে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান খনন করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে সে স্থানে কেবলই তাম্রময় ভূমি। ইহাতে তিনি অপর বন্ধু দিগকে কহিলেন "তোমরা এখন যত ইচ্ছা তাম্র গ্রহণ কর"। অপরেরা কহিলেন "ভাই! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই। এই যৎকিঞ্চিৎ তাম্রে আমাদের প্রভূত দারিদ্র্য কিপ্রকারে দূর হইতে পারিবেক, চল আমরা সকলে আর খানিক অগ্রসর হইয়া যাই"।

সে ব্যক্তি কহিলেন "আমি আর অগ্রে যাইব না, তোমরা যাও" এই কথা বলিয়া তিনি যথেষ্ট তাম্র উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অপর তিন জন তথা হইতে অগ্রগামী হইলেন। এইরূপে খানিক দূর গমন করিলে পর অগ্রসরের হস্ত

হইতে বর্ত্তিকা পতিত হইল। তিনিও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান খনন করিতে লাগিলেন এবং সেই ভূমি কেবল রজতময়ী দেখিয়া মনে২ আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর তিনি হর্ষিত হইয়া বন্ধুদ্বয়কে কহিলেন "ভাই! তোমরাও এখন যত ইচ্ছা রৌপ্য লইতে থাক। আর অধিক দূর পর্য্যন্ত গমন করায় আবশ্যক নাই।"

বন্ধুরা কহিলেন "ভাই! তুমি নির্ব্বোধের মত কহিতেছ কেন, পশ্চাতে তাম্রময়ী ভূমি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; এস্থলে রজতময়ী দৃষ্ট হইল। অগ্রে অবশ্যই স্বর্ণময়ী থাকিতে পারে। আমাদের যেরূপ দারিদ্র্য, এই প্রভূত রৌপ্যেও তাহা বিনষ্ট হইবার নহে; অতএব আমাদের দুই জনকে আরো অগ্রে যাইতে হইবেক"।

সে ব্যক্তি কহিলেন "ভাই! আর তোমরা গমন কর, আমি এই রজত লইয়া এখান হইতেই বিদায় হই। আমার আর অধিক দূর পর্য্যন্ত যাইবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া ইচ্ছানুরূপ রূপা লইয়া গৃহে নিবৃত্ত হইলেন।

অপর দুই বন্ধু খানিক দূর গমন করিলে পর একের হস্ত হইতে বর্ত্তিকা ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণমাত্র ভূমি খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই সুবর্ণময়ী ভূমি দেখিতে পাইয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারি বন্ধুকে কহিলেন "ভাই! তুমিও যত ইচ্ছা সুবর্ণ গ্রহণ কর এবং চল আমরা এখান হইতেই

পাইতে পারি আজ্ঞা করুন।” এই সকল কথা কহিতে-
ছেন এমত সময়ে সেই চক্র তাহার মস্তক হইতে ব্রাহ্ম-
ণের মস্তকে আরূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন “মহাশয়! একি! চক্র আমার
মস্তকে আইল কেন?” সে ব্যক্তি উত্তর করিল “ইহা
এইরূপে আমারও মস্তকে আরোহণ করিয়াছিল”।
ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি বেদনাতে মারা
যাই। ইহা কবে নামিবেক!” সে ব্যক্তি কহিল
“তোমার মত কোন ব্যক্তি সিদ্ধবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া
এখানে আসিয়া তোমার সহিত আলাপ করিলেই ইহা
তোমার মস্তক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার মস্তকে
আরোহণ করিবেক।”

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এ অবস্থায় এখানে
কতকাল অতিবাহিত করিলে!” সে ব্যক্তি উত্তর
করিল “কাল সংখ্যা কত হইয়াছে আমার সবিশেষ
স্মরণ নাই। পৃথিবীমধ্যে এখন রাজা কে বলুন
দেখি। রাজাদিগের রাজত্বকাল গণনা করিলেই সম-
য়ের নিরূপণ হইবেক”। ব্রাহ্মণ কহিলেন “এক্ষণে
বিক্রমরাজের অধিকার”। সে ব্যক্তি কহিল “ভগবান্
রামচন্দ্রের রাজত্ব সময়ে আমি অতিশয় দারিদ্র্যভারা-
পন্ন হইয়া তোমার মত এই সিদ্ধ বর্ত্তিকা লইয়া এই
স্থলে আসিয়াছিলাম। তুমি আসিয়া যেমন আমাকে
চক্রধর দেখিলে। আমি আসিয়াও তেমনি আর এক
জনকে চক্রধর দেখিয়াছিলাম। পরে তোমার মত
আমিও তাহার সহিত আলাপ করিবামাত্র তাহার
শিরঃস্থিত চক্র আমার মস্তকে আরূঢ় হয়।”

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন "মহাশয়! আপনি এই চক্র ধারণ করিয়া কিরূপে ভোজন পানাদি নির্ব্বাহ করিতেন?"। সেই পুরুষ উত্তর করিল "এই দেশ ধনাধিপতি কুবেরের অধিকৃত। কুবের নিধি হরণের আশঙ্কায় যক্ষগণকে এই আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এ প্রদেশে কদাচ আসিতে না পায়। যদি দৈবাৎ কখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কিছুই থাকে না। বিশেষতঃ জরামরণ বর্জ্জিত হয়। পরন্তু সমভাবে থাকিয়া কেবল এই অপার যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এক্ষণে আপনি আসিয়া আমার ক্লেশ দূর করিলেন। বহুকালের পর এই বিপদ্ হইতে বিমোচিত হইলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন আমি আপন গৃহে প্রস্থান করি" এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

এখানে সুবর্ণসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সহচর বন্ধুর আসিতে অধিক বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করিলেন এবং কতক দূর পদচিহ্ন দেখিয়া যাইতে২ অদূরেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার বন্ধু এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মস্তকে একটা তীক্ষ্ণ চক্র ভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে প্লাবিত হইতেছে। এবং বেদনায় যৎপরোনাস্তি আর্ত্ত হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিবামাত্র তিনি অতিমাত্র বেগে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্ধু! তোমার এ কি দশা উপস্থিত হইয়াছে?"।

চক্রধর উত্তর করিলেন "ভাই! এ কেবল বিধির

নিয়োগ”। সুবর্ণসিদ্ধ ব্যক্তি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন “বন্ধু! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল”। চক্রধর চক্রের সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইলেন। সুবর্ণসিদ্ধ শুনিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিয়া কহিলেন “ভাই! তখন আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম, আমার কথাই শুনিলে না। এক্ষণে এ দুর্গতির উপায় কি স্থির করিয়াছ? শাস্ত্রকারেরা যথার্থই কহিয়াছেন “অতি লোভ কদাচই কর্ত্তব্য নয়”। যাহা হউক তুমি আমার কথা না শুনিয়া এপর্য্যন্ত আসিয়া বড়ই নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছ। তোমার বিদ্যা ও অন্যান্য গুণ যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিষয় বুদ্ধি তাদৃশ নাই। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা সিংহকারকের ন্যায় বিনষ্ট হয়”।

চক্রধর জিজ্ঞাসিলেন “সিংহকারকের কথা কি?” সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন “এক দেশে চারি ব্রাহ্মণ পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন অতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি কাহার কিছুমাত্র ছিল না। আর এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না বটে, কিন্তু যেমন চতুর তেমনি বুদ্ধিমান্। একদা তাঁহারা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন। ভাই আমরা বিস্তর যত্নে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু তাহার ফল ভোগ কিছুই করিতে পারিলাম না। বিদ্যা থাকিতে দেশান্তরে গিয়া ভূপতিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, বিদ্যা থাকা না থাকা তুল্য। অতএব চল আমরা সকলে একত্র হইয়া বিদেশে গমন করি।

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পর, একদা সকলেই

যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিদ্বান্ প্রস্তাব করিলেন "ভাই! আমাদের চতুর্থ ব্যক্তি অমুকের কিছুমাত্র বিদ্যা নাই। কেবল কিঞ্চিৎ বিশেষ বুদ্ধি আছে এইমাত্র। বিদ্যা না থাকিলে রাজার নিকটে কেবল বুদ্ধিদ্বারা প্রতিগ্রহ লাভ হয় না। অত-এব আমরা তিন জন বিদ্যাদ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিব উঁহাকে অনর্থক তাহার অংশ কখনই দিব না। উনি এখান হইতে গৃহে ফিরিয়া যাউন"।

দ্বিতীয় বিদ্বান্ চতুর্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন "ভাই সুবুদ্ধি! তুমিত বিদ্বান্ নও। তোমার আমাদের সঙ্গে বিদ্যাপ্রতিগ্রহের ভাগ লইবার জন্য গমন করা উচিত নয়। তুমি এখান হইতে গৃহে ফিরিয়া যাও"।

তৃতীয় বিদ্বান্ কহিলেন "অহে ভাই! তোমরা যাহা কহিতেছ তাহা আমাকে বড় ভাল লাগিতেছে না। ফলতঃ এরূপ করাও অনুচিত। ও ব্যক্তি বাল্যকালাবধি আমাদিগের সঙ্গী। আমরা সকলেই একত্র ক্রীড়া কৌতুক করিতাম। বাল্যকালের সখ্য চিরস্মরণীয়। আমার বিবেচনায় উঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। যাহা উপার্জ্জিত হইবেক উঁহাকে তাহার অংশ দেও-য়ায় বিশেষ হানি নাই। বরং উপযুক্তই করা হয়"।

এই কথায় সকলের সম্মতি হইল। চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। এইরূপে সকলে একত্র হইয়া এক বন দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক স্থানে এক মৃত সিংহের অস্থি সকল পতিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র এক জন বিদ্বান্ প্রস্তাব

কহিলেন "ভাল ঘটনা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইবেক। মৃত জন্তুর অস্থি পতিত রহিয়াছে দেখিতেছি। বিদ্যাপ্রভাবে ইহাকে পুনর্জীবিত করা যাউক"।

এই বলিয়া প্রথম বিদ্বান্ কহিলেন "ভাই। আমি অস্থিসঞ্চয়নী বিদ্যা শিখিয়াছি, আমি কেবল অস্থি একত্রিত করিয়া কঙ্কাল রচনা করিয়া দিব"।

দ্বিতীয় বিদ্বান্ কহিলেন "চর্ম্ম মাংস এবং রুধির প্রদান করিব"। তৃতীয় পণ্ডিত কহিলেন "আমি জীবন দান করিব"। এই কথা স্থির করিয়া প্রথম ব্যক্তি সেই সকল অস্থিতে একটি কঙ্কাল প্রস্তুত করিলেন। দ্বিতীয়ের বিদ্যায় চর্ম্ম মাংস রুধির সংযোজিত হইল। তৃতীয় ব্যক্তি জীবন যোজনায় উদ্যত হইতেছেন এমত সময়ে সেই বুদ্ধিমান্ চতুর্থ ব্যক্তি নিষেধ করিয়া কহিলেন "এ সিংহ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাকে সজীব করিয়া তুলিলে আমাদের সকলকেই বিনাশ করিবেক। অতএব ইহাকে জীবন দান দেওয়া হইবেক না"।

এই কথা শুনিয়া সেই বিদ্বান্ কহিলেন "তোমার মূর্খতায় ধিক্ থাক্, তোমার কথায় আমি বিদ্যাকে বিফলা করিয়া রাখিব"। সুবুদ্ধি পুনর্ব্বার কহিলেন "তবে ক্ষণকাল বিলম্ব কর। আমি এই নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করি। পরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও"। এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরূঢ় হইলে, সিংহকে সজীব করিবামাত্র সে তখনি তাহাদের তিন

জনের প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলিল। কিঞ্চিৎ পরে সিংহ তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলে পর, সুবুদ্ধি বৃক্ষ হইতে নামিয়া আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে কথা সমাপন করিয়া সে পুনর্ব্বার আর এক কথা কহিতে আরম্ভ করিল, "যদি কেহ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া লোকাচারহীন হয় তাহা হইলে তাহাকে মূর্খ-পণ্ডিতের ন্যায় হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"

চক্রধর জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কেমন কথা? সে ব্যক্তি কহিতে আরম্ভ করিল "এক দেশে চারি ব্রাহ্মণ পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়া বাস করিতেন। তাঁহারা বাল্য-কালে ঐকবাক্যে এই মত স্থির করিয়াছিলেন যে দেশান্তরে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করা অতি কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা কান্যকুব্জ দেশে গমন করেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া এক বিদ্যাপীঠে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে তাঁহারা তথায় দ্বাদশ বৎসর কাল ক্রমাগত অবাধে অধ্যয়ন করিয়া এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন। অনন্তর একদা তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে আইস আমরা উপাধ্যায় মহাশয়কে যথাশক্তি কিঞ্চিৎ২ দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া স্বদেশে গমন করি। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পর, সকলে উপাধ্যায় হইতে অনুমতি ও আপন২ পুস্তকাদি লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তথা হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিতে

করিতে তাঁহারা অদূরেই দেখিতে পাইলেন যে দুইটা পথ দুই দিক্ দিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া গমন করিলে স্বদেশে উপস্থিত হইতে পারা যায় তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি মহাজন লোক একত্রিত হইয়া তাহার এক পথ দিয়া গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর এই স্থির করিলেন যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে "মহাজনেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই প্রকৃত পথ" অতএব এই পথ দিয়া মহাজনেরা গমন করিতেছেন দেখিতেছি ইহা অবশ্যই প্রকৃত পথ না হইয়া যায় না, এখন চল আমরাও এই পথে গমন করি। এই বলিয়া সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর যাইতে২ অদূরবর্ত্তি এক শ্মশানভূমিতে এক গর্দ্দভকে চরিতে দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন "এ কি পদার্থ শ্মশান ভূমিতে দৃষ্ট হইতেছে?" এই-রূপ আন্দোলন হইতেছে এমত সময়ে তাঁহাদের এক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ পুস্তক খুলিয়া বিচার পূর্ব্বক কহিলেন "শাস্ত্রে লিখিতেছে "শ্মশানে যে ব্যক্তি থাকে সেই বান্ধব" অতএব এ অবশ্যই আমাদের কোন বান্ধব হইবেক সন্দেহ নাই"। এই কথা শুনিয়া কেহ তাহার গ্রীবা ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে এবং কেহ তাহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে বান্ধবকে অভ্যর্থনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া-ছেন এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন এক উষ্ট্র সেই

স্থান দিয়া অতি দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। দেখিবা-মাত্র তর্ক করিতে লাগিলেন "এত দ্রুতগমন করি-তেছে, এ পদার্থটাই কি?" এই প্রকার তর্ক করিবার সময়ে উঁহাদের আর এক জন পণ্ডিত পুস্তক দেখিয়া কহিলেন "শাস্ত্রে দেখিয়াছি "ধর্ম্মই দ্রুতগামী" অতএব আমার বিবেচনায় এ অবশ্যই ধর্ম্ম হইবেক সন্দেহ নাই।"

চতুর্থ পণ্ডিত শুনিবামাত্র কহিয়া উঠিলেন "তবেত ভালই হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাও স্পষ্ট লেখা আছে "ইষ্ট বস্তু ধর্ম্মের সহিত যোজনা করিবেক।" অতএব আমাদের এই ইষ্ট বান্ধবকে ধর্ম্মের সহিত যোজনা করিয়া দেওয়া যাউক" এই কথা বলিয়া সকলে সেই গাধাকে ধরাধরি করিয়া সেই উষ্ট্রের গলদেশে বন্ধন করিয়া দিলেন। এক ব্যক্তি এই ব্যাপার দেখিয়া সেই গর্দ্দভস্বামী রজককে বলিয়া দিলে পর, সে সেই পণ্ডিত-মূর্খদিগকে সমুচিত প্রহার করিবার নিমিত্ত সত্বরে তথায় উপস্থিত হইল। পণ্ডিতেরা রজককে ক্রোধভরে মার২ শব্দে আসিতে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে পলা-য়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর পথিমধ্যে এক প্রবল বেগ-বতী নদী দেখিতে পাইয়া সকল পণ্ডিত তাহার তীরে বসিয়া ভাবিতেছেন এক্ষণে আমরা এই নদী কিরূপে পার হই। এইরূপ ভাবিতে২ দেখিতে পাইলেন যে অদূরে একটী পলাশপত্র স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া এক জন পণ্ডিত বলিলেন "এই পত্রে আরোহণ করিলে অনায়াসেই পার হইতে পারা যাই-

যেক।" ইহা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপরি ঝাঁপিয়া পড়িলেন এবং স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

অপর এক জন পণ্ডিত তাহাকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে কেশে ধরিয়া কহিলেন "এক্ষণেত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতের উচিত যে তাহার অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করেন। অর্দ্ধাংশ পাইলেও কার্য্য দর্শিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বনাশ কোন রূপেই সহ্য করা যায় না"। ইহা কহিয়া তিনি তাহার মস্তক কাটিয়া লইলেন।

অনন্তর তাঁহারা পশ্চাতে ফিরিয়া আর এক পথ ধরিয়া যাইতেছেন এমত সময়ে গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তিন জন তিন গৃহস্থের বাটীতে ভোজন করিতে গমন করিলেন। এক পণ্ডিত ভোজন করিতে বসিয়া ঘৃতপক্ব যুক্ত মিষ্টান্নের মধ্যে এক গাছা সূত্র দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্র দেখিয়া কহিলেন "দীর্ঘসূত্রীর বিনাশ অবশ্যই হয় ইহা সর্ব্ববেদিসম্মত। গৃহস্থ ব্যক্তি ভোজন করাইবার ছলে আমাকে দীর্ঘসূত্রী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর ভোজন করা হইবেক না"। এই বলিয়া ভোজন ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিতের ভোজনপাত্রে পরমান্ন প্রদত্ত হইলে পর তিনি কহিলেন "ভোজন দ্রব্য অতিবিস্তারে বিস্তীর্ণ হইলে আয়ুঃক্ষয়ের কারণ হয়"। এই বলিয়া ভোজন পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। তৃতীয়

পণ্ডিতের ভোজনপাত্রে পিষ্টক দত্ত হইলে তিনি কহিলেন, "ইহা কেবল ছিদ্রময় দেখিতেছি। শাস্ত্রের লিপি এই যে "অনর্থ সকল ছিদ্র পাইলেই বহুল হয়।" অতএব আমি এই ছিদ্রময় বস্তু কখনই ভোজন করিব না"। এই বলিয়া তিনিও ভোজন ত্যাগ করিলেন। এইরূপে তিন জন পণ্ডিত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া গ্রামস্থ লোকদিগের উপহাসে লজ্জিত হইয়া তথা হইতে স্বদেশে গমন করিলেন। অতএব বলিলাম শাস্ত্রে কুশল হইয়া যদি লোকাচারে অনভিজ্ঞ হয় তাহা হইলে মূর্খপণ্ডিতের ন্যায় সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয় ইত্যাদি।"

ইহা শুনিয়া চক্রধর কহিলেন "ভাই! আমার এ ঘটনা অকারণ বলিতে হইবেক। বিধাতা বিমুখ হইলে অতিবুদ্ধিকেও বিনষ্ট হইতে হয়। আর বিধি অনুকূল থাকিলে অল্পবুদ্ধিরও আনন্দের অভাব থাকে না। আমি এবিষয়ে শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধির দুর্দ্দশার ও একবুদ্ধির পরম সুখের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর।

সুবর্ণসিদ্ধ "বল২ আমি অবধান করিতেছি" ইহা বলিলে পর চক্রধর কহিতে আরম্ভ করিলেন "এক জলাশয়ে শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধি নামে দুই মৎস্য বাস করিত। তথায় একবুদ্ধি নামে এক মণ্ডূকও থাকিত। মণ্ডূক সেই মৎস্যদ্বয়ের সহিত মিত্রতা করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করে। একদা তাহারা সকলে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে এমত সময়ে কতকগুলি ধীবর জাল২ স্কন্ধে হইতে [illegible] ধরিয়া সন্ধ্যাকালে সেই জলাশয়ের নিকট দিয়া যাইতেছে পরস্পর কহিতে

লাগিল "ভাই! এই সরোবরে অধিক মৎস্য আছে এবং জলও বিস্তর নাই। কল্য প্রাতে আসিয়া ইহাতে মৎস্য ধরিতে হইবেক"। এই কথা বলিতে২ চলিয়া যাইতে লাগিল। মৎস্যেরা সেই বজ্রপাত সদৃশ ধীবরদিগের বাক্য শুনিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

মণ্ডুক সম্বোধন করিয়া কহিল "ভাই শতবুদ্ধি! ভাই সহস্রবুদ্ধি! এক্ষণে উপায় কি স্থির করিলে। পলায়ন করা ভাল, কি অবস্থান করা কর্ত্তব্য"। সহস্রবুদ্ধি শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিল "অহে মিত্র! এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ কেন? কেবল কথা শুনিয়াই ভীত হওয়া উচিত নয়। এ স্থলে ধীবরদের আগমন অত্যন্ত অসম্ভব, আর তাহারা যদি একান্তই আইসে তবে, স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে আত্মরক্ষা করিয়া তোমাকেও রক্ষা করিব। আমি অনেক প্রকার জলগতি জানি, তোমার চিন্তা নাই।"

শতবুদ্ধি শুনিয়া কহিল "মিত্র! সহস্রবুদ্ধি উপযুক্ত কথাই কহিয়াছেন। বুদ্ধিমানের পক্ষে ইহা বিচিত্র কথা নহে। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন "যে স্থলে বায়ুর সঞ্চার নাই, ও সূর্য্যকিরণের গতি হয় না, সে স্থলেও বুদ্ধিমানের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে। ফলতঃ সুবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য স্থান কুত্রাপি নাই। অতএব কেবল একটা কথা মাত্র শুনিয়াই পুরুষপরম্পরাগত জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। ফলকথা আমি কদাচই স্থানান্তরে যাইব না। স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে আমি আত্মরক্ষা করিয়া তোমাকেও রক্ষা করিব চিন্তিত হইও না।"

মণ্ডুক কহিল "ভাই! আমার কেবল পলায়ন করি-তেই মানস হইতেছে। তোমাদের পরামর্শ আমাকে বড় ভাল লাগিতেছে না। অতএব আমি আজি সস্ত্রীক হইয়া আর এক জলাশয়ে গমন করিব"। এই কথা বলিয়া সে রাত্রিযোগেই অন্য এক জলাশয়ে গমন করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে সেই যমদূতসদৃশ কয়েক জন ধীবর জাল লইয়া উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বেই, জালদ্বারা সেই হ্রদ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। মৎস্য, কূর্ম্ম মণ্ডুক কর্কট প্রভৃতি তাবৎ জলচরই একদা সেই জালে নিবদ্ধ হইয়া গৃহীত হইল। শতবুদ্ধি ও সহস্র বুদ্ধি নানাপ্রকার বিশেষ২ গতি ও কুটিলতার দ্বারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে তাহারাও ধৃত ও বিনষ্ট হইল।

অপরাহ্ন সময়ে ধীবরেরা জাল ও মৎস্য লইয়া গৃহে গমন করিল। শতবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক ভারী ছিল, অতএব এক জন কেবল তাহাকেই মস্তকে করিয়া লইল। সহস্রবুদ্ধি তাদৃশ ভারী ছিল না বলিয়া এক জন তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া হস্তে ঝুলাইয়া লইল। এইরূপে ধীবরেরা মৎস্যাদি লইয়া অপর জলা-শয়ের নিকট দিয়া গৃহে গমন করিতেছে, এমন সময়ে মণ্ডুক আপনার স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, "প্রিয়ে! দেখ দেখ শতবুদ্ধি ও সহস্রবুদ্ধির দুর্গতি দেখ। ঐ দেখ শতবুদ্ধিকে এক জন মস্তক করিয়া এবং সহস্রবুদ্ধিকে হস্তে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে"। "আমার একমাত্র বুদ্ধি। আমি এই নির্ম্মল জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াই-

তেছি”। অতএব আমি বলিলাম বুদ্ধি একবিষয়িণী হইলেই ভাল হয়। অনেক বিষয়ের বুদ্ধিকে সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারেনা। যাহার অতি বুদ্ধি তাহাকেই সুহৃদ্বাক্য অবহেলা করিতে হয়।”

এ বিষয়ের আর এক দৃষ্টান্তস্বরূপ শৃগাল ও রাসভের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর”। চক্রধর অবহিত হইলেন। সুবর্ণসিদ্ধ কহিতে আরম্ভ করিলেন, “এক গ্রামে উদ্ধত নামে এক গর্দ্দভ বাস করিত। সে দিবাভাগে রজকের গৃহে বস্ত্রভার বহন করিয়া রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিশেষতঃ শস্যক্ষেত্রে চরিয়া বেড়াইত।

একদা শস্যক্ষেত্রে চরিতে ২ দৈবযোগে এক শৃগালের সহিত মিত্রতা হইল। উভয় মিত্র প্রতিদিন রাত্রিযোগে কাঁকুড়ের ক্ষেত্রে বেড়া ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং সমস্ত রাত্রি উদর পরিপূর্ণ করিয়া ফল ভোজন করিয়া বাহির হয়। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর একদা ক্ষেত্রে যাইয়া রাসভ শৃগালকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ভাগিনেয়! দেখ আজি কি অপূর্ব্ব নির্ম্মল রাত্রি। রাত্রির গুণে আমার মনে বড়ই উল্লাস হইতেছে। ইচ্ছা হয় খানিকক্ষণ গান করি। অতএব বাপু বলদেখি এখন কোন্ রাগে গান করা যায়?”

শৃগাল উত্তর করিল “মামা! অনর্থক এ অনর্থ পরিচালনা করিবার আবশ্যক কি? আমরা উভয়ে চোরের কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, গুপ্তভাবে থাকাই উচিত। বিশেষতঃ তোমার গীত শঙ্খধ্বনি তুল্য, সুশ্রাব্য ও মধুর নহে। ক্ষেত্রস্বামীরা দূর হইতে শুনিতে পাইলেও আসিয়া বন্ধন ও বধ করিতে পারে। অতএব মামা

ক্ষান্ত হও। কাঁকুড়, শশা, ফুটি খাইয়াছেন এখান হইতে প্রস্থান করি। ক্ষেত্রের উপরে গান গাইবার প্রয়োজন নাই"।

রাসভ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "তুই জঙ্গলে থাকিস্। বুঝিও জঙ্গলা। তুই গানের রস জানিবি কি। জানিলে কখন এমন কথা কহিতিস্ না"।

শৃগাল কহিল "মামা! তুমি যে কথা বলিলে তাহা মিথ্যা বলিতে পারি না। কিন্তু তোমার গান অতি-কর্কশ ও বংশপরোনাস্তি কঠোর। অতএব অনর্থক কঠোর শব্দ করিয়া আপনার আপদ্ আপনি আন কেন?"

রাসভ কহিল "ধিক্ মূর্খ, তোরে ধিক্। আমি কি সঙ্গীতবিদ্যা কিছুই জানি না। শোন্, তোর নিকটে কিঞ্চিৎ পরিচয় দি" এই বলিয়া রাগ রাগিণীর কিছু পরিচয় দিয়া কহিল "তুই ভাগিনেয় আমি মামা, ভাগিনেয় হইয়া মামাকে অনভিজ্ঞ বলিতেছিস্, এবং মামাকে অভিমত বিষয়ে নিবারণ করিতেছিস্"।

শৃগাল কহিল "মামা! যদি একান্তই গান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে গান করিতে আরম্ভ কর। আমি এখান হইতে গিয়া বেড়ার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকি। যদি দৈবাৎ ক্ষেত্রপালকে আসিতে দেখি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতদ্বারা জানাইতে পারিব। এই বলিয়া শৃগাল তথা হইতে বৃতির দ্বারে গমন করিল। গর্দ্দভও ঊর্দ্ধকন্ধর হইয়া চীৎকার শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত্রের উপরি গর্দ্দভের চীৎকার শুনিতে

পাইখাঁনার অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে লইয়া তাহাকে মারিতে ধাবমান হইল। এবং আসিয়াই অনবরত রাসভকে সেই লগুড়দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। গর্দ্দভ অত্যন্ত আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর ক্ষেত্রপাল একটা সচ্ছিদ্র উদূখল তাহার গলদেশে বন্ধন করিয়া শয়ন করিতে গমন করিল। গর্দ্দভও জাতীয়স্বভাব বশতঃ ক্ষণকালের মধ্যে বেদনাবিহীন হইয়া গাত্রো-খান করিল। এবং সেই উদূখল শুদ্ধ ক্ষেত্রের বেড়া চূর্ণ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

শৃগাল অন্তরালে থাকিয়া গর্দ্দভকে তদবস্থায় পলা-ইতে দেখিয়া ঈষৎ হাসিতে২ সম্বোধন করিয়া কহিল "মামা! তুমি ভাল গান করিয়াছ। তখন আমার কথা শুনিলে না। সেই জন্য এখন গলায় এই অপূর্ব্ব মণি পরিতে হইয়াছে। যেমন গান করিয়াছিলে, পুরস্কার তাহার উপযুক্ত হইয়াছে।"

এই কথার পর সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন "ভাই! আমিও তোমাকে এ দিকে আসিতে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি তখন আমার কথায় কিছুমাত্র আস্থা কর নাই। অবহেলা করিয়াই চলিয়া আইলে।"

চক্রধর শুনিয়া কহিলেন "বন্ধু! যাহা বলিতেছ সকলই সত্য। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "যে ব্যক্তি স্বয়ং প্রজ্ঞাহীন হইয়া মিত্রবাক্য অবহেলা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার পদে পদে আপদ্ ঘটে এবং শেষে তাহাকে মন্থর তন্তুবাপের ন্যায় বিনাশ পাইতে হয়।

সুবর্ণসিদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্থর তন্তুবায়ের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।" চক্রধর কহিতে আরম্ভ করিলেন "এক দেশে মন্থর নামে এক তন্তুবায় বাস করিত। সে সর্ব্বদা তন্ত্রের কর্ম্ম করিত। কিছুকাল বিলম্বে তাহার তন্ত্রের সমুদায় কাষ্ঠসামগ্রী ভগ্ন হইয়া গেল। একদা সে কুঠার লইয়া কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে বহির্গত হইল। এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে ২ সমুদ্রতটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে তথায় এক প্রকাণ্ড শাল্মলীবৃক্ষ রহিয়াছে।

তন্তুবায় তাহা কাটিতে উদ্যত হইয়া বৃক্ষে দুই এক কুঠারের আঘাত করিয়াছে এমত সময়ে বৃক্ষবাসী এক পিশাচ তাহাকে ডাকিয়া কহিল "অহে তন্তুবায়! তুমি আমার আশ্রয়বৃক্ষটি ছেদন করিও না। আমি পিশাচ, এই বৃক্ষে বহুকাল অবধি বাস করিতেছি এবং এই সমুদ্রতীরের অতিপবিত্র স্নিগ্ধবায়ু সেবন করিয়া পরম সুখে কাল হরণ করিয়া আসিতেছি। তুমি আমাকে আশ্রম পীড়া দিওনা।"

তন্তুবায় শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল "ঠাকুর আমি জাতিতে তাঁতি। তন্ত্রকর্ম্মের যে সমস্ত কাষ্ঠ সামগ্রী ছিল সমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অনেক দিবস কাজকর্ম্ম চলিতেছে না। পরিবার সকল অন্ন অভাবে মারা পড়িল। কাষ্ঠ সামগ্রী প্রস্তুত না করিলে আর আমার কোনমতেই চলিবার সঙ্গতি নাই আপনি গাছ কাটিতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু আমার গতি কি হইবেক বলিয়া দেউন।

পিশাচ কহিল "অহে তন্তুবায়! আমি তোমা

প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তোমার কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা কর। আমি অম্লানবদনে তাহা সম্পন্ন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু তোমাকেও আমার আশ্রয় রক্ষা করিতে হইবেক।"

তন্তুবায় কহিল "আপনি যদি এমনই কহিতেছেন তবে আমি একবার আপন মিত্র ও পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। পরে যাহা দিতে হয় দিবেন"। পিশাচ শুনিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিল। তন্তুবায়ও হর্ষযুক্ত হইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া চলিল। এবং যাইতে২ পথিমধ্যে তাহার মিত্র একজন নাপিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

তন্তুবায় মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কহিল "ভাই মিত্র! আমি এক পিশাচ আমার উপরি প্রসন্ন হইয়াছেন। অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, কি প্রার্থনা করিব বলিয়া দাও"। নাপিত কহিল "ভাই! যদি তোমার ভাগ্যাধীন তিনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে গিয়া রাজ্য প্রার্থনা কর। তিনি তোমাকে অনায়াসেই রাজ্য করিবেন সন্দেহ নাই। তুমি রাজা হইলে, আমিও তোমার মন্ত্রী হইব। এইরূপে কিছুকাল উভয়ে লৌকিক সুখসম্ভোগ করিয়া চরমে পারলৌকিক সুখ লাভেরও চেষ্টা পাইতে সমর্থ হইব।"

তন্তুবায় কহিল "ভাই! তোমার কথাত শুনিলাম। এক্ষণে একবার গৃহে যাইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করি। তাহার কি মত হয় তাহাও শুনাযাউক"। নাপিত কহিল "ভাই! আমার মতে স্ত্রীর সহিত কোন

বিষয়ে মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নয়। স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া চলিতে গেলে পুরুষের কিছুমাত্রই প্রধানতা থাকে না।"

তন্তুবায় কহিল "যাহা বলিতেছ সত্য বটে, তথাপি পতিব্রতা স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য"। এই বলিয়া, সত্বরে গৃহে যাইয়া পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "প্রিয়ে! কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া এক পিশাচকে প্রসন্ন করিয়া আসিয়াছি। তিনি অভীষ্ট প্রদানে সম্মত আছেন, এক্ষণে কি প্রার্থনা করিতে হইবেক শীঘ্র বল। তথায় এই ক্ষণেই পুনর্ব্বার গমন করিতে হইবেক। পথিমধ্যে নাপিত মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রাজ্য প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। এক্ষণে তোমার মত কি?।"

তন্তুবায়ের পত্নী শুনিয়া কহিল "নাথ! নাপিতের যেমন বুদ্ধি তেমনি পরামর্শ। তাহার কথা শুনিবেন না। কোন ইষ্ট বিষয়ে নাপিতের সহিত পরামর্শ করা অতিশয় নিষিদ্ধ। তুমি যে তাহার পরামর্শে রাজ্য প্রার্থনা করিতে যাইবে, রাজ্যের কত উৎপাত তাহা সবিশেষ জান? সর্ব্বদা সন্ধি বিগ্রহ চিন্তা করিতে২ ক্ষীণ হইতে হইবেক। কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। ফলতঃ রাজ্য কেবল ক্লেশময়। অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি রাজ্য কোনমতেই প্রার্থনা করিও না।

তন্তুবায় কহিল "তুমি যথার্থ বলিতেছ, রাজ্য এই রূপই বটে, কিন্তু পিশাচের নিকটে গিয়া কি প্রার্থনা করিব তাহা বলিয়া দাও"। তাহার পত্নী কহিল

"তুমি প্রতিনিয়ত এক এক খানি বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাক। আমাদের তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হয়। এক্ষণে তুমি পিশাচের নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা কর যে, তোমার আর এক প্রস্থ বাহুযুগল ও আর একটি মস্তক হয়। তাহা হইলে তুমি অগ্র পশ্চাৎ উভয় দিকেই এক২ খান বস্ত্র বুনিতে সমর্থ হইবে। প্রত্যহ দুই দুই খান বস্ত্র প্রস্তুত হইলে এক খান বিক্রয় করিয়া সংসার নির্ব্বাহ হইবেক। দ্বিতীয় খানের মূল্যে অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা করিয়া জাতির মধ্যে অতি শ্লাঘনীয় হইতে ও পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।"

তন্তুবায় শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিল "ভাল২ প্রিয়ে তুমি বড়ই ভাল কথা কহিয়াছ, আমি গিয়া ইহাই প্রার্থনা করিব এই প্রার্থনাই আমার নিশ্চয়" এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই পিশাচের নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল "মহাশয়! যদি আপনি প্রসন্ন ভাবে আমাকে অভীষ্ট প্রদানে সম্মত হইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর এক প্রস্থ বাহুযুগল ও আর একটি মস্তক প্রদান করুন।"

পিশাচ শুনিবামাত্র তখনি "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তন্তুবায়ও তৎক্ষণাৎ দ্বিশিরা ও চতুর্ব্বাহু হইল। অনন্তর সে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে গৃহে আসিতেছে এমন সময়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক রাক্ষস আসিতেছে বোধ করিয়া তাহাকে লগুড় ও পাষাণ মারিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিল।

অতএব আমি কহিলাম যে ব্যক্তি স্বয়ং নির্ব্বোধ

হইয়া মিত্রবাক্য অবজ্ঞা করে সে মন্থর তন্তুবায়ের ন্যায় বিনষ্ট হয় ইত্যাদি”।

চক্রধর পুনর্ব্বার কহিলেন “আশার দাস হইলে কে না হাস্যাস্পদ হয়? আশার দাস হইয়া ও তদনুসারে অসম্ভব চিন্তা করিয়া সোমশর্ম্মার পিতাকে বড়ই হাস্যাস্পদ হইতে হইয়াছিল”। সুবর্ণসিদ্ধি জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কি কথা বল” চক্রধর কহিতে আরম্ভ করিলেন।

“এক দেশে স্বভাবকৃপণ নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নিত্য২ শক্তু ভিক্ষা করিয়া আনিতেন এবং ভোজন করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ২ এক কলসে ফেলিয়া রাখিতেন। ঐ কলস গৃহভিত্তিতে ঝুলাইয়া আপনি তাহার তলে শয়ন করিয়া থাকিতেন কিছু দিন বিলম্বে কলস পূর্ণ হইলে পর তিনি শয়ন করিয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন যদি এ সময়ে দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হয় তাহা হইলে আমার এই কলসপূর্ণ শক্তুতে গুটিকত টাকা লাভ হইতে পারে। আর সেই টাকা দিয়া এক ছাগমিথুন কিনিতে পারা যায়। ছাগজাতি ছয়মাস অন্তর প্রসব হয় ও একবারে অনেকও জন্মে। সুতরাং বৎসর দুই একের মধ্যে এক পাল ছাগল হইবার সম্ভাবনা। অধিক ছাগল জন্মিলে তাহা বিক্রয় করিয়া অনায়াসেই গাভী কিনিতে সমর্থ হইব। তাহাদের দুগ্ধ ও বৎস উভয়ই বিক্রয় করিব। যাহা লাভ হইবেক তাহাদ্বারা গোটাকত মহিষী কিনিয়া আনিব। মহিষীর দুধ ও বাছুর বেচিয়া অনায়াসেই ঘোটকী কিনিতে সমর্থ হইব। ক্রমে তাহারা প্রস

করিলে আমার অনেক অশ্ব বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। যখন অশ্ব বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিব তখন আমার আর ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবেক না।

অশ্ব বিক্রয়ে যাহা জাত হইবেক তাহা দ্বারা উত্তম২ গৃহ নির্ম্মাণ করিব। বাটী ঘর দ্বার উদ্যান প্রভৃতি সকলই ধনবান্ লোকের মত হইবেক। সর্ব্বদা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সুহৃদ্ প্রভৃতি লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারিব। সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের গতিবিধি থাকিবেক। যদি কোন ব্রাহ্মণের সুরূপা কন্যা থাকে, তখন তিনি আমাকে তাদৃশ সম্পন্ন দেখিলে অবশ্যই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিবেন।

বিবাহ হইলে পর কালসহকারে তাহার পুত্র জন্মিবেক। পুত্রের নাম সোমশর্ম্মা রাখিব। বালক ক্রমশঃ জানুচলনের যোগ্য হইয়া উঠিলে আমি পুস্তক লইয়া নির্জ্জনে অশ্বশালার মধ্যে গিয়া শাস্ত্র চিন্তা করিতে থাকিব। সোমশর্ম্মা স্তনপান করিতে২ আমাকে দেখিতে পাইয়া জননীর ক্রোড় হইতে নামিয়া হামাদিয়া আমার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিবেক। যখন দেখিব যে সে অশ্বের পার নিকট দিয়া আসিতেছে তখন আমি ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করিয়া কহিব "ওরে শীঘ্র আয়, বালক মারা পড়ে, শীঘ্র লইয়া যা।"

ব্রাহ্মণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া আমার কথা শুনিয়াও শুনিবে না। তখন আর আমি রাগ সহ্য করিতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তাহাকে পদা-

ঘাত করিব। এইরূপে তদ্গত ধ্যানে মনঃসংযোগ করিয়া তন্মনস্ক হইয়া প্রহারের বাসনায় পাদক্ষেপ করিবামাত্র সেই শক্তুর কলস ভাঙ্গিয়া পতিত হইল। ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ শক্তুময় হইয়া পাণ্ডুবর্ণ হইল। অতএব আমি বলিলাম আশার দাস হইয়া অসম্ভব চিন্তা করিতে গেলে সোমশর্ম্মার পিতার ন্যায় দুরবস্থা-গ্রস্ত হইতে হয়।”

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন “একথা অযথার্থ নয়। চঞ্চল হইয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে এবং ভাবি অনর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে চন্দ্র ভূপতির ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়।”

চক্রধর কহিলেন “সে কেমন কথা?” সুবর্ণসিদ্ধ কহিতে আরম্ভ করিলেন “এক নগরে চন্দ্র নামে এক ভূপতি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত কতকগুলি বানর ছিল। এবং অতি শিশু কুমার দিগের শকট টানাইবার জন্য কতিপয় মেষও প্রতি-পালিত হইত। ঐ সকল বানর ও মেষ নিত্য২ নানা প্রকার দ্রব্য ভোজন করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া ছিল।

বানর যূথের মধ্যে একটা যূথপতি ছিল। সে অনেক প্রকার নীতি জানিত এবং তদনুসারে কার্য্যও করিত। মেষপালের মধ্যে একটা মেষ অত্যন্ত লোভী ছিল। পাকশালায় প্রবেশিয়া যাহা সম্মুখে দেখিতে পাইত তাহাই খাইয়া ফেলিত। সূপকারেরা তাহাকে দেখিবা-মাত্র কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি যাহা পাইত তাহাই ফেলিয়া মারিত। মেষ তাড়িত হইয়া পলায়ন করিত।

একদা বানরদিগের যূথপতি মেষের সেইরূপ প্রহার দেখিয়া মনে ২ চিন্তা করিল এই যে মেষ ও সূপকারের কলহ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে আমাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। কারণ মেষ অন্নের স্বাদ ভুলিতে পারিবেক না এবং সূপকারেরাও দণ্ডপ্রহারে নাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে হত করিবার চেষ্টায় থাকিবেক। সেখানে পাই মেষ যখন দিয়া উৎপাত করে তাহারাও তখন যাহা পায় তাহা ফেলিয়া মারে। অতএব যদি কোন দিন সম্মুখে আর কোন বস্তু দেখিতে না পায় তাহা হইলে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া তাহাকে অনায়াসেই প্রহার করিতে পারে। যদি কখন এমন ঘটনা হয় তাহা হইলে আমার নিস্তার থাকিবেক না। উহার গাত্রের লোম সকল ২ হইয়াছে। অতএব অগ্নি লাগিলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেক। এবং দগ্ধ হইতে ২ সে নিকটস্থ অশ্বশালায় যাইয়া প্রবিষ্ট হইবেক। অশ্বশালায় বিস্তর শুষ্ক তৃণ আছে, অগ্নিস্পর্শ হইবামাত্র তাহাও একেবারে জ্বলিয়া উঠিবেক। অশ্বসকল গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকে। অতএব তখন সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবেক।

অশ্ব-চিকিৎসকদের মুখে শুনিয়াছি অশ্ব অগ্নিতে দগ্ধ হইলে বানরের বসাদ্বারা তাহার শান্তি হয়। বানরের বসার আবশ্যক হইলে আমাদের নিস্তার নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে আমাদের মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া যূথপতি অধীনস্থ সমস্ত বানরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিল "মেষের প্রতি সূপকারদিগের বড়ই দ্বেষভাব উপস্থিত

হইয়াছে। ইহাতে আমার বোধ হয় বানরদিগের অবশ্যই বিনাশ হইবেক। বিশেষতঃ যে গৃহে সর্ব্বদা অকারণ কলহ হয় জীবিতার্থী ব্যক্তির তাহা অবিলম্বেই পরিত্যাগ করা উচিত। অতএব এক্ষণে যাহাতে সকলের প্রাণ রক্ষা পায় তাহার যত্ন করা সর্ব্বপ্রকারেই কর্ত্তব্য। আইস আমরা সকলে মিলিয়া এই রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কোন বনে গমন করি।"

অপর উদ্ধত বানরেরা যূথপতির বাক্যে অশ্রদ্ধা ও উপহাস করিয়া কহিল "তুমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ। বুদ্ধি শুদ্ধি সকলই লুপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য না হইলে এমন কথা কদাচ মুখে আনিতে না। যাহা হউক রাজপুত্রেরা আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে কদলী অমৃত তুল্য ফল ও অন্যান্য উত্তম২ খাদ্য সামগ্রী খাইতে দেন এবং অতিযত্নে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আমরা এখানকার এমন সুখ স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া বনের কটু তিক্ত কষায় ফল ভোজন করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে চাহি না।"

যূথপতি বানরদিগের অবাধ্যতার কথা শুনিয়া কহিল "অরে তোরা অতি মূর্খ! এসুখ পরিণামে কি হইবে তাহা তোরা জানিতে পারিতেছিস না। ইহা এখন তোদের বড়ই ভাল লাগিতেছে, পরে বিষতুল্য হইবেক দেখিতে পাইবি। তোরা যাহা ভাল বুঝিস তাহাই কর, কিন্তু আমি এখানে থাকিয়া স্বচক্ষে কুলক্ষয় দেখিতে পারিব না। এক্ষণেই বনে প্রস্থান করিব"। এই কথা বলিয়া সে সকল বানরকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল।

করিয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং কিরূপে সেই রাজার অনিষ্ট হয় দিবারাত্র তাহারই চেষ্টায় থাকিল।

এইরূপে বৃদ্ধ বানর একদা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বনে ২ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, এক স্থানে একটি অতি মনোহর পদ্মসরোবর রহিয়াছে। এবং সেই সরোবরের পারে কতকগুলি পদ্মের মৃণাল পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া মনে ২ চিন্তা করিল। এই জলমধ্যে অবশ্যই কোন দুষ্ট গ্রহ আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেক। যদি এখন জলে নামিয়া জল পান করি তাহা হইলে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব এক্ষণকার কর্ত্তব্য এই যে একগাছা মৃণাল লইয়া তাহা দ্বারা জলপান করিয়া পিপাসা দূর করি। মনে ২ এইরূপ ভাবিয়া সে সেই তীরপতিত একগাছা মৃণাল লইয়া জলপান করিতেছে এমত সময়ে এক ভয়ানক রাক্ষস রত্নমালা পরিধান করিয়া জলহইতে বহির্গত হইয়া কহিল "অরে বানর! আমি এই জলমধ্যে বাস করি। এবং যে ব্যক্তি এই জলে নামিয়া জল পান করে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করি, তুই অতিশয় ধূর্ত্ত। তোর এইরূপ ধূর্ত্ততা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখি নাই। যদি তোর মনে কিছু অভীষ্ট থাকে প্রার্থনা কর।"

বৃদ্ধ কপি জিজ্ঞাসা করিল "আপনার ভক্ষণশক্তি কিপর্য্যন্ত আছে"? রাক্ষস উত্তর করিল "কোটি ২ বৃহৎ জন্তু এই জলে প্রবিষ্ট হইলে আমি অনায়াসেই তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু ইহা

হইতে বহির্গত হইলে আমাকে শৃগালেও পরাভূত করিতে পারে।

বানর কহিল "চন্দ্র রাজার সহিত আমার অত্যন্ত শত্রুতা হইয়াছে। যদি আপনি এই রত্নমালা আমাকে দিতে পারেন তাহা হইলে লোভ দেখাইয়া সেই ভূপালকে সপরিবারে এই সরোবরে আনিয়া প্রবেশিত করিতে পারি।"

রাক্ষস সম্মত হইল এবং বানরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ রত্নমালা প্রদান করিল। বানর সেই মালা গলায় দিয়া নগরে যাইয়া অট্টালিকায় ও প্রাচীরে এবং বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরস্থ লোকেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "অহে কপিযূথরাজ! তুমি এত দিন কোথায় গিয়াছিলে? এবং এই দেদীপ্যমান রত্নমালা কোথায় পাইলে?"।

বানর কহিল "এক অরণ্যে কুবেরের এক গুপ্ত সরোবর আছে। তথায় রবিবার অতি প্রত্যুষে স্নান করিলে কুবের প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ এক এক গাছি রত্নমালা প্রদান করিয়া থাকেন"। বানরের এই কথা লোক-পরম্পরায় রাজারও কর্ণগোচর হইল। তিনি শুনিবামাত্র বানরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "অহে যূথপতি। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম তুমি নাকি এক স্থানে রত্নমালাযুক্ত এক সরোবর দেখিতে পাইয়াছ?

বানর কহিল "মহারাজ! সত্য কি মিথ্যা আমার গলাতেই রত্নমালা রহিয়াছে প্রত্যক্ষেই দেখুন না

কেন। যদি আপনার এইরূপ রত্নমালায় প্রয়োজন থাকে তবে এক জনকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে এই অপরূপ ব্যাপার দেখাইয়া আনি"।

রাজা শুনিয়া কহিলেন "তবে আমিই সপরিবারে তোমার সঙ্গে যাইতেছি। যথার্থ হয় একবারেই অনেক রত্নমালা মিলিতে পারিবেক"। বানর কহিল "হাঁ, এ কথা ভাল। আপনি গেলে দেখিতেই পাইবেন সত্য কি মিথ্যা"।

অনন্তর রাজা রত্নমালার লোভে সপরিবারে সেই সরোবর দেখিতে প্রস্থান করিলেন। এবং পাছে বানর পলায়ন করে এই আশঙ্কায় নিতান্ত সন্দিহান হইয়া স্বয়ং বানরকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। বানরও পরম সুখে যাইতে লাগিল। দেখ, লোভের কি আশ্চর্য্য মহিমা!।

এইরূপে যাইতে২ রাজা সপরিবারে রাত্রিশেষে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যথার্থই এক সরোবর কমল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি কুসুমে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে২ রজনী প্রভাত হইলে বানর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মহারাজ! প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা আবশ্যক নাই। এই সরোবরে অরুণোদয় কালে অবগাহন করাই বিধি। অতএব আজ্ঞা করুন অগ্রে সমুদায় পরিজন এককালে অবগাহন স্নান করিয়া আইসেন, পশ্চাৎ আপনি আমার সহিত অবগাহন করিবেন। উঁহারা স্নান করিতে গেলে আমি আপ-

পরিতৃপ্ত করিলে। তুমি সর্ব্বাংশেই সিদ্ধ হইয়াছ, মৃণালদ্বারা জলপান করিয়াছ, রত্নের মালাও হারাও নাই। বিশেষতঃ শত্রুনাশ এবং কিন্নলাভ এই উভয়ই সুসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে"। এই হেতু কহিতে-ছিলাম চঞ্চল হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এবং ভাবি অনর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে তাহাকে চক্র-রাজার ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়"।

সুবর্ণসিদ্ধ পুনর্ব্বার কহিলেন "অহে বন্ধু! এখন অনুমতি কর আমি গৃহে গমন করি"। চক্রধর কহি-লেন "লোকে আপদের নিমিত্তই ধন ও মিত্রের সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব তুমি আমাকে এখানে এ অব-স্থায় রাখিয়া কোন্ প্রাণে গমন করিতে চাও।"

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন "ভাই! যাহা বলিতেছ সকলই সত্য। কিন্তু এস্থান মনুষ্যের অগম্য। বিশেষতঃ তোমাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। চক্রধা-রণের বেদনায় তোমার মুখের যে প্রকার বিকার দেখি-তেছি, বোধকরি সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান না করিলে আমারও একরূপ কোন অনর্থ ঘটিতে পারে সন্দেহ নাই। আমি যেমন তোমার মুখের বিকৃত আকার দেখিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছি, এক রাক্ষসও তেমনি এক বানর বন্ধুর বিরত মুখ দেখিয়া তাহাকে বিকালগ্রস্ত বলিয়া পলায়ন করিয়াছিল"।

চক্রধর জিজ্ঞাসিলেন "সে কেমন কথা?" সুবর্ণ-সিদ্ধ কহিতে আরম্ভ করিলেন। "এক নগরে ভদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রত্নবতী নাম্নী এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। এক রাক্ষস সেই কন্যার

রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সুরক্ষিত ছিল বলিয়া তাহাকে কোন মতেই হরণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। এইরূপে সে নিত্য২ বিকাল সময়ে মায়ারূপে রাজকুমারীর অন্তঃপুরে যায় এবং সুরক্ষিত দেখিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আইসে।

একদিন সে নিরূপিত সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে এমত সময়ে শুনিতে পাইল রত্নবতী সহচরীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন "প্রাণসখি! বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রতিদিন বিকাল সময়ে একটা রাক্ষস আসিয়া উৎপাত করে। দুরাত্মাকে নিষেধ করিবার কোন উপায় করিতে পার?"

রাক্ষস শুনিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল "উক্ত বিকাল নামা আর কোন রাক্ষস এই সময়ে উহাকে হরণ করিতে যাতায়াত করে কিন্তু হরণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব আমি মায়াবলে অশ্বের মধ্যস্থ হইয়া দেখি যে ঐ পাপাত্মার আকার প্রকার কিরূপ। এইরূপ মনে২ চিন্তা করিয়া সে একটা অশ্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। নিশীথ সময়ে এক চোর অশ্ব চুরি করিবার নিমিত্ত রাজার অশ্বশালায় প্রবিষ্ট হইল এবং প্রত্যেক অশ্বকে বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সেই রাক্ষসাবিষ্ট অশ্বকেই মনোমত বোধ করিয়া তাহার মুখে লাগাম দিয়া পৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

ঘোটকাবিষ্ট রাক্ষস মনে২ চিন্তা করিল এই সে বিকাল নামা রাক্ষস না হইয়া যায়না। আমাকে দুষ্ট-মতি বুঝিতে পারিয়া কোপে বধ করিতেই উপস্থিত

হইয়াছে। এক্ষণকার উপায় কি। মনে ২ এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় চোর তাহাকে কশাঘাত করিয়া তাড়না করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। চোরও তাহাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত লাগাম টানিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেও প্রকৃত ঘোটক নহে যে লাগামের আকর্ষণ মানিবেক। চোর যত আকর্ষণ করিতে থাকে সেও দ্রুত বেগে গমন করে। তখন চোর মনে ২ চিন্তা করিল এ প্রকৃত ঘোড়া কখনই নয়। ঘোড়ার গতি কখন এমন ভয়ানক হয় না। অবশ্যই ঘোটকরূপী কোন রাক্ষস হইবেক সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে যদি কোন উচ্চ স্থান দেখিতে পাই তাহা হইলে তাহাতে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই। নচেৎ কোন মতেই প্রাণরক্ষার উপায় দেখিতে পাই না।

চোর এইরূপ চিন্তা ও মধ্যে ২ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে ২ যাইতেছে এমন সময়ে ঘোটক এক বটবৃক্ষের তলে গিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র চোরও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের জটা ধরিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। এইরূপে উভয়েই পৃথক হইল এবং মনে ২ বোধ করিল এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাইলাম।

ঐ বটবৃক্ষে রাক্ষসের সুহৃদ্ এক বানর বাস করিত। সে নিজ বন্ধু রাক্ষসের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া উচ্চস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল "অহে বন্ধু! অলীকভয়ে ভীত হইতেছ কেন! এ মানুষ তোমার ভক্ষ্য। শীঘ্র ২ ফিরিয়া আইস এবং ভক্ষণ করিয়া যাও"।

বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। দৈবযোগে রাজার একটি অধিকাঙ্গী কন্যা জন্মিল। রাজা অতি কুলক্ষণা একটা অধিকাঙ্গী কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কঞ্চুকীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "অহে! তুমি এই সদ্যো-জাত কন্যাটী লইয়া এক অরণ্যের মধ্যে রাখিয়া আইস, কিন্তু যেন কেহ জানিতে না পায়।"

কঞ্চুকী রাজাজ্ঞা শুনিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা অধিকাঙ্গী কন্যাকে কুলক্ষণা ও অপরাধিনী বলিয়া স্থির করিয়াছেন সত্য বটে, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা হউক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলে আপনার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ব্যাঘাত হইবেক না। কোন অংশে অনভিজ্ঞ হইলেও সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করা উচিত। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ রাক্ষসাক্রান্ত হইয়া কেবল জিজ্ঞাসার প্রভাবেই মুক্ত হইয়াছিলেন।"

রাজা কহিলেন "সে কেমন কথা?" কঞ্চুকী কহিতে আরম্ভ করিল "এক অরণ্যে চণ্ডকর্ম্মা নামে এক রাক্ষস বাস করিত। একদা সে ভ্রমণ করিতে২ এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল। এবং দেখিতে পাইবামাত্র তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কহিল "চল্‌রে বামন চল্" ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে২ তাহাকে লইয়া চলিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহার পা দুখানি অতি সুকোমল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপে তোমার পাদদ্বয় এমন সুকুমার হইল?"

রাক্ষস কহিল "আমি কখনই ভূমিতে পাদস্পর্শ-

কারণ হয়। অতএব মহারাজ! যাহাতে তাহাকে আর দেখিতে না হয় সর্ব্বথা তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ উহাকে বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে ঐ কন্যা সমর্পণ করিয়া দেশত্যাগ করিতে আজ্ঞা করুন। এরূপ করিলে আপনাকে আর ইহলোক ও পরলোকে দোষভাগী হইতে হইবেক না"।

রাজা পণ্ডিতগণের এইরূপ ব্যবস্থা শুনিয়া সর্ব্বত্র এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি অধিকাঙ্গী রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেক রাজা তাহাকে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দিবেন, কিন্তু তাহাকে ঐ কন্যা লইয়া দেশান্তরে গিয়া বাস করিতে হইবেক। এইরূপ ঘোষণা করিতে২ কিছুকাল অতীত হইল, কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাহাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিল না। কন্যা ক্রমে২ যৌবনবতী হইয়া উঠিল।

ঐ নগরে এক অন্ধ বাস করিত। এবং মন্থর নামে এক কুব্জ তাহার সহচর ছিল। কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে সেই ব্যক্তিই অন্ধকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহারা দুই জন পটহের শব্দ শুনিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিল "আইস ভাই, এই ঘোষণাপটহ ধারণ করা যাউক। যদি দৈবাৎ কন্যা ও সুবর্ণ উভয়ই লব্ধ হয় তবে সেই সুবর্ণ দ্বারা অনায়াসে পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিব। আর যদি কন্যার দোষে একান্তই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও এই অসহ্য দৈন্য ভাবের ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

এইরূপে মন্ত্রণা স্থির করিয়া অন্ধ সেই পটহ ধারণ করিল এবং কহিল "আমি অধিকাঙ্গী রাজকন্যাকে

বিবাহ করিতে সম্মত আছি।" রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ! এক অন্ধ পটহ স্পর্শ করিয়াছে। এক্ষণে মহারাজের যেরূপ অনুমতি হয়।"

রাজা কহিলেন "অন্ধ, বধির, কুষ্ঠী, অথবা যে ইচ্ছা সেই হউক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রার সহিত কন্যার পাণিগ্রহণ করুক আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

রাজার এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণমাত্রে রাজপুরুষেরা অন্ধকে নদীতীরে লইয়া গিয়া স্বর্ণমুদ্রার সহিত সেই কন্যাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে এক নৌকায় আরোপিত করিয়া নাবিকদিগকে আদেশ করিল "যে তোমরা এই কুব্জের সহিত সস্ত্রীক অন্ধকে কোন দেশে উঠাইয়া দিয়া আসিবি।"

নাবিকেরা তাহাই করিল। অনন্তর সেই তিন জন বিদেশে উপস্থিত হইয়া এক বাটী ক্রয় করিয়া একত্রে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।" অতএব আমি এই কথাই কহিতেছিলাম যে বিধাতা অনুকূল হইলে বিপদ্ও সম্পদ্ হইয়া উঠে, ইত্যাদি।"

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন "ভাই! তোমার এ কথা অপ্রমাণ বলিতে পারি না। দৈব অনুকূল হইলে সর্ব্বত্রই কল্যাণ হয় সত্য বটে। তথাপি সদ্বাক্যে অবহেলা করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। যিনি এমন করেন তাঁহার অবশ্যই তোমার মত দুর্দ্দশা ঘটে। ভাই! পরস্পর সংযুক্ত থাকায় অনেক গুণ। পৃথক্ হইলে ভারুণ্ড পক্ষীদিগের মত দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে হয়।"

চক্রধর কহিলেন "সে কথা কেমন। বল দেখি শ্রবণ

করি”। সুবর্ণসিদ্ধ কহিতে আরম্ভ করিলেন “এক সমুদ্রের উপকূলে ভারণ্ড নামে এক পক্ষী বাস করিত। তাহার এক উদর ও দুই মুখ ছিল। একদা সে সমুদ্র-তীরে ভ্রমণ করিতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল একটি অমৃত-তুল্য ফল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল, এবং খাইতে২ কহিল “আমি অনেকবার অনেক তরঙ্গাহৃত ফল খাইয়াছি কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহার আস্বাদ উত্তম। এমন অপূর্ব্ব ফল আর কখনই খাই নাই। ইহা অবশ্যই কোন দেবতরুর বা কোন অমৃত বৃক্ষের ফল হইবেক এবং ইহা কোনরূপে মর্ত্ত্য-লোকে পতিত হইয়া থাকিবেক সন্দেহ নাই। ইহার এমনি গুণ যে রসনায় সংযোগ হইবামাত্র আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে।”

ভারণ্ড এক মুখে এই সকল কথা কহিতেছে এমত সময়ে দ্বিতীয় মুখ কহিল “যদি এরূপ হয় তবে আমাকে উহার কিঞ্চিৎ অংশ দাও। আমি রসনা-যোগে সুখানুভব করি।”

প্রথম মুখ কহিল “আমরা উভয়েই এক উদরের জন্যে আহার করিয়া থাকি। আহার করিলে সেই উদরেরই তৃপ্তি জন্মিবেক। অতএব পৃথক্ ভোজনের প্রয়োজন নাই। বরং অবশিষ্ট অংশ দিয়া প্রিয়তমা ভারণ্ডীকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য”। এই কথা বলিয়া ভারণ্ড সেই অবশিষ্ট অংশ ভারণ্ডীকে প্রদান করিল। সেও তাহা আস্বাদন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। দ্বিতীয় মুখ তদ্দিনাবধি অতি বিষণ্ণ ভাবে

থাকিত। একদা সে একটি বিষবৃক্ষের ফল দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া প্রথম মুখকে কহিল "অরে নির্দ্দয়! আমি বিষ ফল পাইয়াছি। এখনই ইহা ভক্ষণ করিব।"

প্রথম মুখ কহিল "রে মূর্খ! এমন কাজ করিস্ না। ইহা করিলে আমাদের উভয়েরি মৃত্যু। অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর। প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কখন তোর অপকার করিব না"। এই কথা বলিতে ২ দ্বিতীয় মুখ সেই বিষ ফল লইয়া ভক্ষণ করিল। এবং ফল উদরস্থ হইবামাত্র উভয়েই বিনষ্ট হইল"; অতএব আমি বলিতেছিলাম যে সংহত না হইবার অনেক দোষ ইত্যাদি।

চক্রধর কহিল "ভাই! তোমার সকল কথাই সত্য। এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর। কিন্তু এক কথা বলি, কদাচ একাকী গমন করিও না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন 'একাকী পথ চলা অতি বিষম। পথ চলিবার সময়ে এক জন যেমন তেমন অপদার্থ ব্যক্তি সঙ্গে থাকাও উপকারক'। আমি প্রত্যক্ষে দেখিয়াছি এক পথিক সমভিব্যাহারী কর্কটের সাহায্যে সর্পের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল।"

সুবর্ণসিদ্ধ কহিলেন "সে কথা কেমন?" চক্রধর কহিতে আরম্ভ করিলেন 'এক গ্রামে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা তিনি কোন প্রয়োজন বশতঃ গ্রামান্তর যাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহার মাতা কহিলেন "বৎস! একাকী এত দূর গমন করা উচিত নয়। অপর এক জন সঙ্গী পাইবার চেষ্টা কর।

অনেক সঙ্গে থাকিলে পথের সহায় হইতে পারি-বেক।"

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন "মা! ভয় কি? এ সকল পথে কোন উপদ্রব নাই। আজি আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ প্রয়োজন আছে। না গেলেই নয়। সঙ্গীর অনুরোধে আর বিলম্ব করিতে পারিনা। এখন আমাকে একাকীই গমন করিতে হইল।"

পুত্রের এই কথা শুনিয়া মাতা তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ এক কূপ হইতে এক কর্কট ধরিয়া আনিয়া কহিলেন "বৎস! যদি তুমি একান্তই গমন করিবে তবে এই কর্কটকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাও। এই তোমার পথের সহায় হইবেক। তুমি যত্নপূর্ব্বক ইহাকে সঙ্গে লইয়া গমন কর।"

ব্রহ্মদত্ত মাতৃবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে সেই কর্কট লইয়া মাতৃদত্ত ক্ষীর চিনি প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর একটী পোটলীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে যাইতে২ মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ পথশ্রান্ত ও প্রচণ্ড রৌদ্রে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে এক বৃক্ষের তলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করি-লেন। এক কৃষ্ণসর্প ব্রাহ্মণকে নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সেই বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল, এবং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল। খাদ্য সামগ্রীর পোটলী নিকটেই ছিল, সর্প তাহার গন্ধ পাইয়া

VERNACULAR LITERATURE SOCIETY

অনুবাদক সমাজ।

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং এক বারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন তাঁহাকে উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।

২ ভিন্ন প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪ লোকক্রিয়া ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা।

৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবনচরিত।

৮ নীতিগর্ভ গল্প।

৩ য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক, বিশেষতঃ ঐ রচনার উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকেদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪ র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সঙ্খ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়। অধিক হইলে হানি নাই, কিন্তু পারিতোষিক বৃদ্ধি হইবে না।

৫ ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারের সেইরূপ করিতে হইবেক গ্রন্থখানি মনোনীত হইলে, তাঁহারা যে যন্ত্রালয়ে কহিবেন গ্রন্থকারকে সেই যন্ত্রালয়েই মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

৭ ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথাশক্য বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

৮ ম। অনুবাদক সমাজের মতানুসারে যে কোন ব্যক্তি অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তন্মধ্যে যিনি ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় উত্তমরূপ অনুবাদ করিবেন, তিনি প্রতি পৃষ্ঠায় ১৲ টাকা এবং যিনি সংস্কৃত হইতে উত্তমরূপ অনুবাদ করিবেন তিনি প্রতি পৃষ্ঠায় ৸০ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

৯ ম। অনুবাদক সমাজের পুস্তক লেখক ও মুদ্রাকারক-দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, সমাজের যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইবে তাহার যেন প্রতি পৃষ্ঠায় ২৫ পঙ্ক্তি ও প্রতি পঙ্ক্তিতে ২৬ অক্ষর হয়। অন্যথা হইলে পুরস্কার বা মূল্যের বিষয় সমাজের বিবেচনাধীন হইবে।

১০। অনুবাদক সমাজের সাহায্যার্থে যাঁহারা এক টাকা পর্য্যন্ত মাসিক দান করিবেন, অধ্যক্ষগণ তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দশ টাকার অধিক দিবেন তাঁহারা, নূতন পুস্তক প্রকাশ হইলেই এক এক খানি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবেন তাঁহারা সভ্য শ্রেণীতে গণনীয় হইবেন।

ই, বি, কাউএল্।

ভর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটীর সেক্রেটরি।

ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ	।৶৹
পিয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত	।৶৹
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার	।৵৹
হারন সাহেবের গণিতাঙ্ক	।৹
মে সাহেবের অঙ্কপুস্তক	৶৹
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	৴৹
বর্ণমালা প্রথম ভাগ	৴৹
বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ	৴১০
নীতিকথা প্রথম ভাগ	৴০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৴০
ঐ তৃতীয় ভাগ	৴৫
মনোরঞ্জন ইতিহাস	৴১০
পত্রকৌমুদী	৶০
অদ্ভুত ইতিহাস, রুক্কিস্ খাঁর বৃত্তান্ত	৴১০
ঐ সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়	৴০
ঐ তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত	৶১০
ঐ উইলিয়ম টেল	৴০
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক	৴০
শিশু পালন	।৴০
মনোহর উপন্যাস	।০
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত	॥০
চপলাচিত্তচাপল্য নাটক	॥০
জ্ঞানদীপিকা	৶০
দশকুমার	১৲
ভূমণ্ডলের মানচিত্র	৬৲
ভারতবর্ষের মানচিত্র	৪৲

৩য়। বিবিধার্থসংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস—প্রাণিবিদ্যা—শিল্প—সাহিত্যাদি—দ্যোতক মাসিক পত্র, নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত, বড় বড় ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণে, সমাজের অনুমত্যানুসারে সন ১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসাবধি বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বিনা মাশুলে ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵ আনা।

৪র্থ। বিবিধার্থসংগ্রহে যে সকল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার আদর্শ বিক্রয় করা যাইবেক; যাহার প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক, ই, বি, কাউএল সাহেব (মাউন্টেক্স হোটেল) অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক, অথবা বিবিধার্থের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিবেন। মৃত বিটন্ সাহেব বিলাত হইতে যে সকল চিত্র আনাইয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকারেরা বিনাব্যয়ে ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫ম। অনুবাদক সমাজের প্রকটিত পুস্তক সকল, গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকালয় হইতে যাঁহারা একবারে অধিক সংখ্যক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫৲ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবেক।

৬ষ্ঠ। নিম্ন লিখিত ডেপুটী ইনস্পেকটর মহাশয়েরা অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব দূরদেশবাসী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তক সকল প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা যেন উক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে

গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ডাকের মাসুল লাগিবে না। কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিলে ডাকের মাসুল তাঁহাদিগকে দিতে হইবেক।

নাম।	জেলা।
শ্রীযুক্ত বাবু ——— —	হুগলি।
,, কালিদাস মৈত্র	বর্দ্ধমান।
,, উমাচরণ হালদার ..	মেদিনীপুর।
,, ব্রজমোহন মল্লিক ..	হাবড়া।
,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	মুরশিদাবাদ।
,, এফ, জোহানিস	বাঁকুড়া।
,, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	নবদ্বীপ।
,, রামলাল মিত্র	রাজসাই।
,, পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়	বীরভূম।
,, জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪	পং, ও বারাসত
,, নীলমণি সেন	পাবনা।
,, আলাহাদাদ খাঁ	ফরিদপুর।
,, দিনবন্ধু মল্লিক	ঢাকা।
,, শ্যামাচরণ বসু	বরিসাল।
,, মেং জ্যাকসন	রঙ্গপুর।
,, হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	দিনাজপুর ও বোগড়া
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	মৈমুনসিং।
,, কমলানাথ ঘোষ	সিলহট।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।

মাণিকতলা,—শিবতলা

৯৪ সঙ্খ্যাক ভবন।